PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLDE UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT.

MARCH 31, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday the 31st March, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair. One Minister, two Deputy Ministers, Deputy Speaker and eighteen members.

Mr. Speaker :—Hon'ble members. I hope you have all got the list of Business. The following items will be taken up after question and before the Business for 31 3 64 is entered upon.

I) Announcement regarding formation of the committee for the year 1964 65.

2) Announcement regarding nomination of the Associate Members to the delmitation Commission.

First Item is oath or affirmation, any member who has not made oath or affirmation may kindly do so No such Member to-day.

Next item question—There is no question to-day. So I pass on to next item.

Announcement regarding formation of the Committee for the year 1964-65.

In excercise of the Power Comferred by rule 201 of the rules of Procedure and conduct of Business rules. I do here by nominate the following Members to be Members of the Committee as mentioned below :

(I) Committee on Rules

1) Sri Upendra Kumar Roy, Speaker, Chairman ex-officio.
2) ,, Ershad Ali chowdhury, Member
3) ,, Krishnadas Bhattacharjee ,,
4) ,, Monoranjan Nath ,,
5) ,, Sunil Chandra Dutta ,,
6) ,, Aghore Deb Barma ,,

(2) Business Advisory Committee

1) Sri Upendra Kumar Roy, Speaker, Chairman ex-officio.
2) „ Ersad Ali Chowdhury, Member
3) „ Prafulla Kumar Das „
4) „ Nishi Kanta Sarker „
5) „ Abdul wajid „
6) „ Atiqul Islam „

(3) Petition Committee

1) „ Sri Ersad Ali Choudhury—Dy Speaker. Chairman ex-officio
2) „ Nishi kanta Sarker, Member
3) „ Prafulla kumar Das „
4) „ Rajkumar Kamaljit Singh. „
5) Srimati Renu Chakraborty. „
6) „ Sri Hlura Aung Mog. „

(4) Privilege Committee.

1) „ Sri Ersad Ali Choudhury Chairman ex officio
2) „ Gopesh Ranjan Deb Member
3) „ Monchar Ali „
4) „ Rajkumar Kamaljit Singh „
4) Srimati Renu chakraborty „
6) „Sri Sunil kumar Choudhury „

For the constitution of the Committee of Estimates and Public Accounts Committee, I have received nomination of six candidates for each of the said Committees and as such I do hereby announce that the following committees be constituted with the Members as noted for each below.

(5) Public Accounts Committee

1) Sri Krishnadas Bhattacharjee Member
2) „ Manoranjan Nath
3) „ Gopesh Ranjan Deb
4) „ Monchar Ali
5) „ Aliqul Islam
6) „ Bulu Kuki

The chairman will be elected by the committee from amongst its members.

(6) Committee on Estimates

1) Sri Krishnadas Bhattacharjee
2) „ Karunamoy Nath Choudhury

3 ,, Umesh Lal Singh
4) ,, Abdul Wazid
5) ,, Aghore Deb Barma
6) ,, Dinesh Deb Barma

Announcement regarding Nomination of the Associate Members to the Delimitation Commission.

In exercise of the powers conferred by Sub section (1) (b) of the section 42 of the Government of Union Territories Act 1963 I nominate the following three members of the Assembly as Associate Members of the Delimitation Commission.

1) ,, Sri Umesh Lal Singh
2) ,, Sri Aghore Deb Barma
3) ,, Sunil Kumar Dutta

This is for information of the members.

Next item Government Business Financial voting on Demands for grants.

Mr Speaker:—To-day in the list of Business 5 demands viz Demand No 12 Police, No-18-Animal Husbandry, No-20 Industries, No 32 miscellaneous and No 33.—Other Misc. contributions and Assignments are to be dispossed of.

Members have received the list of business along with the Appedix showing demands to be moved by the Finance Minister and the cut motions to be moved by the members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular demand and as soon as the Finance Minister has moved his demands. I shall take up the cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions there after when the debate is. closed I will dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble members that I have decides to request the Financc Minister to move the Demand No 32 Miscellarcous and No 33 other Misc. Contributions and Assignments together and I shall have One general debate on these two demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands separately.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No 12 —Police.

Sri Sachindra Lal Singh:—Hon'ble Speaker Sir

On the recommandation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 1, 48, 18, 500/-(inclusive of the Sums specified in column 3 of the schedule to the Appropiration (Vote or Accounts) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period ending on the 31st day of march 1965, in respect of Demand No 12 Police.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়— দেশের অভ্যন্তরে peace এবং tranquillty রক্ষা করার প্রয়োজন বোধে পুলিশ খাতে এই Demand পেশ করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের Border এ পাকিস্তান যে ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তার জন্যও আমাদের পুলিশ খাতে টাকার প্রয়োজন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আমাদের Border out post খুলতে হবে। দেশের অভ্যন্তরেও Home guard এর শক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন থাকায় এই বরাদ্দ পেশ করা হ'য়েছে. পুলিশের কর্ত্তব্য শুধু দেশের শান্তিরক্ষা করা নয়। দেশে যখন ঝড়, বন্যা দেখা দেয় তখন পুলিশ এগিয়ে আসে সকলের আগে দেশবাসীর সাহায্যে। পাকিস্তানের অত্যাচারে জর্জ্জরিত অগণিত উদ্বাস্তু আজ ত্রিপুরায় চলে আসছে, তাদের এদেশে আগমনের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্যও পুলিশের প্রয়োজন। দেশের ভিতর আছে সমাজদ্রোহী যারা তারা আভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা নাশ করতে পারে। সুতরাং পুলিশ যদি এসব সমাজদ্রোহীকে কঠোর হস্তে দমন না করে তবে তাদের উৎপাতে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলা। Kidnaping ও ডাকাতি Case সংখ্যাও খুব কম নয়। তেলিয়ামুড়া, সিধাই, খোয়াই প্রভৃতি স্থানে Kidnaping ও ডাকাতির Case দেখা গেছে। সুতরাং এসমস্ত বন্ধ করতে হলে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা আছে। Murder case ও বেশ বেড়ে গেছে। তাছাড়া বে-আইনী অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করবার কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে।

এই সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় যে দেশের অভ্যন্তরে সমাজদ্রোহীদের তৎপরতা বেড়েযাচ্ছে। এই সমস্ত সমাজদ্রোহী তৎপরতা বেড়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়, যে সময় চীনা শত্রু আমাদের দুয়ারে। সুতরাং আমাদের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর হতে হবে।

এই সমস্ত বিচার বিবেচনা করে Police Budget House এর সামনে উত্থাপন করা হল সমর্থনের জন্য। আমি Houseকে এই Budget সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করতে অনুরোধ করব দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে।

বৃটিশ আমলে পুলিশ ছিল মানুষের ত্রাস। কিন্তু দেশে স্বাধীনতার পর পুলিশ ও আমাদের বন্ধু। আমাদের আপদে বিপদে পুলিশ এগিয়ে আসে, এবং পুলিশ ও জনসাধারণের সহযোগিতায় রক্ষা হয় দেশের শান্তি শৃঙ্খলা।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri. Aghroe Deb Barma.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পুলিশ বাজেটের উপর আমার একটা Cut motion আছে। সেটা হল, "Disaproval of the Policy of Maintainance of the Police out posts in the interior parts of Tripura." আমাদের ত্রিপুরা তিন দিকে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত। আমরাও নানা পত্র পত্রিকার দেখি যে Border এ পাকিস্তানি হামলা লেগে আছে। সুতরাং আমরাও দ্বিমত নই যে Border কে সুরক্ষিত করতে হবে। আমার বক্তব্য হল unnecessry পুলিশ ফাড়ি খোলার বিরুদ্ধে! দেশে যখন শান্তি বজায় থাকে' যেখানে কোন প্রকার হাঙ্গামা নেই সেইখানে Polce ফাঁড়ির বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয়— অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামের অভ্যন্তরে বেশী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হওয়ার দরুণ যে কি ঘটনা হচ্ছে, তার দুই একটার উদাহরণ আমি দেব। গত ২৭শে ডিসেম্বর রাত্র প্রায় ১২ টা ১টার সময় শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা, ভুবন জয়, শিবেন্দ্রপাড়া, শম্ভুচন্দ্র, বালিরগ্রাম, চুইয়া গাছিমাপাড়া, বীরচন্দ্র

গাছিয়া বড়াং এবং মান্দার বাজারের Out post এর ২জন Police সহ বেগুরাম বাড়ীর উষা চন্দ্র ও ভারত দেববর্ম্মার বাড়ীতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এবং বিশালক্ষ্মী নামে এক মহিলার উপর গুরু-তর ভাবে আঘাত করা হয়, যার ফলে সেই মহিলাটি গবিন্দবল্লভ হাসপাতালে একক্রমে ২১ দিন চিকিৎসাধীনে ছিলেন। গত ২৮শে ডিসেম্বর উক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানায় Case দায়ের করা হয়। তারপর ৩০শে ডিসেম্বর নরেশ বাবু case টি enquiry করেন। কিন্তু যেসমস্ত লোক Police এর লোকের বিরুদ্ধে কেস দিয়েছে, তাদের ধমকাধমকি করেন। এর পর সেই লোকটি S D. O. কোর্টে কেস দায়ের করেন। এই কেসের এক জন সাক্ষীকে নিয়া পরে মার-ধর করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কেস সম্পর্কে এখনও পর্য্যন্ত কাউকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

আর একটি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করব গত ২২শে মার্চ্চ রবিবার ফটিকছড়ার এক বাড়ীতে ডাকাতি হয়; তারপর ১৪ই মার্চ্চ বিজয়নগরের জগবন্ধু মালাকারের বাড়ীতে একদল পাকি-স্তানী অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং এর ফলে শ্রীমালাকার নিহত হন; গত ৮ই Feb. 1964 দয়-কলার কুমারী দেববর্ম্মার বাড়ীতে পুলিশ গভীর রাত্রিতে হানা দেয়; গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বেলছড়া ফাঁড়ির এক হাবিলদার হৃদয়কৃষ্ণ দেববর্ম্মার উপরে অতর্কিতে চড়াও করে, উদ্দেশ্য কিছু টাকা আদায় করা; গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিনোদ বিহারী পাল নামে এক ব্যক্তি যখন খোয়াই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন পুলিশ তাকে ধরে সিপাই থানাতে চালান দেয়; এইরূপে পুলিশের কীর্ত্তিকলাপের বহু ঘটনা আছে। এইরূপ ভাবে পুলিশ মানুষের উপর অত্যাচার করে, এবং মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে। পাকিস্তানীরা এসেআমাদের লোকজনের উপর আক্রমণ করে ও ডাকাতি করে চলে যায়, কিন্তু আমাদের পুলিশ নিষ্ক্রিয়।

গত ২২শে মার্চ্চ রাত্রিতে এক বাড়ীতে ডাকাতি হয়। এবং নগদ টাকা ও অন্যান্য জিনিষ পত্রাদি ডাকাতেরা নিয়ে যায়; শুনা যায় পুলিশ এই মালের সন্ধান পেয়েছেন; কিন্তু মজার কথা এখনও পর্য্যন্ত এক জনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে যে, পুলিশ ফাঁড়ির প্রয়োজন হয়েছে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য; কিন্তু যে সমস্ত ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করলাম, ঐ গুলি থেকে বোঝা যায়॥ পুলিশ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতে নাচার, বা শান্তি রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই। এই সমস্ত ঘটনা উল্লেখ করে আমি যে সমস্ত চিঠি পত্র লিখি তার একটা জবাব পর্য্যন্ত আমায় জানায় নি। সুতরাং আমি মনে করি এই interior এ পুলিশ ফাঁড়ি রাখার কোন আবশ্যকতা নেই। এই পুলিশ ফাঁড়ি রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত এলাকাকে Comunist এলাকা বলে মনে করেন, সেই সমস্ত স্থানে পুলিশ মারফৎ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা। সুতরাং আমি পুলিশ ফাঁড়ি খোলার সমর্থন করতে পারি না, এই কারণে আমি cut motion রাখছি।

বর্ডারও পুলিশের কার্য্যকলাপ খুব আশাপ্রদ নয়। পাকিস্তান হামলা করে, অতর্কিতে মানুষের বাড়ী চড়াও করে কিন্তু আমাদের পুলিশ কিছু করতে পারে না। রাজঘাটের ঘটনা উল্লেখ করে আমি বলব যে পুলিশের উচিৎ ছিল সেখানকার অন্ততঃ এক জন ডাকাতকেও গ্রেপ্তার করা। কিন্তু তারা তা পারে নি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—Mr. Speeker আমার মনে হয় Assembly House এর ভিতর পোষাক পরে পুলিশ থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। এর প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker— (Addressing the Police Officer sitting in the Distinguished Visitors' gallery) I am sorry. I cannot allow you here with Uniforms.

(The Police officer then left the gallery.)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা- বর্ডার রক্ষার ব্যাপারে এবং নিরাপত্তার ব্যাপারেও Police এর ব্যর্থতার কথা আমরা জানি।

পুলিশের কীর্ত্তির কয়েকটি ঘটনা আমি বলব। গত ১১-১১-৬৩ ইং তারিখে এক চাকমা রমনী বাজার হতে ফিরছিল। সেই সময় রাইমার O/c তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে চুল ধরে টানা টানি করে ও আরও অনেক অত্যাচার করে। কিন্তু তার আজ পর্য্যন্ত কোন inquiry হল না।

বর্ডারকে আমরা শক্তিশালী করব, দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করব। এই জন্য আমাদের পুলিশের প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের Police করে তার বিপরীত। তারা শান্তিকামী মানুষের উপর অত্যাচার করে, উৎপীড়ন করে।

আর একটি কথা এই Budget সম্পর্কে বলতে হয়, আমাদের এখানে ২টি Police force আছে, তাদের আনা হয়েছে বাহির থেকে। আজ যদি আমরা আমাদের স্থানীয় লোকদের এই কাজে লাগাতে পারতাম তা হলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হত।

Emergencyর সময় হয়ত ঐ সব force এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন তার কোন যৌক্তিকতা নেই বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার cut motion সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker. I would call on Sri Karunamoy Nath chowdhury.

শ্রীকরুণাময়নাথ চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। এখানে আজকে যে cut motion রাখা হ'য়েছে আমি তার বিরোধীতা করে মূল প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। আজ ত্রিপুরার ৩ দিক পাকিস্তান পরিবেষ্ঠিত, বিশেষ করে আজকের এই জরুরী সময়ে একটা Policyর উপর disapproval আনার সার্থকতা কোথায় সেটা আমরা বুঝি না। বুঝি এইটুকই যে যাতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজের দলীয় কাজ ইতিপূর্বে যে ভাবে চালান হয়েছে সেই ভাবে চালানো যায় এছাড়া এই cut motion এর সার্থকতা নেই। এটা অতি সত্য কথা যে রাজ্যে যে ভাবে লোক সংখ্যা বেড়েছে ও রাস্তাঘাটে যে অবস্থা তাতে Police Service একান্ত প্রয়োজন এবং Police Service যদি না থাকে তাহলে বলা হবে যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে police এর ব্যবস্থা নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পুলিশ দেশ রক্ষা ছাড়াও দুর্যোগে জনসাধারণের সেবা কার্য্যে নিয়োজিত হয়ে থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে ও ত্রিপুরা রাজ্যে দক্ষিণ অঞ্চলে যে cyclone হ'য়ে গেল সেখানে পুলিশ জনসাধারণের সেবা কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। সেখানে যাঁরা প্রভাবশালী দল বলে দাবী করেন তাঁদের সেবকদের ত সেখানে দেখি নাই। আমরা শান্তি সেনা দলের নাম শুনি,— তাদের জয় গান শুনি— তাদের কাউকেই তো সেখানে দেখিনি শান্তি রক্ষার জন্য। তারপর বন্যায় যখন সমস্ত রাজ্য বিপর্যস্ত

তখনও তাদের দেখি নাই। তবে তাদের দেখা যায় দলীয় প্রচারের সময় যেমন যখন তাদের বিচার কেউ না মানে তখন তাদের হদিস নাই।

আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম স্থানে থানা ইত্যাদি না রাখি তবে জন সাধারণ প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। আমি শুধু এ কথাই বলি যে এটা জনসাধারণের দাবী এবং তারা যাতে প্রয়োজনীয় শাসন ও সেবা পেতে পারে তাই পুলিশ দরকার। এখন ২২টি থানা রয়েছে তারপরে আরও ২৯টি Out post খোলা হয়েছে যাতে এই কাজ আরও বিস্তৃত ভাবে করা যায়। একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে সরকার কেন? সরকার হচ্ছে মানুষের জীবন ও ধন রক্ষার জন্য। আর যদি সরকারের তরফ থেকে মানুষ তার জীবন, ধন রক্ষার আশ্বাস না পায় তবে সরকারের কোন ও সার্থকতা থাকেনা। আমরা বিচার বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি নালিশ শুনেছি। কিন্তু বিচার বিভাগে যদি কোন নালিশ না যায় তবে কেবল বিধান সভায় বলে একটা বিরোধিতা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু হবে বলে আমি মনে করি না। বিচার বিভাগের কাছে অভিযোগ না গেলে তার মীমাংসা হবে কি ক'রে। বক্তা শুধু কয়েকটি ঘটনার কথা বলেছেন! সেগুলি যে বিচার বিভাগের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে সে কথা বক্তা বলেন নি। আমি আশা করি যে এই cut motion move করতে গিয়ে বক্তা যেটুকু তার যুক্তি দেখিয়েছেন তার কোনও সার্থকতা নেই শুধু police এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব সৃষ্টি করবার জন্যই বলেছেন। আমার মনে হয় তাদের এই বক্তব্যের দ্বারা এই Emergency period এ জনসাধারণকে সেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা এবং দলীয় একটা রাজত্ব চালানর মনোবৃত্তি তারা এই ছাঁটাই প্রস্তাব মারফৎ রাখেন। এ ছাড়া এর কোন ও সার্থকতা নেই। তাই আমি এই ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে ও মূল প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তৃতা এইখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker : I call on Shri Bulu Kuki

শ্রীবুলু কুকী—Hon'ble Speaker Sir! আমি Police বাজেটের উপরে যে cut motion দেওয়া হয়েছে তার উপর আমার দুএকটি কথা বলব। যে কোন ও দেশে Police এর প্রয়োজনীয়তা আছে এটা সব সভ্য দেশেই স্বীকার করে। পুলিশ দেশে শৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং দুষ্টকে দমন করবে এটা নীতিগত ভাবে স্বীকার করি; তাছাড়া ত্রিপুরার তিনদিকে যে পাকিস্তান তার সঙ্গে আমাদের relationটা ভাল না তাছাড়া সীমান্তে গরুচুরি, ডাকাতি, চুরি প্রভৃতি চলেছে। সেই সমস্ত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হ'লে পুলিশের প্রয়োজন আমি স্বীকার করি। কিন্তু পুলিশ তাদের দায়ীত্ব ঠিক ঠিক পালন করছে কিনা। তবে এই সম্পর্কে কয়েকটা বিষয় আমি house এর সামনে উত্থাপন করতে চাই। যে চাক্‌মা মহিলার কথা শ্রীঅঘোর দেববর্মা বলেছেন তার কথা আমি বলতে চাই। চাকমা মহিলাকে দারোগা যে অত্যাচর করে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করে সে S. D O র কাছে দরখাস্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এই কথা জানান হয় এবং গত ১৯।১১।৬৩ তারিখে আমি পুলিশ সুপারের কাছে জানাই যেন এর একটা তদন্ত হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এটার কোনও তদন্ত হয় নাই। এবং তদন্ত করা তো দূরের কথা তার স্বামীকে arrest করে অমরপুর জেলে ভরেছে। আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ যে আশায় পুলিশের কাছে অগ্রসর হ'তে চায় সাহায্য নিতে চায় যদি পুলিশ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করে তাহলে কি করে জনসাধারণ

পুলিশকে বিশ্বাস করবে। তা অসম্ভব। তৈদু এলাকায় কয়েক মাস আগে অদ্ধেন্দু চন্দ্র জমাতিয়া পুনর্ব্বাসনের জমি পায়। তার একটা ছাগল ছিল পূজার জন্য সেই ছাগলটি হারিয়ে যায়। সে বিচার পাওয়ার জন্য কংগ্রেসী একজন সর্দ্দারের কাছে যায়। তখন সে বলে তুমি আমার বাড়ী ডাকাতি করতে এসেছ এই বলে অম্পি আর্ম পুলিশ ফাঁড়িতে তাকে চালান করা হয় এবং উল্টা তাকে ৪০০৲ টাকা জরিমানা করা হয়।

এবং তার পুণর্ব্বাসনের জন্য সে যত টাকা পেয়েছে আর মহিষ, ছাগল প্রভৃতি বিক্রি করে সে ঐ ৪০০৲ টাকা দেয় এবং এটা সম্পর্কে যেন একটা proper enquiry হয় তার জন্য chief commissionerএর কাছে দরখাস্ত করে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন enquiry হয়নি। কিন্তু আজকে আমি Hon'ble Speakerএর মাধ্যমে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। একথা বলা হ'য়েছিল যে "কোন শিয়ালে খায়?" আমি একথা জানাতে চাই যে সেখানে যে পুলিশ outpost আছে প্রত্যেক দিন বিকালে তারা জন সাধারণের কাছে মদ ও মুরগী খুজবে। না পেলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা case সাজাবার ভয় দেখিয়ে এগুলো আদায় করবে। এ সম্বন্ধে আমার নিকট বহু তথ্য আছে। এখন চিন্তা করুন যে—"কোন শিয়ালে খায়।" আর একটি ব্যাপারে প্রায় ৫।৬ মাস হয়—এখানে কয়েকটা সামাজিক ব্যাপার আছে পাহাড়ী এলাকায় কতকগুলি নিয়ম আছে কিন্তু পুলিশ সেই সামাজিক নীতিগুলির উপর হস্তক্ষেপ করে। প্রায় ৬।৭ মাস আগে তৈদু এলাকায় শচীনলাল কাইপেংএর বাড়ীতে ২জনের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে তখন অম্পির দারোগার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং বলে—"তোমরা কেন বিচার করছ?" এই অজুহাতে তার থেকে ১০০৲ টাকা জরিমানা আদায় করে এবং এই ১০০৲ টাকা তাকে তার ধান, গরু, ছাগল ও মুরগী বিক্রয় করে দিতে হয়। তাই আমরা দেখি যে পুলিশকে রাখা হয়েছে সীমান্ত এলাকা রক্ষার জন্য, সে দায়িত্ব ও তারা পালন করে না। তাই আমরা দেখি প্রত্যেক বর্ডার এলাকা থেকে—নুতন বাজার, একছড়ি এলাকা থেকে ৬।৭ টা গরু চুরি হ'য়ে যায়। সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি আছে কিন্তু সেই পুলিশ সেখানে নির্ব্বাক, অথচ যখন গ্রাম হইতে মোরগ আদায় করে, মদ আদায় করে তখন তারা খুবই সচেতন। আজকে যে কর্ত্তব্যের জন্য পুলিশ রাখা হয়েছে, সে কর্ত্তব্য তারা পালন করে না। কিন্তু তাদের জন্য যে ১, ৪৮, ১৮, ৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা জনসাধারণের শান্তি শৃঙ্খলা রাখার নামে যারা তাদের উপর অত্যাচার করবে তাদের জন্য এই টাকা। আমি একটা কথা স্মরণ করাতে চাই যে তাঁরা বলে ছিলেন যে তাঁরা দুর্নীতি দূর করবেন; কিন্তু কোথায় সেই আশ্বাস। Ruling Party বরং পুলিশের দ্বারা সেই দুর্নীতি বাড়াচ্ছে। পুলিশ যখন দেখবে পকেটে টাকা নাই তখন তারা গ্রামাঞ্চলে ঢুকবে ও কি করে টাকা, মুরগী আদায় করা যায় সেই চেষ্টা করবে। কিন্তু যখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তদন্ত চায় জনসাধারণ তখন তদন্ত হবে না। তাই বলব যে পুলিশের দুর্নীতির জন্য দায়ী ruling Party আজ যদি ruling party এই নিজের দুর্নীতি দূর না করে তবে এ দুর্নীতি দমন করা সম্ভব হবে না। Bible এ একটা কথা লিখা আছে যে— "তোমার নিজের চোখের কাঁটা আগে ফেল তবে তুমি পরের চোখের কাঁটা সরাতে পারবে।"

আজ যদি ruling party নিজের দুর্নীতি না দূর করে তবে শাসন ব্যবস্থার দুর্নীতি দমন হতে পারেনা। মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে আমি একটি দাবী জানাবো যে রংমালা চাকমার

উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তার তদন্তের জন্য দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Monoranjan Nath

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়! এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে Police খাতে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছেন তার প্রতি আমার সমর্থন জানাচ্ছি ও বিরোধী পক্ষ যে cut motion এনে ছেন তার বিরোধিতা করছি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী পক্ষ পুলিশকে ভয় করেন। এমন কি এক জন পুলিশ অফিসার galleryতে বসছেন তাঁকে দেখেও তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। আমাদের U P. Rules এ এমন কোনও rule নাই যাতে Police officer বিধান সভায় বসতে পারবেন না। There is no such rule.

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'ble Member Our U P Rules may be silent on this point, but there are certain customs and convensions which must be followed I would point out to the Hon'ble member page 87 of the Loka Sava hand book for members – "Police man in Uniform are not admitted even as visitors in the gallery. (clapping from Opposition)

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ:— মাননীয় Speaker, মহোদয়ের decision আমি observe করছি। কেবল আমি বলছিলাম যে আমাদের U. P. Rules এ এমন কোন বিধান নাই।

Mr. Speaker : Where there is no rule in U. P Rules we must follow the Loka Shava Rules Where there is a clear cut provision in Loka Sava Rules

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ:— আমি এখানে বলব যে পুলিশকে ভয় হয় কাদের—যারা অপরাধী, যারা শান্তি চায় না যারা নিরীহের উপর অত্যাচার করতে চায়। সৎজন পুলিশকে ভয় করে না। পুলিশ সরকার পরিচালনার জন্য একটা যন্ত্র বিশেষ। Inadiquacy, inefficiency যদি হয় তবে শাসনকার্য্য ভেঙ্গে পড়ে। কাজেই Administration এ উপযুক্ত পরিমাণে পুলিশ রাখা আবশ্যক। দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য, দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেশের শান্তি রাখার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পুলিশ রাখা দরকার। এখানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীকরুণাময় নাথ বলেছেন —যে আমাদের ত্রিপুরার তিনদিকে পাকিস্তান এবং আমাদের নানাবিধ সম্পদ পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এসমস্ত রক্ষার জন্য, চোরা কারবার বন্ধ করার জন্য পুলিশের দরকার। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান আমাদের সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করছে, হামলা করছে। এই সমস্ত রক্ষার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীর দরকার। এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুরা অত্যাচার করছে তাদেরে হত্যা করছে। দলে দলে সংখ্যালঘু ত্রিপুরায় আশ্রয় নিচ্ছে. এবং এই সমস্ত সংখ্যালঘুদের আগমনে কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

এইসব কারণেও Interrior এ পুলিশ out post থাকা দরকার। ত্রিপুরায় ২২টি থানা আছে এবং ২৩টি out post আছে। আমি বলব ত্রিপুরার যে area তার তুলনায় ইহা বিশেষ কিছু নয়। criminal activities, সাম্প্রদায়িক গোলমাল, ও corrpution যে সমস্ত জায়গায় বৃদ্ধি পায় সেই সমস্ত স্থানে out post করা হয়। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা, নাগরিক জীবনের

শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য Police out post এর দরকার। কাজেই এই সমস্ত out post তুলে দেওয়ার অর্থ দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে দেওয়া—দেশে সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ দেওয়া। কাজেই এখানে যে cut mot on বিরোধী পক্ষ এনেছেন সেটা দেশের আভ্যন্তরিক গোলযোগ বৃদ্ধি করার জন্য এবং তার জন্যই এইসব উক্তি। এখানে আমি বিরোধীপক্ষের কয়েকটী প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। একদিকে তাঁরা বলছেন যে বর্ডার রক্ষা করতে হবে অথচ পুলিশের কোন দরকার নেই। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে অথচ পুলিশের কোন দরকার নেই। এইসব contradictory উক্তি। তারপর বলছেন 'যে দেশে পুলিশ নাকি কয়েকটি ঘটনা করেছেন যারজন্য তারা S D.O সাহেবের কাছে Chief Commissin এর কাছে দরখাস্ত করেছেন কিন্তু কোন প্রতিকার পান নি। আমি বলব যে Chief Commissioner বা S D O সাহেব সে সব দরখাস্ত baseless মনে করেছেন তাই তদন্ত হয় নি। তাছাড়া তারা যে report করলেন সেটা কার কাছে address করেছেন সেটা বুঝাগেল না তাই এর যে কি উত্তর দেবো তা আমি বুঝিনা। এখন পুলিশ গারদ উঠিয়ে দিবার জন্য কতগুলো false report দেওয়া হয় তাহলে এসবের তদন্ত নাও হ'তে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে আসামীর বিরুদ্ধে S D.O সাহেবের কোর্টে এজাহার দেওয়া হয়েছে কিন্তু আসামী ধৃত হয় নি। এটা পুলিশের দায়িত্ব। যদি ওয়ারেন্ট না হয় এবং পুলিশ ধৃত না করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কিছু বলা যেতে পারে। সুতরাং তাদের যে এসব baseless কথা তা আমি মোটেই সমর্থন করতে পারছি না। তাদের এ সমস্ত কথা যুক্তিহীন, কাজেই তাদের cut motion এর আমি বিরোধিতা করছি এবং এখানে যে মূল Police Demand পেশ করা হয়েছে তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr, Speakea : I would now call on Sri Hlura Aung Mog

শ্রীলুরা অং মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও বর্ডার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমাদের পুলিশ প্রয়োজন আছে সে কথা আমরা অস্বীকার করিনা ; কিন্তু সেই পুলিশকে আমরা দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি করার কাজে যেন না লাগাই। সেই হ'ল আমাদের প্রশ্ন। এবং সেটা হ'ল আমাদের দাবী। পুলিশকে যাতে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও বর্ডার সুরক্ষিত করার কাজে প্রয়োগ করতে পারি সেইটাই আমাদের অভিমত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি করার কাজে পুলিশকে নিয়োগ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি যে সামন্ত তন্ত্রের যুগ থেকে স্বাধীনতার ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ যে ভাবে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে আগরতলাবাসী—ত্রিপুরাবাসী প্রত্যেকে তা জানেন। ১৯৫৪ সাল তখন Advisory আমল— Advisor তিন জন ছিলেন—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী, মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আর এক জন তিনি এই House এর মধ্যে নেই। গাড়োয়ালী পুলিশকে মদ খাইয়ে উত্তেজিত করে তাদের দিয়ে তুলসীবতী গার্লস্কুলের মেয়েদের এবং আগরতলাবাসী লোকদের কী ভাবে ঠেঙ্গিয়েছে একথা সকলেই জানেন। কিন্তু তার কোনও বিচার আমরা আজ পর্য্যন্ত পাইনি। আগরতলার বুকে যদি এই ভাবে পুলিশের অত্যাচার চলতে পারে, তাহলে অঘোর জঙ্গলে কি ভাবে যে পুলিশের অত্যাচার চলে তা ত্রিপুরাবাসী হাড়ে হাড়ে জানে। কোন মানুষ যখন অত্যাচারিত হয়ে পুলিশের কাছে আশ্রয় নেয় তখন টাকা পয়সা ছাড়া

তার কোনও রকম এজাহার লওয়া হয় না ; এবং এটা বহু জায়গায় আমরা দেখেছি। আর পুলিশ দলবল নিয়ে কি ভাবে যে টাকা পয়সা ছিনিয়ে আনে সেটাও আমরা দেখেছি। একটা নজীর বৈষ্ণবপুরের ৫০।৬০ টা মগ পরিবার অঘোর জঙ্গল আবাদ করে যেখানে তারা দুটো ভাত খাওয়ার জন্য ক্ষেত তৈরী করেছিল, সেই ক্ষেতকে পুলিশ দারোগা দল নিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। সেটাও আমরা দেখেছি। সেখানে পুলিশ কিরূপ ঘৃনিত কাজ করেছে, সেটা প্রত্যেকে জানেন। নজীর আছে যে বহু case পুলিশ করেছে— Public এর বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতির case করেছে বিনা অজুহাতে, কিন্তু সে সব case টিকেনি। সেটার report বিচার বিভাগে আছে। তাই আমি বলি যে এবার ও বিধান সভার প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে ১২টা পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়ে তারা আবার ১৯৫৪ সালে যে ঘটনা করেছেন তার সপ্ন দেখছেন ক্ষমতার আসরে বসে। তাদের শান্তি শৃঙ্খলার নাম করে বিভেদমূলক ব্যবস্থা চালানর জন্য যে চেষ্টা সেটা আমরা দেখছি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্নয়নের নামে বিরোধী দল যাতে ভেঙ্গে যায়। যাতে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা এখনও চালান হচ্ছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা টিকবে না। গত নির্ব্বাচনে Parliamentএর ২টি আসনই আমাদের দলীয় ব্যক্তি দখল করতে পেরেছন। ত্রিপুরার জনগণ নির্ব্বাচন করেছেন তাদের প্রতিনিধি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি চাই, শৃঙ্খলা চাই। আমি অনুরোধ করব যাতে আমরা পুলিশকে শান্তি শৃঙ্খলার কাজে নিয়োগ করতে পারি, যাতে পুলিশকে বর্ডার সংরক্ষনের কাজে নিযুক্ত করতে পারি তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব। যাতে পুলিশ আমাদের একতা নষ্ট করতে না পারে, জনসাধারণের প্রতি অত্যার করতে না পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে এখন জরুরী অবস্থায় আমাদের একতা রক্ষা করার প্রয়োজন সুতরং মহাদেবের ষাড়ের মত যেন পুলিশকে ছেড়ে দেওয়া না হয় ; যাতে তারা মানুষের একতা নষ্ট করতে না পারে সে বিষয়ে আমি অনুরোধ করব। যদি ruling partyর কোনও চক্রান্ত মুলক কাজে পুলিশকে লাগান তাহলে তার আমি বিরোধিতা করব। এটা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে না চলে তার জন্য আমি অনুরোধ করব। ত্রিপুরার সংগ্রামী জনসাধার জেগে উঠেছে। তাই আমি অনুরোধ করব যে পুলিশকে যেন দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা না হয়। আর একটা কথা হ'ল যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা পুলিশের দুর্নীতির সম্পর্কে কথা বলি, অপর দিকে তাঁদের বাঁচাবার কথাও আমরা বলব। আমরা দেখি অনেক জায়গায় পুলিশের কর্ম্মচারী যারা উচ্চস্তরে আছেন—তাদের অনেক স্থলে বেতনবৃদ্ধি হয় ; আর যারা চৌকিদার, কনেষ্টবল তাদের অবস্থার দিকে চিন্তা রাখা প্রয়োজন। বিলোনীয়ায় যারা চৌকিদার আছেন তারা মাস দুমাস বেতন পায় না। একজন চৌকিদার আমার কাছে বলল যে সে ২।৩ দিন কিছু খায় নাই। বিলোনীয়া থানায় গিয়েছে ২।৩ বার, কিন্তু বেতন পায় নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে উচ্চ স্তরের কর্ম্মচারীরা বেতন পেয়েছেন কি না। হঁা, তারা পেয়েছেন, কিন্তু এই গরীব চৌকিদার বেতন পায় না। এই যদি তাদের অভিযোগ হ'য়ে থাকে— যদি মাসের পর মাস তাদের বেতনের জন্য ঘুরতে হয় এবং তাদের কাচ্চা বাচ্চাদের না খেয়ে মরতে হয়, তবে আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে এ দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করব।

Mr. Speaker—: Iwould now call on Shri Nishi Kanta Sarkar.

শ্রীনিশি কান্ত সরকার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে পুলিশ বাজেট এখানে পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। বিরোধীপক্ষ যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। এখানে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে পুলিশ বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত। কারণ বর্ত্তমানে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে তিন দিক দিয়ে পাকিস্তান communist চীনের সাথে চুক্তি করে আমাদের পরিবেষ্টিত করে আছে, সেখানে আমাদের পুলিশের বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া লোকসংখ্যা যেভাবে এখানে বাড়ছে এবং পাকিস্তানের অত্যাচারে যেভাবে এখানে উদ্বাস্তু হাজারে হাজারে আসছে তার শান্তি রক্ষার জন্যও আমাদের পুলিশ দরকার! কিন্তু তারা এখানে কতকগুলি প্রশ্ন এনেছে তার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সব সময়েই তারা একটা না একটা অভিযোগ নিয়ে আসেন যে পুলিসের দরকার নাই। দরকার নাই তারাই বলতে পারেন, যেহেতু Communist রা এরাজ্যে লাল চীনকে আনতে চেয়েছিল। সে কাজে ভাঁটা পড়েছে তাই তারা পুলিশকে ভয় করছে। পুলিশ তো শান্তি রক্ষার জন্য। যারা চোর, ডাকাত তারা পুলিশকে ভয় করে। যারা এ দেশকে বিদেশীর হাতে দিতে চায় তারাই পুলিশকে ভয় করে। আমি বলব যে এখানে ১১টি পুলিশ ফাঁড়ি করা হয়েছে এবং আরও ২১টী বেশী দরকার। কারণ উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর, দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর, উত্তর বড়মুড়া, দক্ষিণ বড়মুড়া, সেখানে তারাই নাকি রাজা। আমি অবাক হয়ে যাই যে কিভাবে তারা আদিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যেন তারা এ বিষয়ে সজাগ থাকেন। আজকে যে উদ্বাস্তুরা আসছে সে সম্বন্ধে তারা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার করছে যে দেখ বলেছিলাম যে Congress কে ভোট দিওনা। এখন দেখ কিভাবে মুসলমানরা চলে যাচ্ছে আর হিন্দুরা আসছে। তোমরা যাবে কোথায়। এইভাবে তারা উত্তেজনামূলক ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে। তার জন্য তারা পুলিশকে ভয় করছে। পুলিশ ফাঁড়িকে ভয় করছে। যারা শান্তিকামী নাগরিক তাদের উপর তারা রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারছেনা সেই জন্য তাদের জ্বালা হয়েছে পুলিশ বাজেটের উপর। আমি বলব আমাদের অর্থমন্ত্রী যে পুলিশ বাজেট এনেছেন তা বিকৃত করা হয়েছে। আর এক সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে মহাদেবের ষাড়ের মত ছেড়ে দেবার জন্য পুলিশ নয়। কিন্তু আমি বলব যে অসুরকে দমন করতে হ'লে মহাদেবের ষাড়ই পারবে আর কেউ পারবেনা। তাই ষাড়ই দরকার। আর একটা দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি ওনারা বলেছেন যে পুলিশ যে অত্যাচার করেছে তার বিচার লোকে পায় না সে সম্বন্ধে আমি জানিনা। তবে ওনারা যে বিচার করেছেন সে সম্বন্ধে দুএকটি ঘটনা আমি দিতে পারি। ভজহরির বাড়ীতে, মধ্যম পাড়াতে যমবিচার কারা করেছিল? যম বিচারটা কি জানেন? সেটা হচ্ছে মাথা নীচের দিকে, উপর দিকে ঠ্যাং ঝুলিয়ে রাখে। সেই বিচারটা কে করেছিল? ওরা যে Cut motion এনেছেন তার কোন যুক্তি আমি দেখছি না। আমি বলব, যে পুলিশ যদি অন্যায় করে তবে বিচারালয় আছে, সেখানে বিচার হবে। তবে পুলিশের নামে যে ওরা আতকে উঠেন তার কারণ দল ভেঙ্গে যাবে—তাতে লালসেবার কাজ চলবে না। তাই অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে

সমর্থন করে Cut motionএর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker:—I would now call on sri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম্‌:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়! পুলিশ বাজেটের উপর আমাদের পক্ষের সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন—Cut motion এর উপরেও। তারা এই কথা পরিষ্কার বলেছেন যে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে out Post করার কথা তার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ত্রিপুরার কোথাও শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। শান্তি যেখানে বিঘ্নিত হয়নি সেখানে কতকগুলো Police out post করা একটা ঘৃণ্য মতলব ছাড়া এর পিছনে আর কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। ত্রিপুরার অবস্থা যে normal, বাজেটের general discussion এর সময় এ কথা বলা হয়েছে, এবং আমি বলছি বর্ত্তমান অবস্থায় ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কতকগুলি out post বানানোর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আমি একথা স্বীকার করি যে আমাদের দেশ পাকিস্তান বেষ্টিত, ও পাকিস্থানী ফৌজেরা অনেক গরু-বলদ চুরি করে নিয়ে যায়, তাছাড়া আরো essential Goods পাকিস্তানে রপ্তানী হয়, এরকম ঘটনা হামেশা ঘটছে। আমাদের এখানে যথেষ্ঠ out post থাকা সত্বেও এইসব ঘটনা হচ্ছে, কাজেই আরও কতগুলি border out post বাড়িয়ে এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারি না; এই কথা আমি আগেও বলেছি, যে কতগুলি Police বাড়িয়ে ঐ সকল Corruption বা ঘটনা বন্ধ করা যাবে না। পণ্ডিত নেহেরু Pakistani infiltration সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে কেবল Police report এর উপর ভিত্তি করে তোমরা কোন Decision নিওনা আরও enquiry করতে হবে। আজকে এখানে বলা হয়েছে যে Police বা স্বাধীন ভারতের Police, তাঁদের কাজ হচ্ছে জনসেবা। কাজেই জনসেবা কি ধরনের হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। আমরা কলকাতার কাহিনী জানি যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় Police যে ভাবে সদস্যদের উপর অত্যাচার করেছে, তা নিয়ে সেখানে প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা বয়েগেছে। কাজেই গণতান্ত্রিক Policeর কেউ না কেউ যে ঐসব ঘটনা করেছে, তা আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও দেখেছি। অতএব Police দেখে আতঙ্ক হওয়ার কোন কারণ নেই, এ কথা বলা যায় না। যথেষ্ঠ কারণ আছে--আপনাদের কোন কংগ্রেস সদস্য বলেছেন যে সোনামূড়া Policeর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেখানে গণ-আন্দোলন হয়েছে এবং তিনি নিজেই সে মিছিল বের করেছিলেন। সেখানে পুলিশের জুলুম হয়েছে, অত্যাচার হয়েছে, যার জন্য সেখানকার জনসাধারণের চাপে তিনি বাধ্য হয়ে সেই মিছিলে যোগ দিয়েছেন, সেখানে হরতাল সভাসমিতি প্রভৃতি হয়েছে। সেই সকল মিছিলে বা জন সভায় কোন communist সদস্য ছিল না। এসব কারা করেছে? কংগ্রেস করেছে, এবং Congress সদস্য তাহা Organise করেছেন। কাজেই Police কে ভয় করার কিছু নেই, Police জন সেবা করে একথা বলা যায় না। পুলিশ অন্যায় করে—অত্যাচার করে জুলুম করে আর এর প্রতিবাদে আপনারাই— সভা করেন, মিছিল করেন। পুলিশের যে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তাহা আমি শুনেছি এবং পত্রিকায় ও দেখেছি, সেটা— ত্রিপুরার পত্রিকা, কিন্তু আমাদের Partyর পত্রিকা নয়, সেটা হচ্ছে আপনাদের পত্রিকা, ২৫শে মার্চ ১৯৬৪ সালের সম্পাদকীয় অশান্তির অগ্রদূত,—সেটা আমি আপনাদিগকে পড়ে শুনাচ্ছি। "ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনী দুর্নীতি ও আড্ডাখানায় রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অধুনা জঙ্গল পথে অসংখ্য উদ্বাস্তু আসছে। ত্রিপুরার পুলিশ তাদের উপরও জবরজুলুম চালাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছে না। এই সংবাদ

chief commissionএর নিকট পৌঁছিলে তিনি স্বয়ং উহার সত্যতা যাচাই করিতে সচেষ্ট হন। অল্প আয়াসেই দুইজন পুলিশ হাতে হাতে ধরা পড়ে। দৃশ্যতঃ যদিও উহা একটি মাত্র ঘটনা এবং মাত্র দুইটি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ মূলতঃ উহা সমগ্র পুলিশ বাহিনীর চরিত্র এবং ভারতে আগত বিড়ম্বিত উদ্বাস্তুর উপর লাঞ্ছনার একটি কীর্ত্তি। অধুনা Out Post এর দারোগা বাবু A. S. I. সরোজ কুমার রায়ের বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগ করা হইয়াছে। দারোগা বাবু তাকে রুল দ্বারা পিটিয়ে, মেরেছে এবং শাসন করেছে। ঝগড়িয়া মুড়ায় ঝগড়া বাধে, সেই ঝগড়া তদন্ত করার পরে পুলিশ আসে. আসামী গ্রেপ্তার হয়। সঙ্গে সঙ্গে তথায় ১জন অফিসার সহ চার জন পুলিশের পাহারা বসানো হয়। ঐ পুলিশ থাকা অবস্থায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এই যে মন্তব্যগুলি, কার পক্ষ সমর্থন কর্ছে? এই মন্তব্যগুলি কি বহন করছে? এই মন্তব্যগুলি কি বহন করছে যে দেশে পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা কর্ছে? না দেশের পুলিশ যা ইচ্ছা তাই কর্ছে। অন্যায় অত্যাচার করছে। জনসাধারণ এই অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে। আমি এই কয়েকটি ঘটনাই উল্লেখ করলাম। দিন, তারিখ সমস্ত দিয়ে দিলাম। আপনারা অবসর সময় পড়ে নেবেন এবং যদি কিছু করার থাকে, করবেন। কাজেই আপনারা দেখ্ছেন যে আমাদের দেশের পুলিশ কি ভাবে দেশের জনসাধারণের উপর অবিচার অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে আমাদের দেশে Crime বেড়েছে। এখন crime তো বেড়েছে। এই crime সমাধানের কি পথ? সে সম্পর্কে একটা বক্তব্য আছে। crime in India, 1962 এই নামে একটা বই—Home Ministry publish করেছেন। সেখানে কোথায় কি পরিমাণ crime বেড়েছে, কত percent কোনটা তারও বিস্তৃত বিবরণ সেখানে আছে। সেখানে আছে, দিল্লীতে হচ্ছে highest number. সেখানে হচ্ছে 32% crime, এই বলে তারা একটা list দিয়েছেন। কোন State এ কত percent crime বেড়েছে। এতে বলা হয়েছ কেন এই creme বাড়ছে। কারণ হিসাবে বলেছেন, যে হারে আমাদের দেশে দারিদ্র বাড়ছে, population বাড়ছে, অভাব অনটন বাড়ছে তার জন্য আজকে আমাদের দেশে crime বাড়ছে। কাজেই crime যে বাড়ছে তার যে solution সেখানে আছে তা হচ্ছে দারিদ্র মোচন, অভাব অনটন দূর করা, economic condition কে উন্নত করা। এই করতে পারলেই crime ক্রমশঃ কম্‌তে থাক্‌বে। শুধু পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করে crime দূর করা যাবে না। কাজেই দিনের পর দিন পুলিশ বাড়ালে, পুলিশ বাজেটকে বড় করলে Out Post এর সংখ্যা বাড়ালে crime কম্‌বে না। আমাদের direction থাক্‌বে সেই দিকে যাতে দারিদ্র্য দূর করা যায়, economic condition কে develop করা যায় তবেই crime কম্‌বে। আমাদের দৃষ্টি যদি থাকে towards police not towards economic development of the country তবে বর্ত্তমান অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। কাজেই সরকার থেকে যে ব্যবস্থা করছেন সে দিকে আপনারা যাচ্ছেন না কেন? আপনারা সেই directionএ যান। Economic condition বাড়াতে চেষ্টা করুন, তবেই crime যে বাড়ছে তা কমানো যেতে পারে। কিন্তু আপনারা ত এই দিকে যাচ্ছেন না! আপনারা কথায় কথায় অনেক কিছু বলেন। আমি এই কথা বলছি— আপনাদের Out Ppst বাড়াবার লক্ষ্য শুধু একটা। আমি একথা আগেও বলেছি, এখনও বল্‌ছি। লক্ষ্য হচ্ছে communist base গুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া।

This is the only cause. এছাড়া অন্য কোন কারণ থাকতে পারেনা। আমরা জানি যে ত্রিপুরায় Tribal অত্যন্ত peace loving। আপনারা জানেন ত্রিপুরাতে Communist Party শক্তিশালী। এবং Communist Party অনেক আন্দোলন ও মিছিল করেছে কিন্তু কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। যে একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক repression সেখানে দিতে হবে। Tribal দের হাতে গাদা বন্দুক ছিল। সেই বন্দুক দিয়ে শুকর বানর ইত্যাদি নানা প্রকার পশুপাখী তাড়াত কিন্তু আজ সে গুলিকে seize করা হয়েছে যার ফলে তারা এখন আর বন্য-জন্তু তাড়াতে পারে না। ফসল বানর শুকর ইত্যাদি পশুরা খেয়ে ফেলে। Forest Dept.এ apply করলে তারা ইচ্ছা হলে পশু মারে নতুবা মারে না। এতে তাদের ফসলের প্রচুর ক্ষতি। কিন্তু এই Tribal দের বন্দুক দিলে কি ক্ষতি হত। তাদের নিকট তো আগেও বন্দুক ছিল। কেন তাদের বন্দুক গুলি seize করে নিয়ে আসা হলো। এমনকি কোন দৃষ্টান্ত দেখতে পারেন যে তারা এই বন্দুকদ্বারা কোথাও গুণ্ডামি, লুঠতরাজ ইত্যাদি করেছে। এমন কোন নজির পুলিশ case ও দেখতে পারবেন না, Tribal রা হয়ত জায়গা জমি নিয়ে নিজেরা ঝগড়া করতে পারে কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে Tribalরা বন্দুক নিয়ে পরস্পর লড়াই করছে? এরূপ কিছু দেখাতে পারবেন না। আসল কথা হচ্ছে এদেরকে দুর্ব্বল করে দিয়ে লাঠিপেঠা করা। কমিউনিষ্ট পার্টিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও এবং সেখানে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার কর। U. P. বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীগোবিন্দ বল্লভ সাং বলেছিলেন যে এটা একটা পুলিশরাজ। এই কংগ্রেস সদস্য শ্রীরাকে আপনারা কি মনে গ্রহণ করবেন আমি জানিনা কিন্তু এই কথাটিকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কথা প্রসঙ্গে আমি একটা বিষয়ে মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল এই আমাদের বিধান সভাতেও পুলিশ আছে। পুলিশ কেন রাখা হয়েছে আমি জানিনা। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় দেখেছি কোথায়ও পুলিশ বাহিনী নেই। তখন কলিকাতায় ভূদেব সেনের মৃত্যুতে তদন্তের দাবী নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তখনও বিধান সভায় লালটুপি পরিহিত কোন পুলিশ বাহিনী আমি দেখিনি। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখছি লালটুপি ও অন্যান্য পোষাক পরে পুলিশ বাহিনী বিধান সভার বাইরে ও ভিতরে পাহারা দিচ্ছে। কেন যে এখানে সারাদিন পুলিশ পাহারা থাকবে আমি জানিনা। আমি ও পত্রিকায় পড়েছি যে কোন সদস্য বিধান সভায় আশ্রয় নিলে। পুলিশ সেখানে গিয়ে arrest করতে পারেন না। আমি পত্রিকায় দেখেছি Parliamentএ পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য State এ এরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করছি, তিনি যেন বিচার বিবেচনা করে দেখেন বিধান সভায় পুলিশ রাখা সমীচিন কিনা? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিধান সভায় গণতন্ত্রকে পাহারা দেওয়ার জন্য পুলিশ বাহিনী রাখা শোভন কিনা সেই দিকে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় স্পীকারকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে cut motion এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরায় অভ্যন্তরে যে Police ফাঁড়ি বসানো হচ্ছে সেই ফাঁড়ি বসাবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সেই খানে যদি পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয় তবে সেখানে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার বাড়বে ছাড়া কমবে না। এতে দেশের

শান্তি রক্ষিত হবার কোন অধিক সম্ভাবনা দেখা দেবেনা। তার অর্থ এই নয় যে আমরা পুলিশ চাই না, বর্ডারের কথা বলি না। এই সমস্ত কথা যারা বলছেন তারা মূল বক্তব্যকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। cut motion এর বক্তব্য এই নয়। আমাদের cut motion এর বক্তব্য হচ্ছে যে interrior এর মধ্যে কোন জায়গায় ফাঁড়ি বসানোর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ দেশের অবস্থা আজ অত্যন্ত no·mal, কাজেই এই normal অবস্থায় সেই সমস্ত জায়গায় পুলিশ ফাঁড়ি বসানো নিষ্প্রয়োজন। এই পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর অর্থ হচ্ছে মারপিট, দলাদলি করা এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। এছাড়া আর কিছু কারণ আছে বলে আমি মনে করিনা এবং সেজন্যই আমরা এ cut motion উপস্থাপিত করতে বাধ্য হয়েছি।

Mr. Speaker— I would now call on Hon'bie Minister to give his reply to the deleati

শ্রীএস, এল, সিং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষ অভ্যন্তরে পুলিশ ফাঁড়ি রাখার কোন যুক্তিকতা মনে করেন না এবং একটা কথা বলেছেন যে অভ্যন্তরে পুলিশ ফাঁড়ি রাখলেই শান্তিশৃঙ্খলা বিপন্ন হবে। তারা শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে আসছেন এবং তাদের উদ্দেশ্য এই কাজ কর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং সেটাই এখানে উত্থাপিত হচ্ছে। ২৩টি gun পাওয়া গিয়েছে। Un-licensed gun রাখার কোন ক্ষমতা কোন মানুষের ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। কিন্তু তারা সেই Un-licensed gun দ্বারা জন সাধারণকে ভয় দেখানো, অত্যাচার করা, হত্যা করার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্যই এই কথা বলছেন যে gun তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। Un-licensed gun fire arms যার কাছেই থাকুক সেটা দণ্ডনীয়। আর ৭।৮।৬৩ তারিখে একটি ডাকাতি হয়; ৫।১।৬৩ তারিখে একটি, ৭।৬।৬৩ তারিখে আর একটি ডাকাতি, ৫।৬।৬৩ তারিখে ও একটি ডাকাতি খোয়াইতে একই জায়গায়; তারপর একটি murder হয় খোয়াইতে। এই গুলি হচ্ছে উপর্য্যোপরি। তা হলে তাদেরকে Arms দেওয়া হোক, তারা ডাকাতি করুক, murder করুক, হত্যাচর করুক, এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তা না হলে Un-licensed gun রাখার উদ্দেশ্য কি এবং যুক্তিকতা কি?

কারণ হল এই ডাকাতকে তারা সমর্থন করেন, murderকে তারা সমর্থন করেন এবং এই জন্যই তারা Un-licnsed fire Arms রাখার ওকালতি করছেন। এবং সেই সমস্ত ডাকাতকে ধরতে গেলে, Un-licnsed Arms গুলো পুলিশ উদ্ধার করতে গেলে তারা চীৎকার শুরু করেন, অভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করেন। তারা এই বাহিনীর মাধ্যমে, ডাকাতি করছেন, murder করছেন নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছেন, উৎপীড়ন করছেন; অতএব সেই অত্যাচারী মানুষকে পুলিশ খুঁজছে তখন সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে চীন যখন ভারত আক্রমণ করে, পাকিস্তান তাদের সঙ্গে মিতালী করে তখন দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করে, Borderএ পুলিশ ও মিলিটারী যখন ব্যস্ত থাকবে, তখন পিছন থেকে আক্রমণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এখান ওকালতি করছে। এভাবে un-licensed arms রেখে

দেশে সমাজ বিরোধী কাজ করবে, দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করবে এবং এই ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে, তাদেরকে দৃঢ় হস্তে দমন করার জন্যই পুলিশ বাহিনীর দরকার। যত দিন পর্য্যন্ত তারা সেই সমস্ত un-licensed gun রাখবে এবং তাহা surrender না করবে ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনী অভ্যন্তরে তাদের কার্য্যক্রম চালিয়ে যাবে সেই সমস্ত অঞ্চলে।

সেই un-licensed gun তাদের হাতে রেখে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর অত্যাচার অবিচার এবং তাদেরকে Murder করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলেই তাদের এই আতঙ্ক। কারণ তারা যে ষড়যন্ত্র করছে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হযেছে, এবং সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যই পুলিশ বাহিনী সেই সমস্ত স্থানে তৎপর। চীন ও পাকিস্তান মিতালী করে ভারত আক্রমণ করার সময় তারা অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করে যে অভ্যুত্থান করার ষড়যন্ত্র করছিল; সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যই পুলিশ বাহিনী তৎপর এবং সেই জন্যই তাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ বাহিনী রাখা হয়েছে। যদি তারা সেই সমস্ত un-licensed arms গুলো সরকারের কাছে surrender করে তা হলেই বুঝব তাঁরা আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চান এবং ডাকাতি করা, murder করা বন্ধ করতে চান এবং আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানের যে ষড়যন্ত্র সেই ষরযন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে তারা চান, সেটা আমরা বিশ্বাস করি তখনই যখন তারা un-licensed gun গুলি surrender করবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা ঐ un-licensed gun গুলি Surrender তো করেনই নি বা চেষ্টাও করেননি বরং সেই un-licensed gun গুলি তাদের হাতে রাখার জন্যই ওকালতি করা হচ্ছে। সেই un-licensed gun দ্বারা ডাকাতি করুক, হত্যা করুক, জনসাধাণের উপর অত্যাচার করুক এই উদ্দেশ্যই এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে। এই হল বিরোধী দলের ভূমিকা।

সেই জন্যই সে সমস্ত সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য পুলিশ তৎপর হয়ে আছে এবং Border এ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই পুলিশ সেখানে তৎপর হয়ে আছে। সেই জন্য পুলিশ কে দুই দিকে কাজ করতে হচ্ছে। Border কে রক্ষা করার জন্য, পাকিস্তানী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য পুলিশ বাহিনী এবং সৈন্য বাহিনীকে সেখানে তৎপর হয়ে থাকতে হচ্ছে, তাতে সমাজ বিরোধীদের মনে আতঙ্ক হচ্ছে। কারন পাকিস্তান তো ভারত আক্রমন করে তাদের করতল গত করতে পারেনি। কাজেই চীনের যারা দালাল তারা একথা বলবে, তাদের পক্ষেই এটা বলা স্বাভাবিক। আমাদের সৈন্য বাহিনী ও পুলিশ বাহিনী পাকিস্তানকে দৃঢ় হস্তে দমন করছে। তার প্রসংশা তারা করতে পারেনি কারণ পাকিস্তান তাদের দূত। তারা চীনের সাথে দালালী করছেন, সেজন্য তারা এ কথা বলতে সাহস পান নি।

Opposition :— Point of Order তারা চীনের দালাল ইত্যাদি এভাবে বলতে পারেন না।

Mr. Speaker :—This is not point of order. You may oppose it in your speach

শ্রী এস, এল, সিং :— যারা এ কার্য্যে সহায়তা করছেন আমি তাদেরকেই দালাল বলছি এবং বলতে বাধ্য হব। যারা দেশের, জাতির এবং সমাজের জন্য Border এ দাঁড়িয়ে সংগ্রাম

করছেন তাদের এই সংগ্রামকে যারা বিপর্যস্ত করতে চান, ধ্বংস করতে চান অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র করে, তারা দেশের শত্রু; সমাজের শত্রু, তারা চীনের দালাল, পাকিস্তানের দালাল।

এরূপ অভিযোগ করা হয়েছে এখানে যে পুলিশ—দালদাই বাজারে অত্যাচার করেছে, মাননীয় সদস্যরাই ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে Border এ পাকিস্তানীরা ডাকাতি করে টাকা পয়সা নিয়ে গিয়েছে এবং সেই ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত কোন লোককে যদি পুলিশ arrest করে তবে সেই arrest এর বিরুদ্ধে তারা কি প্রকারে বলতে পারেন আমি সেটা বুঝতে পারি না এবং সেটা তাদের পক্ষে বলা স্বাভাবিক। কারণ ডাকাতিকে যারা আস্‌কারা দেন, বিনা লাইসেন্সে বন্দুক রাখেন, murder এর সাহায্য করেন তাদের পক্ষে এটা বলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়!

তারপরে বলা হয়েছে রাইমাতে একটি মেয়ের উপর পুলিশ জুলুম করেছে এবং পুলিশ সেই জুলুম যদি করে থাকে তার জন্য court আছে, কাচারী আছে, পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছে তাদের কাছে দাঁড়ালে তার বিচারের জন্য পুলিশ সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। কারণ পুলিশ কারো উপর অন্যায় অবিচার, অত্যাচার করতে পারবে না। এবং সেইরূপ কোনও অধিকার তাদের নেই। তারপর বলা হয়েছে কুমারিয়ার বাড়ীতে রাত্রে হানা দিয়েছে, ফটিক ছড়াতে পাকিস্তানীরা ডাকাতি করেছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে মাননীয় সদস্যরা, কারা কোথায় ডাকাতি করে কোথায় পাকিস্তানীরা ডাকাতি করে, সমস্ত খোঁজ খবর রাখেন। কাজেই কুমারিয়ার বাড়ীতে ডাকাতির অভিযোগে অভিযোক্ত কোন ডাকাতকে যদি ধরা হয় তবে তাতে অসঙ্গতি কোথায় আছে আমি তাহা বুঝিনা, অবশ্য তাদের কাছে অসঙ্গতি থাকতে পারে, কারণ ধৃত ডাকাতদের মধ্যে তাদের বন্ধু ব্যক্তি থাকতে বাধ্য। অতএব তাদের পক্ষে পুলিশের বিরুদ্ধে বলা অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং বলা খুবই স্বাভাবিক। আর একটি বলা হয়েছে গোপাল নগরেও একটি ডাকাতি হয়েছে এবং সেই ডাকাতিও নাকি পাকিস্তানীদের দ্বারা হয়েছে এবং গোপালনগরের একজন লোক খোয়াইতে শ্বশুর বাড়ীতে এসেছিল তাকেও নাকি পুলিশ ধৃত করেছিল। তারা যদি বাস্তবিকই জানেন সেই জায়গায় পাকিস্তানীরা ডাকাতি করেছিল তাহলে পুলিশকে বলে দিলেই তো পারতেন পাকিস্তানী কারা কারা এসেছিল, তাহলে পুলিশ সুরাহা করতে পারতেন। আমার মনে হয় না—তারা তা বলেচেন বা করেছেন। তা যখন তারা করেননি তখন পুলিশ অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করলে কি অন্যায় যে করেছেন তা আমার দিব্য বুদ্ধিতে আসছে না তবে তাদের কাছে সেটা অন্যায়ের কারণ। কারণ murder এর ব্যাপারে যদি কেউ অভিযুক্ত হয়, তা হলে তাদের পক্ষে সেটা সমর্থন যোগ্য। অত এব তাদের পক্ষে এ কথা বলা অস্বাভাবিক কিছু নয়, সেটা স্বাভাবিকই। ডাকাতির জন্য ওকালতি করা murder এর জন্য ওকালতি করা হত্যাকারীর জন্য ওকালতি করা এটা তাদের ব্যবসাই হয়ে গিয়েছে। তার পরে বলা হয়েছে নফরায়ের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে এবং সেই অভিযোগে কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নফরায়ের বাড়ীতে যদি ডাকাতি হয় এবং সেই ডাকাতির অভিযোগে অভিযোক্ত যদি কোন লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তা হলে পুলিশকি অন্যায় করল তাহা আমি বুঝতে পারলাম না। তবে আমি আগেই বলেছি তাদে পক্ষে চোর ধরা ডাকত ধরা অন্যায় অন্যায়। তার পরে বলা হয়েছে চোর না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। তবে আমি একটা কথা বলতে চাই এ হচ্ছে—চোরের মুখে সাফাই গাওয়া। যারা চোর, তারা সাফাই গাইতে জানে চুরির

জন্য, ডাকাত ডাকাতের জন্য, চীনের যারা দালাল তাদের জন্য, পাকিস্তানের যারা দালাল তাদের জন্য। অতএব জনসাধারণ সেই সাফাই গাওয়া লোককে আমল দিতে চায় না। পুলিশের সাথে জনসাধারণ সহযোগীতা করছে বলে—ঐ সাফাই গাওয়া লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করছে এবং অভিযুক্ত করছে জনসাধারণ পুলিশের সমর্থনে সহযোগিতা করতে পারছে বলেই—ঐ অভিযুক্ত লোককে পুলিশ ধরতে পারছে। তারপর বলা হয়েছে পাকিস্তানীরা সীমান্ত আক্রমণ করে, কিন্তু পুলিশ নির্ব্বাক। হাঁ নির্ব্বাক, তারা যখন সীমান্তে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে ত্রিপুরাকে রক্ষা করছে, ত্রিপুরার জনসাধারণকে রক্ষা করছে, তখন তাদের পক্ষে আমাদের এই সীমান্ত বাহিনীকে হীনবীর্য্য করার জন্য চক্রান্ত ও মনোবৃত্তির যে পরিচায়ক সেটা তাদের বক্তৃতার মারফতে তারা করেছেন; সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কারণ পাকিস্তানীকে আস্কারা দেওয়ার জন্যই তারা বলছেন।

তারপর বলা হয়েছে সীমান্ত রক্ষা আমরা নীতিগত ভাবে সমর্থন করি, কিন্তু অভ্যন্তরে পুলিশ out p st রাখা উচিত নয়। সীমান্ত রক্ষা করতে গেলে পরে অভ্যন্তরের ভীতরে যারা সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ করছে এবং পাকিস্তানের সাথে ষড়যন্ত্রে তৎপর, চীনের সাথে ষড়যন্ত্রে উন্মুখ, তাহাদের দেখতে হবে, এটা বর্ডার রক্ষা করার জন্যই করতে হবে। কারণ তাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ করে অভ্যন্তরে যারা সৈন্যদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে, তাদেরদৃষ্টি থাকবে সেই রক্ষার জন্য, প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী করার জন্য, অভ্যন্তরে যারা পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপ করছে তাদের দিকে সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তাদের কার্য্যকলাপকে বন্ধ করা এবং সীমান্ত রক্ষা করা এর নামই হল প্রতিরক্ষা। তারপরে আবার বলা হয়েছে B M.P. বাহির হতে আনার কোন স্বার্থকতা নেই, আবার এদিকে বলছেন সীমান্ত রক্ষা করা দরকার। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকরা দরকার কিন্তু B.M.P. বাহির থেকে আনা হবে কেন? মাননীয় সদস্যরা নিশ্চিত জানেন তারা ভারতবর্ষের লোক, বিহারের লোক। আমাদেরই লোক। আমরা চীন থেকে তো আনতে পারব না, পাকিস্তান থেকে তো আনতে পারবো না। ভারতবর্ষেরই লোক, কাজেই তারা Border Milasia Police কে সীমান্ত রক্ষার জন্য, ত্রিপুরার জনসাধারনকে রক্ষার জন্য, দেশের অভ্যন্তরে পঞ্চম বাহিনীকে দমন করার জন্য, পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রকে দমন করার জন্য রয়েছে এবং তারা সেইটা দমন করতে পেরেছে বলে আজকে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে বলে মনে হয় এবং তাদেরকে বাহিরের লোক বলে ঠাট্টা করা হচ্ছে। তারা জানে এ ভাবে যদি Provincial spirit, sectarial spirit জাগ্রত করা যায় তা হলে এখানকার যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত আছে এবং যারা লড়াই করছে তাদের মধ্যে provincial spirit, sectarial spirit create করার জন্য এ অভিযোগ আনা হয়েছে। তাদের পক্ষে এটা বলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যারা সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করে তাদের পক্ষে এটা বলা স্বাভাকি। B. M P. কে ত্রিপুরায় আনা হয়েছিল যখন প্রয়োজন হয়েছিল ত্রিপুরাকে রক্ষা কারার জন্য। এবং তারা ত্রিপুরা রক্ষার ভার নিয়েছে। B M. P, বললেই একটা Batalion রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না তাদের trained করেতে হয়, সেটা অনেক দিনের কাজ, সেটা ওনারাও জানেন। কিন্তু জানা সত্বেও

তারা বলেন, কারণ মানুষের মধ্যে যে provincial spirit আছে সেই provincial sprit কে জাগ্রত করে দেশের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা করার জন্য এ কথা বলা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে যে অধীশ চন্দ্র জমাতিয়া পুনর্ব্বাসন পায়, তার ছাগল নিয়ে যায় এবং ৪০০ টাকা নিয়ে যায়। পুলিশ যদি এইরকম কোন কাজ করে তা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা প্রতিটি নাগরীকের আছে এবং আইনের যে ফন্দী সেই অনুসারেই তা করা হয়েছে। এই সমস্ত কথা বলার মানে হল এই যারা সমাজ বিরোধী কাজ—সমর্থন করেনা, এবং যারা এই সমস্ত সমাজ বিরোধী লোককে আটক করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখছে, দেশকে রক্ষা করছে—তাদের হস্তকে আঘাত করার জন্যই এ কথা বলা হচ্ছে। তার পরে বলা হয়েছে মহাদেবের ষাড় সম্বন্ধে এবং তার উত্তর দেওয়া হয়েছে—শিব মানবের চিন্তা ধারায় থাকবে, তারই বাহন হচ্ছে সেই ষাড় এবং সেই শান্ত ও শান্তির দূতকে যারা দেখে হবে আতঙ্ক; তাদের পক্ষে এ বলা ছাড়া আর কিছু বলা যে সম্ভব নয় তার আগেই বলা হয়েছে যে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় এবং চুলার মুখ দিকে ছাই বাহির হয় এবং সেই ছাইকে ভাঙ্গা কুলায় করে আস্তারায় নিক্ষেপ করে। অতএব তাদের মনে ঐ ধরণের যে উক্তি সেই উক্তিকে জনসাধারণ ছাই বলেই মনে করবে এবং সেই ছাইকে জনসাধারণ আস্তারায় নিক্ষেপ করবে ভাঙ্গা কুলাতে করে। এই সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করেই পুলিশের বাজেট রচনা করা হয়েছে, Border out post, থানা এবং টাউনের পথঘাটে নিদ্দেশের জন্য Vehicle traffic সংরক্ষণের জন্য, সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য, পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য, ত্রিপুরার যে ডাকাতি, হত্যা, এবং যারা Unlicensed gun রাখেন এবং তা সমর্থন করে তাদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্যই—এবং নিরীহ শান্ত জনসাধারণকে সেই অত্যাচারী সমাজবিরোধীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই পুলিশ বাহিনী তৎপর এবং সেই জন্যই আজকে এই পুলিশের বাজেটকে House এ উত্থাপন করা হয়েছে। তার পরে আর আর একটি কথা বলা হয়েছে ১৯৫৪ সালে তুলসীবতী স্কুলে পুলিশ নাকি গুণ্ডাদের লাঠি পিটা করেছে। কারণ এটা জানা কথা তুলসীবতী গার্লস স্কুল মেয়েদেরই স্কুল এবং সেই জায়গাতে কতগুলি সমাজ বিরোধী গিয়ে গণ্ডগোল করেছিল এবং সেই গণ্ডগোলকে প্রতিহত করেছিল সেই সময় আমাদের পুলিশ বাহিনী এবং সেই সমাজ বিরোধী গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনসাধারণ একযোগে প্রতিবাদ করেছিল এবং তারা একটি সভা করে টাউনের যেসমস্ত বিশিষ্ট লোক ছিল সবাই এই গুণ্ডামীকে নিন্দা করেছিল। শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার যে অপপ্রচেষ্টা সেই অপপ্রচেষ্টা হ'তে জনসাধারণকে পুলিশ বাহিনী বাঁচায়ে ছিল। এই সব কারণে পুলিশের প্রয়োজন আছে বলেই House এর সামনে পুলিশ বাজেট রাখা হয়েছে। আশাকরি House এই বাজেট সমর্থন করবেন। এবং এর যে Cut motion আছে আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি।

Mr. Speakea :—Discussion on this motion is closed. I shall now put the motion to vote. First I would put the cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma abont disapproval of Policy of main'aining the police out posts in the interior

parts of Tripura., As many as are of that opinion will please say "Ayes" Ayes, as may as an contrary opionion will please say noes, Noes—noes have it.

I would now put the motion moved by Hon'ble Sacindra Lal Singh that a sum not exending Rs 1, 48. 18, 500/- (incusive of the sums specified in Colum 3 of the schedule to the Appropition (Vote of Account) Bill, 1964) be granted to defray th the charges which will Come in Course of Payment during the year ending on the 31st day of March 1965 inrespect ofDemand No 12 Polict. As many as opinion will please say "Ayes" Congress members - Ayes, as many as are of that opinion will please say "Noes" None noes. "Ayes" have it,

I would now Call on Hon'ble Finance Minister to move his motion on Demand for grant No 18—Animal Husbandry.

Sri S. L. Singh— On the recommendation of the Administrator. I beg to move that a sum not exceeding Rs 14,71, 400/- (inclusive of the sums specified in Colum 3 of the schedule to the Appropiation (Vote on Account) Bill 1934) be granted to defray the charges which will Come in Course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No 18—Animal Husbandry.

শ্রী এস, এস, সিংহ ঃ— ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে বাজেট রাখা হয়েছে, আশা করি House এই বাজেটকে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবে। যাতে ত্রিপুরার উপজাতির উন্নতি হতে পারে এবং যাতে পশু পালন, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনের উন্নতি হতে পারে এবং শুকর পালনের উন্নতি হয় এই উদ্দেশ্যে বাজেট এখানে রাখা হয়েছে। পশুকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার সাথে সাথে পশুর স্বাস্থ্যের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সেই দিক দৃষ্টি দিয়ে আজকেএখানে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং সেই দিকে নজর রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানে স্থানে Veternary Dispensary খোলা হয়েছে।

সেই সমস্ত জায়গাতে ঐ Veternary Dispensary গুলিতে যাতে সুশিক্ষিত ডাক্তার থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত স্থানে Stockman রাখা হচ্ছে। Rinderpest নামে একটি রোগ পাকিস্তান থেকে এসেছিল বলে যারা অভিজ্ঞ তারা মন্তব্য করেছিলেন। সেই রোগকে বন্ধ করার জন্য সেই সমস্ত রোগ হতে পশুকুলকে বাঁচাবার জন্য Vaccination আছে এবং তারা সেই কাজ ত্রিপুরাতে চালিয়ে যাচ্ছে। গোসম্পদকে বৃদ্ধি করতে যেমন তার স্বাস্থ্যের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে তেমনি তার খাদ্যের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে; সেইজন্য কতগুলো গোসম্পদের বৃদ্ধির জন্য ঘাষের চাষ করা হচ্ছে এবং সেই ঘাস বিলি করা হচ্ছে এবং জনসাধারণ সেই ঘসে নিচ্ছে তার পশুকে খাওয়াবার জন্য যাতে তাদের পশু সম্পদের স্বাস্থ্য উন্নত ধরণের হতে পারে। আর একটি দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, সেটা হল গোচারণ ভূমি প্রত্যেকটা Block এ অন্তত total land এর 5%গো চারণ ভূমি সংরক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ত্রিপুরার গোসম্পদেরকে বৃদ্ধি করার জন্য। আর একটি ব্যবস্থার দিকেও চিন্তা করতে হবে।

সেটা হল যাদের অন্ততপক্ষে ১০ একরের উপর জমি আছে তারা যাতে সেই জমি হতে অন্তত এক একর তাদের গোসম্পদের জন্য সংরক্ষণ করে সেই দিক দিয়ে আমি আবেদন করব। তারপর যাদের তার নিম্নে জমি আছে তারা যাতে ঐ জমি হতে এক চতুর্থাংশ একর জমি তাদের গোসম্পদের জন্য সংরক্ষণ করেন সেই দিক দিয়ে আমি আবেদন করব। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের গোসম্পদের যে পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে ১৯৬১ সনে তাতে দেখা গিয়েছে এখানে ৭,৩৫,৭০০ গোসম্পদ আছে। এই গোসম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য প্রতিটি জায়গাতে Mobile Dispensary unit খোলা হচ্ছে। Stockman Centre কাতলামারা, বিশালগড়, মোহনপুর, সোনামুড়া, বামুটিয়া, জমপুই প্রভৃতিস্থানে এবং ৭টি Vetenary unit at Kathaliacherra বিশ্রামগঞ্জ, বানকার বাড়ী, গণ্ডাছড়া, কলমছড়া, রাণী কিল্লা, চেলা গাং এই সমস্ত স্থানে রাখা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে Hill top যেটা আছে সেই top কে উন্নত করার জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। Insimination centre গুলো প্রতি জায়গায় খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবং সেই ভাবে গোসম্পদকে যাতে উন্নত করা যায় তার একটা প্রচেষ্টা বাজেটে রাখা হয়েছে; যাতে জনসাধারণ তাদের গোসম্পদকে বৃদ্ধি করে এবং কৃষকরা যাতে তাদের ভূমিকে ভালভাবে চাষ করতে পারে এবং আর্থিক দিকে তারা উন্নতি করতে পারে সেই প্রচেষ্টা নিয়েই Animal Husbandry সম্বন্ধে এই বাজেট House এ উপস্থিত করা হয়েছে। আশা করি House তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করবে।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Dinesh Deb Barma

শ্রীদীনেশ দেব বর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে পশুপালন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমি সেই সম্পর্কে বলছি যে বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার সম্পদগুলিও বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই পশুসম্পদ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা মস্ত বড় সম্পদ, যার উপর কৃষক থেকে আরম্ভ করে শহর এলাকা পর্য্যন্ত সকলে নির্ভরশীল। কাজেই আজকে আমি শুধু ভাল ভাল দুধ খাবো, ঘি খাবো এতেই পরিকল্পনা successful হবেনা, যার মাধ্যমে দুধ, দই, ঘি ইত্যাদির সৃষ্টি হয় এদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই হচ্ছে প্রথম কর্ত্তব্য। সেই জন্য আমি বলতে চাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত পশু চিকিৎসার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্থরগতি। অবশ্য সরকার পক্ষ থেকে কমলপুর Sub Divission এ একটা পশুচিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে, খোয়াই Sub-Division এ এবং তেলিয়া মুড়াতে একটা করে পশু চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে, কিন্তু এতবড় subDivission এ ২টা বা ১টা পশুচিকিৎসা কেন্দ্র সেটা কয়েকজন কমপাউণ্ডার বা ১৫ জন ডাক্তারের পক্ষে সমগ্র এলাকায় ঘুরে ফিরে চিকিৎসা করা বা injection দেওয়া এবং কাহার বাড়ীতে কাহার পশু রোগাগ্রস্থ তাহা দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামাঞ্চলে এই পশু চিকিৎসা কেন্দ্র করে দেওয়া দরকার। কারণ একজন কৃষকের যদি ১ জোড়া বলদ থাকে এবং সেই বলদ যদি রোগগ্রস্থ হয়ে মারা যায় তখন তার পক্ষে টাকা পয়সা জোগাড় করে সেই বৎসর আর একটি বলদ কিনা সম্ভব হবে কিনা আমি জানি না। এইরকম

বহু ঘটনা আমার জানা আছে। ইদানীং নাকি বহু মানুষের গরু মারা গিয়েছে, ঐ রকম লোকের নামের ও গ্রামের নির্দেশও আমি দিতে পারি। কাজেই আজকে এই Department কে এত মন্থর গতিতে পরিচালনা করার কোন কারণ নাই এবং ডাক্তারদের কাছে গেলে তারা পরিষ্কার করে বলে দেয় আমাদের কাছে এমন বিশেষ কোন ঔষধপত্র নেই শুধু, বাচ্চা যাতে না মরতে পারে বা পেট ফুলা যাতে বন্ধ হতে পারে এ রকম ঔষধ আমরা দিতে পারি আর অন্য কোন ঔষধ আমাদের কাছে নেই। Department আমাদের regular medicine supply দিচ্ছে না। এমন রোগের সৃষ্টি হয় যে তিন ঘণ্টার ভিতরে গরু কিংবা মহিষ মারা যায়।

ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ কম্প উপস্থিত হয় এবং মারা যায়, মুখে ঘা, গলায় ঘা হলে পরে উপযুক্ত ঔষধ ইত্যাদি পাওয়া যায় না; ঐ ভাবে বহু মহিষ, ইত্যাদি মারা যায়। এ রকম বহু ঘটনা আছে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে যদিও এই বাজেটে Animal Husbandry সম্বন্ধে অনেক পরিকল্পনা ধরা হয়েছে, অমুক খানে Poultry Farm করা হয়েছে, অমুক খানে Diary Farm করা হয়েছে, অমুক স্থানে Dispensary করা হয়েছে, অমুক স্থানে Stockman Centre করা হয়েছে; কিন্তু যে number এখানে দেওয়া হয়েছে এ number বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে সংকুলান হতে পারে না, কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে Departnent এর ভিতরে এই যে কাজ এটাকে শহরের ভিতর কেন্দ্রীভূত না রেখে গ্রামাঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া দরকার। কারণ আমি দেখেছি অনেক উদ্বাস্তু কলোনীতে, জুমিয়া কলোনীতে Animal Husbandry চিকিৎসা করা হবে এইরকম পাকা slab করা হয়েছে কিন্তু ঔষধপত্রের কোন ব্যবস্থা নেই, ঐ পাকা slab এর উপরে অনেক ছোট খাট গাছ উঠেছে। কাজেই এ ধরণের অনেক টাকা অপব্যয় করা হচ্ছে, আপনারা যারা কমলপুর যাবেন তারা দেখবেন Agriculture Farm এর নিকটবর্ত্তী একটা জায়গাতে সেলেমা থেকে হুলাহুলি যাওয়ার রাস্তার ডান দিকে জঙ্গলের ভিতর একটা slab রাখা হয়েছে, এটাতে কি Publc এর interest নাই? আমি মনে করি এটা negligency যেখানে সরকারের মূলকেন্দ্র, B O,D অফিস, Agricultural Deptt এর Office, ডাক্তারের Office, তহশীল অফিস যেখানে থাকে সেখানে ঐটা জঙ্গলের মধ্যে বাস করা আমি সঙ্গত মনে করি না। কাজেই সুবিধা যে আপনারা কতটুকু দেন সেটা তো আমরা বলছি।

এমন জায়গা আছে যেখানে ডাক্তার হয়ত Visit এ বেরিয়ে গেলেন তখন একজন লোক গরু বাছুর নিয়ে Dispensary তে গেলে, তখন লোকটার গরু বাছুর নিয়ে সেখানে থাকবার কোন জায়গা না থাকার ফলে গরু বাছুর নিয়ে ফিরে আসতে হয়। কাঁধে করে পর্য্যন্ত গরু বাছুর নিয়ে dispensary তে যেতে হয়, এমতাবস্থায় এটাকে এভাবে কেন্দ্রীভূত করে রাখার কি justification আছে তা আমি বুঝতে পারিনা। অতএব এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে discentrilised করে গ্রামাঞ্চলে যাতে সরায়ে দেওয়া যায় সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে House এর নিকট আমি অনুরোধ রাখব। কল্পাই অঞ্চলে তিন চার দিনের ভিতর ৭।৮টি মহিষ মরেছে এবং ৫টি গরু মরেছে, টাকারজলা এলাকায় এই ভাবে বহু গরু, মহিষ মারা গিয়েছে এবং হাঁস, মুরগীর কথা আপনারা বলেছেন ভাল কথা। কিন্তু কি ভাবে এদের চিকিৎসা হয় আমি বলতে পারি না। আমি দেখেছি অনেক মুরগ ঝিম-

ইয়া, ঝিমাইয়া হয়ত— ৩।৪ ঘণ্টা থাকিয়া ১দিনের ভিতরেই মরে সাফ হয়ে যায়। কাজেই আপনাদের ঔষধ টাউনে থাকলে গ্রামাঞ্চলে মোরগ চিকিৎসা করা, হাঁস চিকিৎসা করা, গরু চিকিৎসা করা, মহিষ চিকিৎসা করা এটা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই আমার পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে সেখানে ভাল ভাল ঔষধ পাঠায়ে এবং চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ায়ে দিয়ে Proper treatment করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ অনেক সময় দেখা যায়—মড়ক লেগে গ্রামকে গ্রাম নিপাত হয়ে যায় সমস্ত গরু মরে এই রকম ঘটনাও আছে। কাজেই যাতে এ রকম ঘটনা না ঘটে সেই জন্য এই suggession দিচ্ছি আপনাদের কাছে।

Milk supply সম্বন্ধে আপনারা বলেছেন Dairy Farm থেকে ৫০ মণ পর্য্যন্ত দুধ supply দেওয়া হয়। কিন্তু এই ৫০ মণ দুধ আগরতলা municipality এলাকায় distribute করা হয়, যেখানে এক লক্ষের উপরে লোকের বাস সেখানে এই ৫০ মণ দুধে কয় জনের মুখে দুধ পড়বে। তারপর আপনারা Officer cost, establishment cost, অমুক cost সমুক cost ইত্যাদি দেখাচ্ছেন, কিন্তু যাতে আজকে দুধের Production বাড়তে পারে, তার জন্য যে Scheme আপনারা বাজেটের মধ্যে করেছেন। আমি বলছি গ্রামাঞ্চলে দেশীয় উন্নত ধরনের বাচ্চা সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য কিছু কিছু ষাড় আপনারা ছাড়ুন, বলদ বিলি করুন। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এটা কি Department হতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন না কি মন্ত্রীগণ বলে দিয়েছেন চিঠি পত্র লিখে, আমি বলতে পারি না, এক টাকা বা দেড় টাকা করে ঘণ্টায় এই বলদের পিছু ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। এটা আপনারা অন্বেষণ করে দেখুন, কতটুকু উন্নয়নের পরিকল্পনা আপনারা করেছেন, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখুন : দ্বিতীয় কথা হচ্ছে Cost of manure, Cost of ration ইত্যাদি বাবত কতগুলি টাকা আপনারা অপচয় করছেন। Manure সম্বন্ধে আমি বলছি Regular manure সেখানে distribute হচ্ছে কি না। না শুধু শুধু খাতার মধ্যে সেই হিসাব সীমাবদ্ধ থাকে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাতে গোজা মিল না দেওয়া হয়, নানা স্থানে প্রয়োজন মত Stockman centre ইত্যাদি যাতে স্থাপন করা হয় proper treatment করা হয়, sufficient stock যাতে থাকে ঔষধ পত্রের এবং ভাল ভাবে যাতে তাহা বিলি করা হয় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker:— The meeting is adjourned till 2-30 P.M.

Mr. Speaker— Discusion is to go on. I wonld now call on Sri M. L. Bhowmik

Sri M. L Bhowmik— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী Animal Husbendry খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি তাহা সমর্থন করছি। ত্রিপুরার গো-সম্পদের ক্রমোন্নয়ণের জন্য, গো-সম্পদের চিকিৎসার জন্য, গো-সম্পদের সংরক্ষণের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাহা যুক্তি সঙ্গত, ন্যায় সঙ্গত, this demad is quite justified and reasonable পক্ষান্তরে বিরোধীপক্ষ হতে যে cut motion আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি ; কারণ ইহার কোন যৌক্তিকতা নেই। তারা বলেছেন যে আমাদের এখানে যে number of Dispensary and

Stockman centre is in adequate, আমি বলব এই যে আমাদের dispensary, Stockman centre যা ইত্যাদি রয়েছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।

আমার এই বলার পক্ষে যুক্তি হচ্ছে এই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে গো-সম্পদ রয়েছে বিগত ১৯৬১ সালের Live Stock census অনুসারে Live Stock populalion এর সংখ্যা হচ্ছে ৭,৩৫,০০০ এই সংখ্যা অনুপাতে দেখা যায় আমাদের ২৫,০০০ Live Stock population জন্য একটা Vetinary dispensary রয়েছে এবং vetinary সম্পর্কে এই যে নীতি সেই নীতি ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। কাজেই আমাদের vetinary institution এর যে সংখ্যা হয়েছে সেই সংখ্যা justified বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরার Sub-Division এর Head quarter এ ১১টি vety Dispensary রয়েছে, দুইটি mobile nut রয়েছে, পল্লী অঞ্চলে তিনটি Rural Disrensarv রয়েছে. Stockman cutre রয়েছ ৭টি. vety unit রয়েছে ৭টি, আগামী দুই বৎসরে আরও দুইটি vety nuit বাড়াচ্ছি, Stockman ceutre এর সংখ্যা দুইটি বাড়াচ্ছি যার ফলে আগামী তিন বৎসর পরে অর্থাৎ এই পরিকল্পনার পরে এর সংখ্যা দাঁড়াবে, vety Dispensary ১১টি, দুইটি Mobile vety unit, ৫টি Rural vety dispensary, Stockman ceutre ৯টি এবং member of vety unit ৭টি, মোট ৩৪টী, শুধু এ ব্যবস্থাই যে রয়েছে তা নয় ; আমরা ৫টি Block এ ৫টি key village scheme এর কাজ করছি। key village schene -- গো জাতির উন্নয়ণের জন্য রয়েছে এবং শুধু গো-উন্নয়নের কাজে তারা নয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও তারা কাজ করছেন। এভাবে আমরা ৫টি key village Scheme এ গো জাতির উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তা ছাড়া ২৫টী Artificial Insemination centre রয়েছে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ব্যাপী। চিকিৎসা উন্নয়নের এ কয়টি ব্যবস্থা ছাড়াও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সময় সময় RinderPest নামক যে ব্যাধি সেই ব্যাধিকে সমুলে নির্মূলের জন্য আমাদের একটি vety stuff রয়েছে; তাহাতে একজন vety Asstt. Surgeon, ২জন stockman supevsor, ২০জন vaccinator আছে যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যে Rindernest ব্যাধিকে সমুলে নির্মূল করতে পারে তার জন্য এই scheme কাজ করে যাচ্ছে। যখনি এই Rinderpest Disease পশু কুলকে আক্রমণ করেছে তখনই তাকে সমুলে নিমূল করার জন্য এই Scheme চালু করেছি, তা আমরা Teritorial Council এ ও বলেছি। কাজেই vety খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাহা যুক্তি সঙ্গত। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে vety চিকিৎসার যে ব্যবস্থা তা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলেছে, হাঁ, গতি মন্থর তারা কি করে অনুভব করছেন সেটা বুঝতে পারছিনা, কারণ আমাদের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে—এবং এই যে সখ্যা বৃদ্ধি আমরা করছি, সেটা পরিকল্পনা অনুসারে, আমরা রাতারাতি vety Dispeusary গড়ে তুলতে পারি না, vety Asstt দরকার, পশু চিকিৎসকের প্রয়োজন, শুধু একটা vety Dispensary গড়ে তুললেই তার স্বার্থকতা থাকেনা, চিকিৎসকের প্রয়োজন, তা ছাড়া Stockman এর প্রয়োজন, তাদের training এর প্রয়োজন, এবং সেই training আমরা দিচ্ছি প্রতি বৎসর। কাজেই আমাদের training প্রাপ্ত Stockman ইত্যাদির সংখ্যা যখন বাড়বে তখন সেটা আমরা বাড়াব। তিনি উল্লেখ করেছেন আমাদের যে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা সেটা কেন্দ্রীভূত ; সেটা শহরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, আমি বুঝতে পারিনা সেটা

তিনি কি করে বলছেন, কারণ ত্রিপুরার সর্ব্বত্র ১১টি vety dispensary বিভিন্ন শহরে রয়েছে,

Opposition— নাম বলুন নাম বলুন,

Sri M. L. Bhowmik— নাম শুনতে চান? হঁা বলছি, শুনুন' There are Il vety dispensary at each Sub-divisional Head quarter including one at Jirania 3 Rural vety dispensary, at Teliramura, Julaibari, Kanchanpur, 2 Mobrile vety units at Agartala and Dharmanagar, 7 Stockman centres at Bishalgarh, Bamutia Mohanpur, Katlamara, Sonamura, Golanpasha Jumpai and 7 vety units at Kathaiiachrra, Bishramganj, Bhakrailara. Kalamchera Ranitilla, Gandachera and Chellagong, Total—30, কাজেই আপনাদের যে যুক্তি যে আমরা শহরে সীমাবদ্ধ আছি সেটা অযৌক্তিক ।

Opposition— সাব্রুমে কই?

M, L. Bhowmik—হঁা হবে সাব্রুমেও হবে।

Opposition— কবে হবে?

M' L- Bhowmik-- হঁা হবে, ক্রমে হবে, এক দিনে তা করা সম্ভবপর নয়, একেবারে করা সম্ভবপর নয়। আমাদের হাতে যে পরিকল্পনা রয়েছে সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হবে। আমাদের হাতে তো আলাদীনের maric lamp নেই যে রাতারাতি হবে। তারপর মাননীয় সদস্য বলছেন যে হাঁস মুরগীর কি চিকিৎসা হতো তিনি জানেন না ; হাঁস মুরগী মরছে তার চিকিৎসা হচ্ছে অসুখ হলে যে সব বঁাচে তা তো সম্ভব নয়। অসুখ হলে তো সব মানুষ বাঁচে না, তার মৃত্যু ঘটে, কাজেই পশুর বেলায় ও তা ঘটে, কাজেই তিনি কি করে বলছেন চিকিৎসা হয় না, এমনিই মরে যাচ্ছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই একথা তিনি কি করে বললেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একথা বলে আমার আসন গ্রহণ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Sunil Choudhury.

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— মাননীয় Speaker, আমি বলব এখানে যে Animal Husbandry সম্বন্ধে বাজেট রাখা হয়েছে তার ঠিক ঠিক প্রয়োজন অনুসারে কোন জায়গাতে হয়নি। আমি দৃষ্টান্ত দেখাব কেন ঠিক ঠিক প্রয়োজন মত হয় নি। সাব্রুম একটা Sub Division, সেটা লম্বায় ৫০ থেকে ৬০ মাইল হবে অথচ তার মধ্যে একটী মাত্র Vety Dispensary আছে। অতএব এই একটা মাত্র Dispensary দিয়ে এই বিরাট ৫০ মাইল এলাকার গো-সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে না, নানা রকম রোগ যেখানে আক্রমণ করে, সেখানকার যে staff আছে তারা যথা-সাধ্য চেষ্টা করে, আমি বলব না যে তারা চেষ্টা করে না। চিকিৎসার জন্য কিন্তু দীর্ঘ ৫০ মাইল রাস্তা ঘুরে চিকিৎসা করা তাদের পক্ষে কোন ক্রমে সম্ভব হয় না আমি বলব আমাদের যে কৃষক অত্যন্ত দরিদ্র, সেই কৃষকের একমাত্র সম্পদ হল গো-সম্পদ, সেই গো-সম্পদকে রক্ষা করার জন্য— যথেষ্ট আগ্রহী হবে মন্ত্রীমণ্ডলী এই আশা করেছিলাম, কিন্তু বাজেটে যে দৃষ্টি ভঙ্গি

রাখা হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি সেটা প্রশংসা করতে পাচ্ছি না। কাজেই আমি বলব পশু উন্নয়ন সম্বন্ধে যে একটা Scheme আছে, সেই scheme অনুসারে ষাঁড় ও দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের technical man না থাকায় ষাঁড় দিয়ে গো-সম্পদের উন্নয়ন হচ্ছে না। কাজেই সেটা যাতে উন্নত হয় তার জন্য technical man রাখা দরকার বলে মনে করি এবং অবিলম্বে Key village scheme start করে তার মাধ্যমে গো-সম্পদ উন্নয়ন করা দরকার। আর একটা কথা বলব এখানে গো-সম্পদকে কেবল মাত্র ঔষধ দিলেই চলবেনা তার খাদ্যও চাই, তার স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। সেই খাদ্যের জন্য কি ব্যবস্থা আমরা রেখেছি? গো-সম্পদ চরে খাওয়ার জন্য যে ঘাসের দরকার তার জন্য grazing field এর কোন ব্যবস্থা নাই। বাজেটে তার কোন ব্যবস্থা নেই। এলাকায় এলাকায় তা করা দরকার। শুধু grazing field এর ব্যবস্থা হলেই চলবে না; খইল ও অন্যান্য fodder সরকার থেকে স্বল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা দরকার। তা হলেই গো সম্পদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। আমি বলব সাব্রুম একটি বিস্তীর্ণ এলাকা সেখানে একটা Dispensary তে হচ্ছে না। সেখানে আরও অন্তত তিনটি Stock man centre প্রয়োজন। একটা মনুবাজার, ১টী শ্রীনগর আর একটা ঘোড়াকাপা অথবা শিলাছড়ি। এই দুই জায়গার এক জায়গায়। তার কারণ হচ্ছে সাব্রুম এ যে dispensary আছে, তার থেকে আমি যেটা বলছি মনুবাজার সেটা প্রায় নয় মাইল distance, কাজেই সেখানে ১টী প্রয়োজন আর একটী যেটা বলেছি শিলাছড়ি তা সাব্রুম থেকে প্রায় ৩০ মাইলের মত Distance আর একটা যেটা বলছি শ্রীনগর সেটা সাব্রুম থেকে প্রায় ১৮ মাইলের মত distance কাজে এই দূরত্ব। এই দূরত্বে যে গো-সম্পদ আছে তাকে যদি সুস্থ ভাবে রাখার প্রয়োজন এই মন্ত্রীসভা মনে করেন তা হলে অবিলম্বে সেখানে Stockman centre খুলে গো-সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। Animal Husbandryর আর একটি শাখা হচ্ছে Poultry. সাব্রুম এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ হাঁস এবং মুরগী পালন করা হয়। কিন্তু সেগুলিকে রক্ষা বা উন্নয়ন করার কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ সেখানে যে Vety, Dispensary আছে সেখানে এমন কোন Poultry বিশেষজ্ঞ নাই যিনি হাঁস মুরগী ইত্যাদির চিকিৎসা করতে পারেন। অন্যান্য জায়গাও বোধ হয় নেই। সব জায়গায় এক জন করে Poultry বিশেষজ্ঞ রাখা প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আদিবাসী তাঁদের আয়ের একটা বিশেষ অংশ আসে মুরগী পালন হতে। কাজেই হাঁস, মুরগী চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা উচিৎ ছিল। 'সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা' বইতে দেখেছি যে পশুকুলের সংক্রামক ব্যাধি রোধের একটা প্রকল্প করা হয়েছে। কোথায় সে প্রকল্প করা হয়েছে তা এখানে দিয়েছেন,

কিন্তু আমি বলব এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী করা দরকার এবং যে যে Division এ এখনও করা হয়নি সেখানে অবিলম্বে করা প্রয়োজন। কাজেই এইখানে এই বাজেটে সব-ডিভিশনে সেই ব্যবস্থাটা রাখা উচিৎ ছিল। এই বলে আমি আমার Cut motion কে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker, I would now call on Sri Umesh Lal Singh.

শ্রী উমেশ লাল সিং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী Animal Husbandry সম্বন্ধে ১৪,৭১,০০০ টাকার যে বাজেট আমাদের সামনে রেখেছেন তা আমি সমর্থন করি এবং

বিরোধী পক্ষের সদস্য যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। পশুপালন এবং উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী। পূর্ব্বের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় কিছু ছিলনা তার অনেক কিছুই হয়ে যাচ্ছে।

আমার পূর্ব্ববর্তী মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন যে, প্রত্যেক মহকুমাতে একটি করে পশু চিকিৎসালয় আছে। এবং জিরানীয়াতেও একটা পশু চিকিৎসালয় আছে। সর্ব্বমোট ১১ টা চিকিৎসালয় আছে। এছাড়াও ৭ টি Stockman Centre আছে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় আছে, তিনটি Rural Vety Dispensary আছে। মোট ৩০টি কেন্দ্র আছে। এবং আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ৪টি হবে। এবং এই ৪টি আমাদের বরাদ্ধে ধরা হয়েছে। সমস্ত ভারবতর্ষের গো সম্পদের যে সংখ্যা তা নির্দ্ধারণ করে দেখা গেছে যে প্রত্যেক ২৫ হাজার পশুর জন্য একটি করে পশুচিকিৎসালয় আছে। সেই হার হিসাবে তুলনা করলে দেখা যাবে ত্রিপুরাতে ২৫ হাজারের অনেক কম সংখ্যক পশুর জন্য একটা করে Dispensary আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পশুর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৩৫ হাজারের কিছুটা উপরে। তাতে হিসাব করলে দেখি প্রায় ২৪ হাজারের মত পশুর জন্য এক একটা চিকিৎসালয়। ঔষধের ব্যবস্থা নাই বলে আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন। কিন্তু ঔষধের জন্য ব্যয় বরাদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় ৪৭ হাজার ৭০০ টাকা। যাতে ঔষধ কেনা যায় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশে যে সমস্ত জায়গায় Hospital Stockman Centre ও rural Veterinary Centre প্রভৃতি আছে যে সব জায়গায় যাতে ঔষধের অপ্রচুরতা না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর এই বরাদ্ধ টাকাগুলি ইহাদিগকে দেওয়া হয় যাতে করে তারা ঔষধ Stock করতে পারে। এখানে আরও একটি কথা আছে যে এই পশুরা কোন কথা বলতে পারে না বা তাদের অসুখ হয়েছে বলে তারা ঔষধ পত্র ব্যবহার করতে পারে না, সেই জন্য অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকের দরকার, আর এই সব চিকিৎসক রাতারাতি আমাদের দেশে পাওয়া সম্ভবপরও নয়। সেইজন্য সরকার পশু চিকিৎসায় Training এর জন্য অন্য জায়গায় লোক পাঠিয়ে থাকেন। তাছাড়া আমাদের এখানে হাস মুরগী পোষারও ব্যবস্থা আছে। এইবলে আজকে আমি বাজেটকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের Cut motion এর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker:— I would now call on Sri Aghore Deb Barma.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে cut motion রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলব। কিছুক্ষন আগেই আমাদের মাননীয় Dy. Minister Sri M L. Bhowmik বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পশুর তুলনায় আমরা যে সকল ব্যবস্থা করেছি তা যথেষ্ট হয়েছে। তাঁর বক্তৃতায় একটি আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, আমি জানি বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জে Stockman Centre আছে, কিন্তু টাকারজলা বা জম্পুই এলাকায় যদি গোমড়ক বা এমন কিছু হয় বা অন্য কোনও পশুর রোগ হয় তাহলে ঐ সব Stockman Centre হ'তে ডাক্তার বা ঔষধপত্র নিয়ে অত্র অঞ্চলে যাওয়া আসা করা অথবা ঐ অঞ্চল হ'তে গরু মহিষ প্রভৃতি চিকিৎসার জন্য hospital এ নিয়ে যাওয়া

কি সম্ভব ? এই প্রশ্নটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করতে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে অনুরোধ করব। মাননীয় সদস্য উমেশ বাবুও আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে বলেছেন যে আমরা প্রতি ২৪,০০০ পশুর জন্য একটি Vety hospital, করেছি। কিন্তু আমি বলব যে রাজ্যের বৈশিষ্ট হচ্ছে পাহাড় পর্ব্বতের সমষ্টি অথচ এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যাওয়ার মত কোন ভাল রাস্তা-ঘাট বা Communication নাই, কাজেই ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে হাজারে হাজারে গরু মহিয প্রভৃতি একজায়গায় থাকার কথা নহে। অতএব এগুলি বিচার বিবেচনা করলে বলতে হয় ত্রিপুরায় যে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ruling Party বলতে পারেন যে তারা যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে গোসম্পদ রক্ষা করা যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে বিভিন্ন রোগ বা মড়ক হ'তে বাঁচা তো দূরের কথা দিনের পর দিন যে বহু গরু মহিষ পাচার হচ্ছে তা হতেও রক্ষা করা ruling Partyর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ হচ্ছে ruling party র অপদার্থতা। আর একটি কথা প্রসঙ্গে না বলে পারছি না যে ভৌগলিক কারণেই হউক আর অন্য কোন কারণেই হউক, ত্রিপুরা রাজ্যের পুরানো আদিবাসী যারা ছিল শুকনা মাছ প্রভৃতি খেয়ে, আজকাল স্বাধীনতার যুগে সেই পুরাণো অভ্যস্ত জিনিষগুলি পাওয়াও অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ মাছ ইত্যাদি খাওয়া আজকাল মানুষের কাছে একটা মহা অপরাধজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই তার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তার পাল্টা ব্যবস্থার জন্য দুধ ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করা দরকার। যদিও সে ব্যবস্থার জন্য টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে বাজেটে তবুও, দুগ্ধ উৎপাদনের যে capacity ধরা হয়েছে তা ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম ধরা হয়েছে। কাজেই জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী দুগ্ধের উৎপাদন বাড়ানো আমাদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে গো মহিষাদি বাড়ানোর যে Scheme আছে তাতেও আমরা দেখি শতকরা ৯৫টি বাছুর মরে যায়। তার কারণগুলি অবশ্যই আমাদের দেখা দরকার ruling party হ'তে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে Scheme প্রভৃতির কথা বড় বড় করে বলা হচ্ছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সেগুলি মোটেই কার্য্যকরী হচ্ছে না, ব্যর্থ হচ্ছে। অতএব এগুলি পরীক্ষা করে দেখা দরকার। গান্ধীগ্রামে যে Poultry Centre আছে সেখানে নাকি প্রতি শনিবার রবিবারে Concerning Deptt র বড় বাবু বা হোমরা-চোমরারা সন্ধ্যার সময় বা রাত্রির দিকে যান এবং সেখানে ডিমের মামলেট্ থেকে আরম্ভ করে আরও নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ করে থাকেন, কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে আমরা আম্রবন, নন্দন বন, কুঞ্জবন, প্রভৃতিতে বেড়াতে যাচ্ছি। এগুলি সত্য কিনা আমি জানি না: আমি শুনেছি।

(Ruling Party "গুজব রটাবেন না") আমি শুনেছি বলেই বলছি। এরকমও শুনেছি যে স্থানীয় অফিসার ও কর্মচারীদের মধ্যে যদি কেউ এসব পছন্দ না করেন, তা হ'লে তাদের সংগে সংগে transfer ও বরখাস্ত করা হয়। এরকম officer না কি আছেন? যা হউক আপনারা এগুলি অনুসন্ধান করে দেখবেন। যদি না থাকে তবে খুব ভাল কথা। এসম্পর্কে আরও একটি

কথা আমি বলতে চাই যে সরকার বলেছেন tribal people দের অনেক হাঁস, মুরগী ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে ২।১ বছর আগে। খুব ভাল কথা— শুনতেও ভাল লাগে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো আজ সেগুলি আছে কিনা। তিনি যাতে অনুসন্ধান করে আমাদিগকে জানান। এই খাতে আমরা পরিকল্পনা বাবতে যে টাকা বরাদ্দ করছি তার মূল উদ্দেশ্য হ'ল পশু সম্পদ বৃদ্ধি করা—জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা। কাজেই ত্রিপুরাতে ও সেটা হচ্ছে কিনা তার তথ্য আমাদের পাওয়া দরকার। বিভিন্ন Poultry Farm এর মধ্যে দিয়ে সেগুলি বেচাকেনা হচ্ছে, তাতে সরকারের আয় হচ্ছে, কিন্তু এখানে যা দেখানো হচ্ছে তা সামান্য মাত্র, কাজেই কোন খাতে কি পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে, কি পরিমাণ আয় হচ্ছে, এবং কি ভাবে চলছে তার একটা বিশদ report পেলে আমরা অত্যন্ত সুখী হ'ব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Finance Minister to reply the debate.

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষ হ'তে এই Demand এর বিরুদ্ধে Cut motion হচ্ছে "Demand is reduced by Rs. 100/-" "Number of vety. hospital, Stockman Centre & Poultry Centre is in adquate" যারা ১৯৫০ সাল হ'তে এ পর্যন্ত সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ করে আসছে, Vety hospital. Stockman centre পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, Poultry centre এর কর্ম্মীদিগকে মারধর করছে এবং সরকারের সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজের প্রগতিকে বানচাল করতে চেষ্টা করেছে, তারাই আজ জন সাধারণের চাপে বুঝতে পারছে Dispensary, Vety. hospital ও Stockman centre প্রভৃতি প্রগতিমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা আছে। এটা অত্যন্ত শুভ যে জনসাধারণের চাপে তারা আজ প্রগতির পথ খোঁজে পেয়েছে।

তারা এতদিন আকাম কুকাম করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল তাদেরে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল যে সরকার এসকল কাজ করলে পরে তোমাদের উপর tax এর বোঝা বসিয়ে দিবে, কাজেই সরকার যাতে ঐসব কাজ না করতে পারে তার জন্য তোমরা আন্দোলন কর, বাধা দাও। কিন্তু জনসাধারণ বুঝে ছিল এসব প্রগতিমূলক কাজ ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয় এবং দেশের উন্নতি না হ'লে আমাদের উন্নতি ও হ'বে না। কাজেই এগুলি করতে হ'বে। সে জন্য তারা এই সমস্ত সমাজদ্রোহীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে সরকার যা করছে জনগণের মঙ্গলের জন্যই করছে, তাতে তোমরা বাধা দিলে আমরা তোমাদের এদেশ হ'তে উৎখাত করে দিব। তাই আজ বিরোধীরা বাধ্য হয়ে তার প্রসংশা করতে—আরম্ভ করেছে এবং প্রগতিমূলক কাজের আবশ্যকতা উপলব্ধি করছে। মাননীয় সদস্য এমন যুক্তি দেখিয়েছেন যে তার একটি গরুর বাচ্চা মরে গেছে, কাজেই সমস্ত ত্রিপুরায় আর গরু বেঁচে থাকার কথা নহে, সব গো মড়ক ও অন্যান্য রোগে মরে গেছে। করণ তিনিই একমাত্র ত্রিপুরার গরুর বাচ্চার প্রতিনিধি, কাজেই তার গরুর বাচ্চা মরে যাওয়ার মানে হ'ল ত্রিপুরা রাজ্যের গরু বাছুর সব মরে যাওয়া। এ এক উদ্ভট যুক্তি। যাঁরা নাকি উন্নয়নমূলক কাজ করলে পরে বেশী হারে tax দিতে হয়, কাজেই ঐসব কাজ করতে দিওনা, বাধা

দাও ইত্যাদি এরূপ উর্ব্বর মস্তিষ্কে চিন্তা করা যায় তারা ছাড়া অন্য কেউ এরকম দেখাবে বলে আমার মনে হয় না। তারপর আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছেন যে গত ১৫ বছরে স্বাধীনতার পর আমরা মৎস্য তো দূরে থাক্, শোক্না মাছও খেতে পাই না যে সদস্যরা এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, তারাই ১৯৪৬ সালে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। তাই ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখানে দাঁড়িয়ে বলছেন ও প্রচার কার্য্য চালাচ্ছেন যে পাকিস্তানে আমাদের বড় বড় পুকুর, দীঘি প্রভৃতি আছে, তাতে প্রচুর মাছ আছে; অথচ ভারত স্বাধীনতা পেল ১৫ বছর হয়ে গেল এখনও জলাশয় পরিষ্কার করা হয়নি, জনসাধারণকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী মাছ দেওয়া হচ্ছে না ইত্যাদি।

গরু বাছুর পাচার সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলব যে পাচার করছেন কারা? এবং এই পাচারের ঘাটি কি খোয়াই, আশারামবাড়ী এলাকায় নেই? এ থেকে সহজে অনুমান করা যেতে পারে এই পাচারের মূলে কারা। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। পুলিশ থেকে যখন এই সমাজ বিরোধী কাজ প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তখনই তাঁরা Police এর বিরুদ্ধে চীৎকার আরম্ভ করেছেন। এই এলাকায় চোরা কারবারের ঘাটি, সমাজ বিরোধীর ঘাটি, শুক্না মাছ আমদানীর ঘাটি। Police যেই মাত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তখনই Police এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ তাতে বিভ্রান্ত হয় না। তারা মনে করেন তাদের কথাবার্ত্তায়, আলাপ আলোচনায়, আমাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু তাহা হ'তে পারে না। আমরা এমন কথা বলি না যে সারা ত্রিপুরায় আমরা হাসপাতাল বা Dispensary গড়ে তুলব। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা আছে এবং সে প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব।

Third Plan এ যে target সেই target লক্ষ্য করে আমরা কাজ করে চলেছি, এবং ত্রিপুরার গো-সম্পদ রক্ষার জন্য আমরা প্রতি ২৪,০০০এ একটি করে vety. dispensary স্থাপন করেছি, এবং আমাদের এই হিসাবে মোট ৩টি dispensary বেশী করতে পারব বলে আশা করি। আমরা যখন Territorial council পাই, আমাদের একটি ও ডাক্তারখানা ছিল না, কিন্তু আজ আমরা বলতে পারি, হাসপাতাল আছে, ডাক্তারখানা আছে, ডাক্তার আছে। আগে আমাদের রাস্তা ছিল না এখন রাস্তা করেছি, Stockman centre ছিল না Stockman centre করেছি। আগে ও তাদের মধ্যে জনসাধারণেরকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু আমাদের কর্ম্ম প্রচেষ্টা কিছুতেই ব্যহত হয়নি, তাই আমরা আজ কাজে সফলকাম হয়েছি বলে মনে করি। Sabroom এ Stockman centre নেই বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি বলব যে Sabroom একটা বিরাট শহর নয় একে প্রায় একটা গ্রাম বলা যেতে পারে, সুতরাং একটা গ্রামে যে ব্যবস্থা থাকা দরকার যে সকল সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার, তাতে বেশী ছাড়া Sabroom এরকম কিছু নেই। grazing fieldর যে প্রয়োজনীয়তা আছে এ সম্পর্কে আমি আমার বাজেট speechএ বলেছি এবং আমি মনে করি 5% of the total land, grazing fieldর জন্য রাখা উচিৎ। এদিকে আমরা সজাগ। কিন্তু আমার মনে হয় জন সাধারণের ও কোন কোন ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। সব কিছু সরকার করে দিবে এ মনোভাব দেশের উন্নতির পক্ষে সহায়ক বলে আমি মনে করি না।

Manureর জন্য আমরা বরাদ্দ রেখেছি এবং জমির উপর যাতে ভালভাবে সার প্রয়োগ করা হয় সেদিকে আমরা বিশেষ সচেষ্ট। আমরা যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করেছি যথা—Poultry, duckry etc সব কিছু বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালনা করার ব্যবস্থা হয়েছে, এবং আমি মনে করি ত্রিপুরার উন্নতি বিধানে এগুলি যথেষ্ট সহায়ক হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আশা করি House আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে।

Mr, Speakr :— Discussion on the demand is closed. I shall now put the motion to vote and first of all I shall put the cut motion of shri Dinesh Deb Barma that the mnmber of Dispensary & Stockman centre is inadequate.

As many as of that opinion will please say "Ayes"

Opposition :— "Ayes"

As many as of Contrary opinion will Please say "Noes"

Congres member "Noes"

Noes have it , Noes have it. I wonld now put the main motion to vote The qnestion before the house is the motion moved by Hon'ble S. L Singh that a sum not execebing Rs, 14, 71, 400/- in-clusive of the sum specified in col 3 of the schedule to the Appropriation (vote on A/c) Bill 1964 be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the vear ending on the 31st dav of March, 1965 in respect of Demand No. 18— Animal Husbandry.

As many as of that opinion will please say "Ayes"

Congress members "Aves"

As many on of contrery opinion will please say "Noes."

None— "Noes" "Ayes" have it.

The motion is passed.

Mr. Speaker :— Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No 20— Industries.

Sri S. L. Singh— On tne recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceiding Rs. 24,57,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1964. be granted to defry the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 20 -:Industry.

এখানে অর্থের বরাদ্দ ত্রিপুরা রাজ্য যাতে শিল্প সমৃদ্ধ রূপে গড়ে উঠতে পারে তারই প্রচেষ্টা হিসাবে করা হয়েছে। আমার প্রথম Budget sheet এ বলা হয়েছে, এখানে লুপ্তপ্রায় কুটীর শিল্প, বস্ত্র শিল্পকে আবার গড়ে তোলা হবে। যে উদ্বাস্তু ভাই বোনেরা হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতবর্ষে এক বৈশিষ্ট অর্জ্জন করেছিল, ভারতবর্ষের মসলিনের কথা পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়েছিল, যখন পৃথিবীর মানুষ সেই কাপড়ের হদিস পেতনা তখন ঢাকার যারা শিল্পী ছিল তারা সেই তাঁত শিল্প গড়ে তুলে ছিল। পাকিস্তান হওয়ার কিছু পূর্ব্বে ১৯৪৪ সালে সেই Communist Party ভারতবর্ষের কোন কোন জায়গা ভারতবর্ষের অঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন করে লীগের হাতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সেই ষড়যন্ত্রে প্রথম স্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান সৃষ্টির সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল।

তাদের এই ষড়যন্ত্রে ভীত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন এই ত্রিপুরায় আসে তখন এই উদ্বাস্তু ভাইয়েরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁত শিল্পকে গড়ে তুলেছ—। এবং সেই তাঁতের উৎপাদিত শিল্প সম্ভার নগন্য নয়; তার পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ গজ হবে; তা এই উদ্বাস্তুরা গড়ে তুলেছে। অতএ আমি বিশ্বাস করি এই মানুষ আজকে শিল্পের দিকে মন দিয়েছে। এই মানুষ যখন ত্রিপুরায় আসে তখন এই সমাজ বিরোধীরা তাহাদিগকে বাধা দিয়েছিল, তাহাদিগকে হত্যা করেছিল, তাহাদিগকে নির্মম ভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু জনসাধারনের প্রচেষ্টা এবং সরকারের প্রচেষ্টা ভাবী এই মানুষগণকে শিল্প গঠনের কাজে, পুনর্বাসনের কাজে শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছিল।

তাই Cottage Industry, Hand loom Industry, Khadi & village Industry, Handicrafts, Small scale Industries, Sericulture Industry আজ ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠেছে। আমাদের যে Tribal ভাইয়েরা আছেন তারা আদিম পদ্ধতিতে ধান, পাট, চাউল, তুলা, উৎপাদন করত, তারা তাদের সেই পদ্ধতির মারফতে কাপড় তৈয়ারী করতেন, তোষক, লেপ তৈয়ারী করতেন, গায়ের বস্ত্র তৈয়ারী করতেন এবং তার সাথে বীজ থেকে তৈল তৈয়ারী করা প্রভৃতি কাজ তারা করতেন! এবং আজকে প্রত্যেক জায়গাতে তাহাদিগকে Rural art সম্বন্ধে Tribal welfare সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। Rural Art craft Industries and Development of Communityর সংগ্রামের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে তারা তাদের তাঁত শিল্প, কুটীর শিল্প গড়ে তুলেছে, বাঁশের শিল্পকে তারা গড়ে তুলেছে; এই ভাবে cottage Industryর মাধ্যমে তারা এই কাজ উদ্যমের সহিত চালিয়ে যাচ্ছেন এবং Traning Programme এর জন্য ৪,৩৬,০০০ টাকা ধরা হয়েছে; এবং এই ভাবে কাজ চলছে। Hand loom এ total employment হল ৩,৬,৮৬ জন, Tailoring এ ৯৩৪ জন, Carpentry তে ১,৮৬০ জন, Pottery তে ৪৭৩, Blacksmithy ৮৭৩, Backery ৫৫৩, cane bamboo works এ ৩৮৭, Soap candle manufacture ২৫৭, Saw mill ২৬৫, Photo and book binding ১১৪, carban filter ৬৩, Rice, oil mill ১,২১৭, Trunk manufacturing ৯৬, Oil ghani ৭০, Musical instrument ৩১, Umbrella handle making ৪০, Motor work shop ২৮০,

Foot wear training এর জন্য ৩৪৮ জন, paddy husking ৮৪, Brick klin ১৭৬২, Biri manufacturing ৮৫১, Spining Factory ৪৬, Miscellaneous Industry ৬৫৮, মোট ১৪,৮৮১।

এটা এখানে বলার কারণ হল এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত জিনিষের তৈরী পূর্ব্বে হতো না বললে ও অত্যুক্তি হয় না, Pottery আমাদের ছিল না, Carpentry আমাদের ছিল না, পাকিস্তান থেকে আনতে হতো, carpenty, Blaocksmithy, Backery ও তাই, এই সমস্ত Industry আজ ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছে, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরে ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমস্ত Industy আজ গড়ে তোলা হয়েছে। সেজন্য এখানে এই Industy গুলির নাম দেওয়া হল এবং এগুলিই এখানে কার্য্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সেটা যাতে আরও সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে তার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। Heavy Industry সম্বন্ধে বলতে হলে পরে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে Planning Commission এর মাধ্যমে ১৭।১২।৬৩ তারিখে যে Annual meetng হয় তাতে আমরা আলাপ করেছি যাতে ১৯৬৪-৬৫ সালে তা গড়ে উঠতে পারে। Spinning mill, paper mill গড়ে উঠতে পারে, jute mill গড়ে উঠতে পারে তার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, Suger mill এর জন্য ও প্রচেষ্টা চলেছে। সেই প্রচেষ্টা করতে গেলে তার survey আছে, Raw materials কতগুলো ত্রিপুরায় উৎপন্ন হতে পারবে সেই সমস্ত survey আমাদের করতে হবে। এবং তার সাথে সাথে Electrcity power যাতে গড়ে উঠতে পারে সেই সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। Heavy Industry করতে গেলে পরে।

Umium থেকে power আনা হচ্ছে, Hydro Electric scheme of Dumbor যত দিন পর্য্যন্ত না হতে পারে সেই সময়ের মধ্যে umium থেকে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেইভাবে কার্য্যক্রম গড়ে তোলার জন্য এই House এ এই বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে এবং তার জন্য allotted amount of Rs, 7 75 lacks including I 75 lacks for indus'rialisation for matric system, for the Industries to be developed under the midium factor for the year 1964-65. আমি আশা করি এই প্রচেষ্টার দ্বারা ত্রিপুরায় কৃষির উন্নতি হবে এবং তার সাথে সাথে Industry গড়ে উঠবে। আমরা বিশ্বাস করি কেবল মাত্র কৃষির উন্নতির একটা দেশের উন্নতি হতে পারে না তার সাথে সাথে শিল্পেও সেই দেশ উন্নতি লাভ করতে হবে। কাজেই cottage Industry এবং midirum Industry কে গড়ে তুলতে হবে। সেই অনুসারে Power এর দরকার চাই, Comunicution এর দরকার চাই, এবং সেই প্রয়োজন বুঝেই এই বাজেটকে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। আশাকরি House এই বাজেটকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে

Mr. Speaker:—Now I would call on Sri Aghore Deb Barma,

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No 20—Industry, এখানে আমার দুইটি cut motion আছে, একটা হচ্ছে that there is on provision for heavy Industries in Tripura, আর ২ নং হচ্ছে that tne provission for Industries is in adequate. কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরায় যদি সামগ্রিক ভাবে

যদি উন্নত করতে হয় তাহলে Industry র উপর আমাদের জোর দিতে হবে এ হচ্ছে বক্তব্যের সার বিষয় বস্তু। ত্রিপুরা কৃষি প্রধান দেশ, তাতে এখানে জনসংখ্যার স্রোত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে ত্রিপুরার land এর উপর চাপ স্বাভাবতই বেশী পরিমাণে হচ্ছে। তা হলে ত্রিপুরাকে যদি সুন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে গড়ে তুলতে হয় তা হলে এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরাকে সুন্দর এবং সমৃদ্ধিশালী করার স্বপ্ন হয়ত ruling party র সদস্যরা দেখতে পারেন কিন্তু বাজেটের এ বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। কাজেই আমার cut motion এর বিষয় বস্তু হল ত্রিপুরা একটা পাহাড় ও টিলা দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চল এবং চাষোপযুক্ত জমির পরিমাণ খুব কম। কাজেই মানুষকে জোর করে ঠেললেও জমির অভাব দূর করতে পারছি না। আমরা আজকে যদি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য করি তা হলে দেখতে পাই মানুষ আজকে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে বিপর্য্যস্ত হচ্ছে রুজি রোজগার করে মানুষের খাওয়ার জায়গারও কোন ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নাই। এমন অবস্থায় এখানে যদি আজকে Heavy Industry র কোন ব্যবস্থা থাকত বা সেইরূপ চেষ্টা হতো তাহলে দেশের অর্থনৈতিক একটা সমাধানের পথ হতো আংশিক ভাবে। গত বাজেটেও আমরা শুনেছি কুমারঘাটে একটা paper mill তৈরী হবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই scheme মাত্র কাগজ পত্রে আছে কার্য্যত তাহা চালু করা হচ্ছে না। মানুষ তো বসে থাকতে পারে না, তার দৈনন্দিন খাওয়া-পড়া জোগাড় করতে হবে, সেই দিক দিয়ে আজ ত্রিপুরায় Heavy Industryর একান্ত প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় কথা হল মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন উপায়ে এখানে বিভিন্ন Cottage Indtnsry গড়ে তোলা দরকার এবং তাতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব এবং অর্থনৈতিক মান উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু বাজেটে যে Provision রাখা হয়েছে Industry সম্পর্কে, তাতে আমরা জনসাধারণের নিকট একথা রাখতে পারব না যে আমরা সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী ত্রিপুরা গঠন করতে পারবো, কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের অর্থনৈতিক মান আমরা উন্নত করতে পারবো এ কথা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারব না। কাজেই প্রয়োজনের তুলনায় আজকে Inustry র খাতে আমাদের আরও টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার এবং যাতে ত্রিপুরার বিরাট সংখ্যক মানুষকে আমরা কাজে নিয়োগ করতে পারি এবং তাদের বাঁচার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি সেই ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার ১৯৬২ সালে আগরতলাকে নাকি Foreign exchange র একচেটিয়া quota দেওয়া হয় তাতে contractor quota ছিল যে অরুন্ধতীনগরে টিনের তুলি তৈয়ারীর কারখানা হবে; কিন্তু আজপর্য্যন্ত সেই টিনের তুলির কারখানার scheme করা হলনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে যদি কিছু তথ্য সরবরাহ করেন তা হলে আমি খুশী হব। সেখানে যদি টিনের তুলি তৈয়ারী করা হত তাহলে নিশ্চয়ই ত্রিপুরার জনসাধারণ অনেক উপকৃত হত। এই quota ১৯৬২ সালে ছিল ৫৭,০০০ টাকা, সেটা ১৯৬৩ সালে ৬০,০০০ টাকা নাকি হয়েছিল। তার মধ্যে ৩০,০০০, ধীরেন্দ্র ভৌমিককে দেওয়া হল; বাকীটা আগরওয়ালাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যে cotnract হয়েছিল সেই Contract অনুযায়ী সে তা করেছে কিনা বা সেই Foreign exchange দ্বারা ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী কিছু তথ্য সরবরাহ

করলে আমি খুশী হব। আর একটা কথা হল মুখ্যমন্ত্রী বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরার Industry র উন্নতির প্রতি আমরা জোর দিয়েছি এবং Industry র যদি আমরা উন্নতি করতে পারি তবে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার পক্ষে সহায়ক হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার শিল্প অধিকর্তা শ্রীমৃণাল কান্তি মজুমদারকে প্রথমে জার্মানী, পরে আমেরিকাতে training এর জন্য পাঠিয়ে ছিল যাতে নাকি তিনি Industry সম্বন্ধে ভাল অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসতে পারেন, বহু টাকা খরচ করে যাতে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন হয়। আজকাল বিভিন্ন পত্রিকাতে দেখতে পাই যে আজকে আমাদের Indusrty র Director শ্রীমৃণাল কান্তি মজুমদারকে নাকি জোর করে সেই পদ হতে resign করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ কথা সত্য কিনা এবং কেন হাজার হাজার টাকা খরচ করে একজন মানুষকে Industry সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে নিয়ে আসার পর আজকে জোর করে এ ভাবে force করা হচ্ছে resign করতে। তার কারণ সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই, এ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Srimati Renu Chakraborty.

শ্রী মতী রেণু চক্রবর্ত্তী:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী Demand No 20 Indursty সম্পর্কে যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। আর বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। ত্রিপুরার আর্থিক বুনিয়াদ এবং জনসাধারণের আর্থিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখানে নানারকম small scale Industry র বরাদ্দ করা হয়েছে। নানা রকম Small Scale Idustry, Hand loom, Sericulture, Handicrafts, Khadi, & Village Industry প্রভৃতি জনসাধারণের স্বার্থের দিকে চিন্তা করে এবং যারা বেকার, দক্ষ অদক্ষ শ্রমিকদের প্রত্যেকের যাতে অর্থকরী সাহায্য হতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরার যে সমস্ত কাঁচামাল তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার এবং লোকের প্রয়োজন উপযোগী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সেই মাল প্রস্তুত করার জন্য এই Industry Deptt কাজ করে যাচ্ছে। অরুন্ধতীনগরে যে Industrial Institute গড়ে উঠেছে, সেই Industrial Institute থেকে সমস্ত কারিকরী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এবং তাদের শিক্ষা দিয়ে তারা যাতে দৈনন্দিন আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে এবং যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করে যেতে পারে সেভাবে তাদের সাহায্য করা হচ্ছে। এবং Technical পদ্ধতিতে তাদের সাহায্য করা হয় যাতে তারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেখানে যদি কোন Praivate Industry গড়ে উঠতে চায় তবে সেই Private Indusryও যাতে উপযুক্ত ও নায্য ভাড়ায় বাড়ী পেতে পারে, এবং Technical সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পেতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হয়। তাছাড়া আরোও দু'টী Industrial Institute গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন

করা হয়েছে। তারপর এখানে আরো চারটি আদর্শ শিল্প সংস্থাণ গড়ে তোলা হয়েছে। এবং সেই শিল্প সংস্থায় কামার ও ছুতারের কাজ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এবং সেই শিক্ষায়তনে ১২০ জন শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এই প্রশিক্ষণের পরে তারা যাতে নিজেদের শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের জীবন যাত্রার পথ সুগম করতে পারে তার জন্য নানা ভাবে সাহায্য করা হচ্ছে।

উদয়পুরেও দুইটি আদর্শ শিল্প সংস্থার কাজ শুরু হচ্ছে। একটি কর্মকারের ও অপরটি ছুতারের। তারপর এখানে Sericulture এর ও একটি Scheme নেওয়া হয়েছে। এই Sericulture মধ্যেও দেখা যায় যে ৪টি Demonstration Centre খোলা হয়েছে। সেই সমস্ত Demonstration centre এ ১২৬ জন ব্যক্তি Sericulture এর কাজ করে যাচ্ছে। এবং তাদেরও সামগ্রীক ভাবে সমস্ত রকম সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

তারপর খাদি ও গ্রামোদ্যোগের যে Scheme সে Seheme এ যাতে গরীব কৃষকদের এবং সমস্ত গ্রামের গরীব লোকদের যাতে নানা রকম সাহায্য হতে পারে তার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। গ্রামের কৃষকরা যখন অবসর সময়ে ঘড়ে বসে থাকে, যখন তা দের আর্থিক সংস্থার কোন উপায় থাকে না, তখন তারা নানারকম ছোট ছোট Industry র মাধ্যমে কাজ করে এবং Khadi & Village Industry র যে Scheme আছে সে Schemeগুলি কার্য্যে পরিনত করে সে কাজে তারা কিছু আর্থিক সাহায্য পেতে পারে। সে আর্থিক সাহায্যের জন্য নানারকম ছোট ছোট শিল্পের ব্যবস্থা রয়েছে। সে সময় মৌমাছি পালন, পশু পালন প্রভৃতির দ্বারা তারা অবসর সময়ে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে। তারপর ত্রিপুরা আদিবাসীদের বেত বাঁশ শিল্প এখানে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রসংশনীয় শিল্প ছিল।

সেই শিল্পকেও গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত আদিবাসীরা যাতে সূতা, উৎকৃষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতী ও সাজ সরঞ্জাম পেতে পারে এবং আরো উন্নতি করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যখন কাজ করত তখন ফড়িয়ারা তাদের কাজের নানা রকম ক্ষতি করতো। তাদের টাকা পয়সা নিয়ে, তাদের ঠকিয়ে বিব্রত করে তুলত। তারা যাতে এই ফড়িয়াদের হাত থেকে বাঁচতে পারে এবং তারা যাতে তাদের শিল্পকে সুন্দর ভাবে, দৃঢভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য নানারকম সূতা, সাজ সরঞ্জাম ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এবং তার যাতে সমবায়ের ভিত্তিতে তাদের আর্থিক বুনিয়াদকে আরো শক্ত ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেভাবেও নানারকম সাহায্য করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের হস্ত চালিত তাঁতে ও দেখা যাচ্ছে যে ৩৭ হাজার গজ কাপড় সেখানে প্রস্তুত হচ্ছে; সেই কাপড় অনেক সময় সুন্দর ও মসৃন হয় না বলে বাজারে তার চাহিদার ব্যাপারে একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাপড়গুলি যাতে মসৃন হয় তার জন্য বস্ত্র তৈরীর সূতাগুলিকে মসৃন করার পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে বৈদ্যুতিক তাঁতের মাধ্যমে। সেই বৈদ্যুতিক তাঁত প্রচলন হলে পরে সেখানে সেই সূতাগুলিকে ও মসৃন করা যাবে এবং কাপড় গুলিতে যাতে মার দেওয়ার সুবিধা হয় তারও ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও দেখা যায় যে Rule এ আরো Provision আছে 1964-65 এ যে Rural

Industries Project কতগুলা হয়েছে সেখানে ও দেখা যায় ২৯, ১০,০০০ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এবং আরো কতগুলি scheme আছে যাতে Tribal Welfare Programmeএ Rural Arreaর লোকগণ Arts, Crafts & Industries under development scheme এর Programmeএ যাতে যেতে পারে এবং নানারকম কাজের সুবিধা পেতে পারে সেই ভাবে নান রকম ভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তা ছাড়া ও যারা নাকি Industry গড়ে তোলতে চায় এবং যারা নাকি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলতে চায় তাদের Loan দিয়ে, Advance. দিয়ে নানারকম ভাবে Financial সাহায্য করা হয়। সেই রকম একটা Head ও আছে। সেই অবস্থায় দেখা যায় যে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য এবং ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানারকম, scheme গ্রহণ করা হয়েছে এবং যতদূর সম্ভব প্রায় ১,৪,৮৯১ জন লোকের নানারকম ভাবে কার্য্য সংস্থান হয়েছে এই Industrial scheme গুলির মাধ্যমে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এখানে বলেছিলেন যে জন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ই Budget ঠিক হয় নি।

কিন্তু মাননীয় সদস্য এটা হয়তো মনে রাখেন নাই যে এই বাজেট যখন পেশ করা হয়েছে তখন ত্রিপুরার জন সংখ্যার অনুপাতেই করা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং যে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট করা হয় নি। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন এই দায়িত্ব বহন করবেন এবং তার পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব যখন Govt. গ্রহণ করবেন তখন Govt, নিশ্চয়ই তাদের পুনর্ব্বসতি এবং Industries গড়ে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার চেষ্টা অবশ্যই করবেন। তারপর তিনি যে Cut motion এখানে এনেছেন "there is no provision for heavy Industries in Tripura." Heavy Industry একটা মুখের কথা নয়। বড় বড় কথা বললাম হয়ে গেল। তা সম্ভব নয়। কারণ Heavy Industry করার জন্য বহু অর্থের ও জায়গার প্রয়োজন। সেই অর্থনৈতিক পরিবেশ, Electricity, Transport এই সমস্ত সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে ত্রিপুরাতে Heavy Industry গড়ে তোলা যায় কিনা সেদিকেও বিশেষ চিন্তা করা হয়েছে। এবং আমাদের বিরোধী সদস্যের প্রস্তাবের বহু পূর্বেই ত্রিপুরাতে ১০০ টনের একটি Paper Mill করার জন্য এবং ১৫ হাজার টনের Jute Mill করার জন্য Proposal দিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে Planning Commission এর বৈঠক ও হয়ে গিয়েছে। এবং তার জন্য নানা রকম ভাবে Suggetion কি ভাবে দেওয়া যায় এবং ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য কি না সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেবল মাত্র Heavy Industry করবো বললেই হয় না। সেটা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত করে সত্যিকারের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হবে কিনা এবং সেই সমস্ত অসুবিধা দূর করা যাবে কিনা সে চিন্তা করার জন্য এবং সে ভাবে একটি Surveyর ও প্রয়োজন হয়েছে। সে Survey করে যদি প্রয়োজন বোধ হয় তার জন্য টাকার ও Provision করা হয়েছে। Planning Commission তার জন্য সাহায্য করবেন। সুতরাং বিরোধী সদস্য এখানে যে Cut motion এনেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি। এটা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুল যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :— Now I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Industry আমাদের এখানে করা দরকার। কেবল মাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে যে একটা দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হতে পারে না তা অনস্বীকার্য্য। সেজন্য বিভিন্ন Scheme এর কথা তারা উল্লেখ করেছে। আমি আগেও বলেছি যে বাজেট দেখে আমাদের কোন লাভ নেই। বাজেট আমরা বরাবরই দেখে থাকি এবং সেখানে বহুবিধ Scheme থাকে। কিন্তু সে Scheme গুলির কি হলো বা হলো না সে সব কথা আপনারা কিছুই বলেন না। কেবল কতগুলি Figure গুণে থাকেন। আপনারা বলতে চান যে— আপনারা Figure শুনেই তৃপ্ত হউন। এর বেশী কিছু আপনারা চাইবেন না। ত্রিপুরাতে আমরা Medium Industry করতে পারি। এক সময়ে ত্রিপুরাতে মেচ্ Factory ছিল। আজকে সেই Match Factory কোথায় গেল? এবং তাতে যে Production হতো তাতে কি তাকে বাঁচানো যেত না? আমাদের এখানে বিড়ি Factory আছে। বিড়ি Factory গুলি Competition এ টিকছে না। বিড়ি Factory র যারা মালিক তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ বলে আসছে যে আমাদের বিড়িগুলির খানিকটা Protection দেওয়া হউক। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সমস্ত বিড়িগুলি আসছে তার কিছুটা বন্ধ করে দেওয়া হউক। তা হলেই আমরা আমাদের Factory গুলিকে বাঁচাতে পারি।

আমরা এখানে ছোট খাট Jute Mill করতে পারি। তা আমরা করিনি। আমরা এখানে Carrying Industry করতে পারি। তার কথা আমরা কখনও শুনি নি। কাজেই এ সমস্তের দিকে যদি আমরা না যাই তা হলে কেবল কতগুলি শব্দ উচ্চারণ করে, কতগুলি High sounding word বলে কোন Problem এর কোন Solution সেখানে হয় না। Arundhuti Nagar যে Training-Cum- Production Centre আছে আমি তার খানিকটা ইতিহাস আপনাদের শুনাতে চাই। কারণ এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। তারপর সেখান থেকে কি ফল প্রসব করলো, পর্ব্বত কি মূষিক প্রসব করলো তার কাহিনীটা আমাদের জানা দরকার এই Training-Cum-Production Centre যখন আমরা করি তখন আমাদের কি উদ্দেশ্য ছিল যে এখানে আমরা অনেক ছাত্রকে Training দেব। তাদের নিয়ে আমরা Co-operative করবো এবং সেই co-operative এর মাধ্যমে অনেক লোকের Provision হবে। এবং আমাদের দেশে খানিকটা Industry grow করবে। আজকে সেই Training cum-Production centre এর position টা কি? আপনারা যদি একটু খোঁজ রাখেন তবে দেখবেন যে সেখানে একটি Skeleton Structure, একটা Sign Board আছে। প্রকৃত পক্ষে সেখানে আর কিছু নেই। অথচ সেখানে কি দেওয়া আছে। সেখানে Training Cum-Production Centre এ ছাত্রদের Training দিয়ে পরে তাদেরে নিয়ে বিভিন্ন Co-operative করা হলো। যেমন Blacksmith Co-operative, Carpentry Co-operative, Footwear co-operative, Hand made Paper co-operative প্রভৃতি co-opertive করা হলো। তারপর কিছু দিন পর দেখা গেল যে বিভিন্ন management এর জন্য সেই Co-operative গুলি Fail হয়ে গেল। Raw materials কিনার কোন Scheme নেই। খেয়াল খুশীমত কেনা হয়। মাল বিক্রি হয় কি না হয়

তার কোন পাত্তা নেই। একটা বিরাট Mismanagement সেখানে চললো। তার ফলে কি হলো! সেই সব Co-operative গুলিকে আমরা Rehabilitation Industries corporation এর হাতে hand over করে দিলাম। সেই Co-operative গুলির কোন অস্তিত্ব আজ নেই। আমাদের Control এ আর সেগুলি এখন নেই। আজ যদি আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে যারা সেখানে Training নিয়েছিল তারা অনেকেই সেখানে আর নেই। তারা Training নেওয়ার পর কেউ পঞ্চায়েত Secretary র কাজ নিয়েছে, কেউ রোড্ মোহরার হয়েছে, কেউ বা এখানে সেখানে চাকরী নিয়েছে। কোথায় গেল আপনাদের Industrial Scheme. সে Scheme এর আজকে এ অবস্থা হয় কেন? কেন আপনাদের Co-operative টিকলো না। তার কোন হদিস্ আপনারা নিয়েছেন? অথচ লাখ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। সে টাকার কোন হিসাব ছিল না। বহু টাকা আমরা সেখানে খরচ করেছি। যখন কোন মন্ত্রী আসে তখন ধার করা লোক নিয়ে আমরা Show করি। Show করার পর মন্ত্রী যখন চলে যায় তখন এই ধার করা লোকগুলিও চলে যায়। আজকে Arundhuti নগরের Training Cum-Production Centre এ Skeleton structure ও Sign Board ছাড়া আর কিছুই নেই। এ হচ্ছে সেখানকার ইতিহাস। আপনারা অনুগ্রহ করে দেখবেন যে কেন সেটা হলো।

আমরা বগাফাতে একটি Industrial Institute করেছি। সেখানে কি হচ্ছে। গত তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমি খবর জানি সেখানে Instructor হচ্ছে ৭জন, Supdt ১জন এবং ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ৩জন তাও আসে না। কেন আসে না? কারণ তারা জানে Arundhnti নগরে কি অবস্থা হয়েছে। Training নেওয়ার পর কোন Provision তারা সরকারী বা বেসরকারী কোথায় ও পায় না। কাজেই তারা কোন উৎসাহ বোধ করে না। কারণ Training নেওয়ার পর আমার যদি Provision এর কোন scope না থাকে তবে আমি অর্থ খরচ করে দু'পয়সা নষ্ট করে সেখানে যাব কেন? সেখানে যাওয়ার কোন কারণ থাকে না। আজকে আপনারা যদি খোঁজ নিয়ে থাকেন তাহলে জানতে পারবেন যে সেখানে ছাত্র নেই। বর্ত্তমান বৎসরের খবর আমি যতটুকু জানি সেখানে ১ জন Supdt. ও ১ জন Instructor আছেন। ছাত্র খুব সম্ভবতঃ ১।২ আছে।– আপনারা অনুগ্রহ করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে আজকে আমাদের এই Industial Institute এর এ চেহারা হলো কেন? আমরা উদয়পুরের গকুলনগরে একটা Training-cum Production Centre করেছি। আমি জানি না এ জায়গাটা কি করে select হলো। এ জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে। নদীর এপারে। সেখানে Blacksmith ও Carpentry র জন্য আমরা ছাত্র খুঁজছি। ছাত্র সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে ভবিষ্যতের কোন নিশ্চয়তা নেই, Training নেওয়ার পর আমার কি হবে না হবে তার কোন guarntee নেই সেখানে ছাত্র পাওয়ার কথা নয়। কাজেই আমরা যে একটার পর একটা scheme করছি এবং সে scheme করার সময় যে লক্ষ লক্ষ টাকা আমি খরচ করতে যাচ্ছি—খরচ করে পরে দেখছি যে আমি ভস্মে জল ঢালছি। আমার কোন কাজ সেখানে হলো না। Arundhuti নগরে একটা complete failure এবং আপনারা যদি একটার পর একটা schemeএ যান তবে সব জায়গাতেই ধর্ম্মনগর হতে আরম্ভ করে দেখবেন যে আমাদের টাকার কোথাও সদ্ব্যবহার হচ্ছে না অপচয় ছাড়া।

Northern zone এ আমাদের একটা Rural Industries Project আছে। তার Head quarter হচ্ছে Kailasahar.তারজন্য খুব সম্ভবতঃ আমরা কয়েক লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছি। কিন্তু সেখানে অফিসার নিযুক্ত করা ছাড়া আর কোন কিছু কাজ করা হয়নি। আমরা একজন ভদ্রলোককে Training দিয়ে এনেছিলাম। ঐ praject অনুযায়ী planning-cum-Survey Officer হিসাবে গত March '63 মাসে তাকে আমরা Training দিয়ে আনি। According to that project. K. B Paul Chowdhury কে আমরা Training দিয়ে আনি। কিন্তু Training দিয়ে আনার পর আমরা তাকে সেই post এ appoint করি না: এখন তিনি একজন Statistical Officer Industries, Weights & measure হিসাবে কাজ করছেন।

—তাহলে Training দেওয়ার সার্থকতা কি? এবং কেন তাকে আমরা Training দিলাম? এ হলো আপনাদের Rural Industries Project এর চেহারা। আমাদের Arundhuti নগরে যে Industrial Institute সেখানে তীর্থময়ী Aluminium Products বলে একটি Factory আছে। সেখানে Liquid পদার্থ ওজনের Instrument তৈরী হয়। কিন্তু সেগুলিকে Stamp করার কোন ব্যবস্থা আমরা করি না অথচ এই সব instrument এর জন্য এখান থেকে আমরা Instructor আগ্রাতে পাঠাই। সে সেখানে দীর্ঘদিন থেকে। instrument কিনে stamp করে। তারপরে সেগুলি এখানে আনে। কিন্তু Arundhuti নগরে যে সমস্ত Liquid মাপা জিনিষ তৈরী হয় তার কোন Stamp আমরা করি না। ফলে এগুলি unstamped অবস্থায় বিক্রি হয়।

তারফলে কি হয় ঐ গুলির ওজন ঠিক থাকে না। তাহার কোন responsibility Govt. নিচ্ছে না এবং সেটা খারাপ হওয়ার every possibility আছে এবং Public এর সেই সম্পর্কে অভিযোগ আছে যে, যে সমস্ত জিনিষ বাজারে বিক্রী হচ্ছে সেই সমস্ত জিনিষকে সরকার মেপে stamp করে দেন না কেন? আমরা যদি আগ্রায় লোক পাঠিয়ে stamp করতে পারি তাহা হইলে আমরা কি এখানে সেটা পারি না? এটা ঠিক তারা যে Production করে তা ত্রিপুরার চাহিদা অনুযায়ী কম। কিন্তু এখানে যতটুকু করতে পারি তা করে তবেত আমরা বাইরে থেকে আনব। এখানে যে সমস্ত জিনিষ হচ্ছে সেইগুলিকে stamp করার চেষ্টা আমরা করিনা। weights measures দেখাশুনা করার জন্য, supervise করার জন্য একটি Superintendent এর post আছে, কিন্তু সেই post এখন পর্য্যন্ত vaccant রয়েছে। এবং আমরা আজ পর্য্যন্ত কোন লোককে সেখানে appoint করিনি কাজেই supervise করার কোন লোক না থাকায় সেখানে যা খুশি তাই হচ্ছে। আমরা সেখানে লোক appoint করিনা কেন? আমরা একটা Industry করলাম। অথচ একটা লোককে appoint করতে পারলাম না। এটাকি খুব অসম্ভব ব্যাপার এবং Supdt. ছাড়া এটা চলে কি করে? আমরা কেন করিনা, এবং সেই দিকটার খবর নেওয়া দরকার। আমি আর একটি ঘটনার কথা বলছি একজন ভদ্রলোক শ্রীনীরব মুখার্জী, তিনি Inspector ছিলেন Cloth production under

Khadi & Village Industries Commissions, One fine morning এ দেখা গেল যে তাহাকে Industiy র Organaisor করা হয়েছে। He is not garaduate, এর জন্য যে কোন advertiesment তা করা হয়নি বা Departmental যে Promotion Committee আছে তার সঙ্গেও কোন consult করা হয়নি। এইসব কিছুকে ignor করে one fine morning এ তাকে Organisor হিসাবে appoint করা হল। কিন্তু Extension Officer যারা থাকেন তারাই promotion পেয়ে Organisor হন; কিন্তু তা না হয়ে সেই ভদ্রলোলকে হঠাৎ আগের post থেকে পদত্যাগ করিয়ে এনে Organisor হিসাবে appoint করা হল। তার কারণ হল এই যে আমাদের যে মন্ত্রী মহাশয় শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, উনার সাথে ঐ ভদ্রলোকের খুব বন্ধুত্ব। এবং সেই বন্ধুত্ব থাকার দরুন কোন বিজ্ঞাপন ছাড়া, Departmental Promotion committee এর কোন মতামত না নিয়ে আমরা তাকে Organisor হিসাবে appoint করলাম। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে যদি এই ধরণের corruption ঘটে থাকে তাহা হলে মানুষ corruption বন্ধ করতে কোথায় যাবে, কার সাহায্য নেবে।

যদি মানুষ দেখে যে মন্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার দরুণ সমস্ত কিছুকে ignor করে তাকে appoint করা হল তাহলে তারা ন্যায়ের জন্য, বিচারের জন্য কার আশ্রয় গ্রহন করবে। আমি এই House এর সামনে এই ঘটনাটা রাখছি যদি এই রকম ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে enquiry করা হবে, proper step নেওয়া হবে, কেন promotion committee কে ignor করে তাকে appoint করা হল।

Interruption

আমি আপনাদের কাছ থেকে খুব বেশী আশা করি না, যদি আপনাদের কোন কিছু করার থাকে তা হলে আপনারা করবেন। কারণ্ আপনাদেরও আমরা চিনি, কজেই কি করেন না করেন সবই আমাদের জানা আছে। আচ্ছা এই হল একটা ঘটনা। আমি আর একটা ঘটনা দিচ্ছি যে কি করে যে employees এর পিছনে corruption এর report থাকে তার কিকরে promotion হয় (Intaruption) yes sir, আসছি, I am coming. কৈলাশহরে যে Superintendent. (Industrial) Institute) তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে যে তিনি অনেক public money mis-use করেছেন, Audit এর লোকেরা সেখানে গিয়ে দেখলেন যে তা সত্যিই এবং তারা সেই সম্পর্কে report দিলেন। আপনারা যদি Audit file দেখেন তা হলে বুঝতে পারবেন, আমি বানিয়ে একটি কথাও বলছি না, I am assuaring you, I can challenge সেই report এখানে আনব, আনার পর দেখা গেল তিনি Organisor Industries হয়ে গেলেন। তার promotion হয়ে গেল। তিনি graduateও নন। কারণ এই সমস্ত post, graduate ছাড়া পায় না। কিন্তু একজন ভদ্রলোক তার বিরুদ্ধে Audit enquiry করে report দিলেন আমরা দেখলাম সেই ভদ্রলোকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে Organisor হিসাবে appointment দেওয়া হল এবং এই ক্ষেত্রেও দেখা গেল Department

Promotion Committee কে জিজ্ঞাসা না করে, advertisement না করে graduate Extention Officer কে ডিঙ্গিয়ে তাহাকে organiser হিসাবে appoint করা হল ! Accouts-cum-Administrative Officer তার কতকগুলি function আছে। এমন অনেক Audit আছে তার জন্য তাহাকে গিয়ে enquery করতে হয় কিন্তু আমরা তাকে কোথাও যেতে দেখি না। কাজেই এই জিনিষটা আমাদের দেখা দরকার যে, তার function তিনি তা করছেন কি না। এতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ সমস্ত audit A. G. করবেন না, A. G. অফিসের এই গুলি duty না, এমন অনেকগুলি কাজ আছে নাকি Accounts-cum Administrative Officer কে করতে হয়, কিন্তু তিনি শহরে বসে থাকেন, কোথাও বাইরে যেতে দেখিনা। Industryর যে staff সেই সম্পর্কে আমি দু' একটি কথা বলব। কারণ Industryর মধ্যে staff এর এখন যথেষ্ট অভাব আছে। অনেক post সেখানে vaccant পড়ে আছে, যেমন ৩টা Instructor এর post ইত্যাদি এখনও সেখানে খালি পড়ে আছে। যে সমস্ত কাজ করতে হয় Statistical officer ইত্যাদির।

Naturally Higher Officerদের দিয়ে আমরা lower Officer এর function করাই. কিন্তু তারা তা করবেন কেন ? কজেই এই সমস্ত জিনিষগুলি আপনাদের দেখার দরকার, আমি সবটা চিত্র দেখাবার সময় পেলাম না, সময় আমার কম। তবু আমি আশা করব যে সেই সম্পর্কে enquiry করা হবে এবং একটা action ও নেওয়া হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker:— I would now call on Sri Krishnadas Bhattacharjee.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে Cut Motion আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। Cut Motion টি আনা হয়েছে এই বলে যে "there is no provision for heavy Industry in Tripura" Heavy Industry বলতে যা বুঝায় সেইগুলি এ জাতীয় Industry যে রাতারাতি গড়া যায় না। আর সেগুলি grow করার জন্য তার অনুকুল পরিবেশ এবং অনুকুল পরিস্থিতির দরকার। সুতরাং কোন Heavy Industry কোথাও জোর করে গড়ে তুলা যায় না। ভাগিরথীর তীরে যে সব Heavy Industry গড়ে উঠেছে সেগুলি জোর করে গড়ে তুলা হয় নি, সেগুলি গড়ে উঠেছে, সেখানে গড়ার মত অনুকুল পরিবেশ ছিল বলেই, সেখানে Heavy Industry,, Textile Industry প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং দেখতে হবে Industry গড়ে তুলার মত অনুকুল পরিবেশ, অনুকুল পরিস্থিতি আছে কিনা, যদি থাকে তাহা হইলে আপনা আপনিই Industry গড়ে উঠবে। তখন Industry গড়ার জন্য লোক আপনিই আসবে, তার জন্য জোর করে কোন কিছু গড়বার দরকার হয় না।

কাজেই ত্রিপুরাতে কতটুকু পরিবেশ, কতটুকু পরিস্থিতি আছে তা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। Indnstry grow করার জন্য, Heavy Industry বা Middle size Industry grow করার জন্য প্রথম প্রয়োজনই হল communication, communication কি রকম আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা দেখতে হবে প্রথম। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে ত্রিপুরার India govtএর সাথে marge করার সময়যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিছিন্ন হয়ে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিলনা,

Industryত দূরের কথা আমদানী রপ্তানীর কাজ ব্যহত হয়ে পড়েছিল, পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে, জিনিষ পত্র যাতায়াতে অনেক খরচ পড়ত যার ফলে আমাদের এখানকার জিনিষ পত্রের মুল্য বৃদ্ধি হত, শুধু তাই নয় আমাদের খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং Industry গড়ে তুলতে হলে যে Communication এর দরকার, সেটা আছে কিনা তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। আমাদের এখানকার একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা আসাম-আগরতলা ট্রাক লাইন। সেটা আমাদের ত্রিপুরার life line. বর্ত্তমানে এই রাস্তা অনেক ভাল হয়েছে কিন্তু পূর্ব্বে এই রাস্তা প্রায়ই খারাপ থাকত বিশেষতঃ বর্ষাকালে।

তাছাড়া যদি ভালও থাকে তা হলেও একটা ট্রাক সার্ভিসের উপর নির্ভর করে Heavy Industry গড়ে উঠতে পারে না। যেমন শিলংয়ে কোন Heavy Industry নেই, কোন দিন গড়ে উঠবে ও না। তার কারণ হচ্ছে যে সেখানকার একমাত্র Communication হচ্ছে মটর সার্ভিস। ভাগিরথীর তীরে সে সমস্ত Industry গড়ে উঠেছে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল—একদিকে যেমন ছিল জলপথ, অন্যদিকে তেমনি ছিল রেলপথ। সেইজন্য সেই সব Industry সেখানে গড়ে উঠেছে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে সেই রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। সুতরাং উঁরা যে remark করেছেন তা সম্ভব নয়, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হবে। দ্বিতীয়তঃ Raw materials. Heavy Industry গড়ে তুলতে হলে raw materials দরকার। আমাদের দেখতে হবে ত্রিপুরাতে সেই ধরণের raw materials কি কি আছে। raw materials এর মধ্যে যে সব খনিজ পদার্থ সেই সব খনিজ পদার্থের সন্ধান আমরা এখনও পাইনি।

একমাত্র Raw materials এর মধ্যে আমরা পাই Jute. Bamboo ইত্যাদি, কিন্তু সেটাও sufficient কিনা আমাদের দেখা দরকার। মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম বলেছেন আমরা নাকি high sounding words বলি ইত্যাদি, কিন্তু তিনিওত কতগুলি high sounding words বলেন যে ত্রিপুরাতে Heavy Industry গড়ে তোলা দরকার; দরকার বলেইত হয় না কি ভাবে কোথায়, কি ধরণের Industry গড়ে তোলা যায় তার suggestionও থাকা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের Jute millগুলি গড়ে উঠেছিল, ভারতের উৎপন্ন যে পাট, বর্ত্তমানে পাকিস্তানের উৎপন্ন যে পাট, তাহার উপর নির্ভর করেই। কিন্তু পাকিস্তানের পাট বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সেই Mill গুলির কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে পড়েছিল, তা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, কারণ উপযুক্ত পরিমাণে raw materials পাওয়া যায়নি। ভারতে যে সব Jute mill আছে সেগুলি full capacity work পাচ্ছে কিনা এবং full capacity work পাওয়ার পর যদি surplus work এর দরকার হয় তা হলে চিন্তা করতে হবে Industry স্থাপন করা যায় কি না। তারপর যদি জোর করেও কিছু করা হয় তবে চিন্তা করতে হবে সেটা কি পরিমাণ successful হবে, জোরালো হবে। তারপর দেখতে হবে আমাদের বাজার কোথায়। অবশ্য আসাম আছে; কিন্তু আসাম যেমন আমাদের নিকটবর্ত্তী বাজার, পশ্চিমবঙ্গেরও নিকটবর্ত্তী বাজার। আসাম তখন দেখবে কোথা থেকে নিলে পরে তার অনেক cheap হয়। তা দেখেই আসাম finish করা Jute, paper ইত্যাদি নেবে। কিন্তু আসাম ভারতের second largest producer of jute পশ্চিম-

বঙ্গের পরেই আসামের স্থান। সুতরাং একটা দিকেই লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে পারি Heavy Industry গড়েতোলা সম্ভব কিনা। আরও দেখতে হবে যে আমাদের এখানকার Cost of raw materials আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ হতে কম কিনা। আমাদের এখানে paper তৈরি করার বাঁশ আছে কিন্তু তার দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বাজারে দেখা যায় ১১০৲ বাঁশের হাজার। সুতরা raw metarials যে সস্তায় পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে Power. পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় আমাদের এখানকার commercial unit এর rate অনেক বেশী। তাছাড়া Industry গড়তে হলে যে পরিমাণ Power এর দরকার তা আমাদেরএখানে নেই। আমরা যেমন Rail-way লাইন আনার জন্য চেষ্টা করছি তেমনি Hydroelectric line ও আনার চেষ্টা করছি। ডুম্বুর Hydro-electric scheme এর কাজ হওয়া সাপক্ষে আমরা আসামে উমিয়াম Hydroelectric station থেকে power আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও সেটা successful হয়নি। তারপর দরকার labour যে সমস্ত Industry র কথা এখানে বলা হয়েছে সেগুলির জন্য skilled labour এর প্রয়োজন। আমাদের এখানে skilled labour নেই। কাজেই plane এ করে বিহার অথবা পশ্চিমবঙ্গ হতে skilled labour আনতে হবে। Labour আনতে হবে, Machinary আনতে হবে, সবই যদি আমাদের বাহির থেকে আনতে হয়, তা হলে আমাদের cost of Procuction অনেক বেড়ে যাবে, যার ফলে আমরা competition market এ টিকতে পারব না। Heavy Industry গড়তে হলে তার আনুসঙ্গিক আরও কয়েকটি Industry গড়ে তুলতে হয়। যেমন Engineering Industry. আমাদের এখানে কোন machinary part.

নষ্ট হয়ে গেলে অন্য জায়গা থেকে parts আনতে হবে। যার ফলে ৩ দিন একটি লোককে production বন্ধ করে রাখতে হবে। তারপর capital এর কথা। একটি Jute Industry গড়ে তুলতে হলে কম পক্ষে initial capital ৫০ লক্ষের দরকার। এখন থেকে সেই capital তোলার কোন সম্ভাবনা নেই। ধরুণ একটি লোক একটি Industry plan নিল। সে একটি company করল বা corporation করল। তার share বিক্রী করতে হবেতো? শেয়ার কিনবে কে? শেয়ার কেনার মত লোক এখানে নেই। কাজেই সবদিক থেকে বিচার করে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে অনেক বাধা আছে। সেইগুলি অতিক্রম করতে না পারলে Heavy Industry গড়া যাবে না; আর গড়ে তুললেও সেটি economic হতে অনেক সময় লাগবে। আর private কোন party এখানে Industry গড়তে আসবে বলে আমার মনে হয় না।

তবে আমাদের ত্রিপুরা সরকার ও বসে নেই। বিধান সভা হওয়ায় মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়েরা দিল্লী গিয়ে এখানে যাতে Industry গড়ে তোলা হয় বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

তার জন্য চেষ্টা করছেন Central Govt. বিচার বিবেচনা করে দেখছেন, কি ধরণের Heavy Industry এখানে করতে পারেন। আর এ সব চিন্তা না করে হঠাৎ কিছু টাকা ঢেলে দিলে আমাদের অর্থনৈতিক মানের উন্নতি হবে না। আর একটা কথা মাননীয় বিরোধী দলের জনৈক সদস্য বলেছেন অর্থ নৈতিক মানের উন্নতি করতে হলে পর Heavy Industry গড়ে তোলা দরকার।

আমি Heavy Industryর জন্য টাকা ঢাললাম কিন্তু সেটা Productive হল না। তা হলে কি অর্থ নৈতিক মানের উন্নতি হবে, না অবনতি হবে? আর যদি Industry Productive হয় তা হলে অর্থ নৈতিক মান উন্নতি হতে পারে। সুতরাং আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছি। তারা এ ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখছেন। Communicatonএর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ত্রিপুরা একটি large scale Industry ছিল, সেটি হচ্ছে চা বাগান। ত্রিপুরাতে চা বাগান হওয়ার অনুকূল অবস্থা ছিল বলেই সেইগুলো হয়েছে, জোর করে কিছু করতে হয়নি। কিন্তু আজকে Cmmunicationএর অসুবিধার দরুন সেগুলি অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, কারণ আগে চা পাঠান হত train এ, আর আজ পাঠাতে হয় Plane এ। আর একটা হচ্ছে fuel, ত্রিপুরার গাছ অনেক কমে গেছে যার ফলে fuel এর চিন্তায় তাদের মাথা ঘুড়ে গেছে। আজ যদি natural resource থেকে কোন Industry গড়ে তোলা যায়, যথা coal, oil Industry তা হলে হয়ত কিছু successful হতে পারে। তার জন্য একটা চেষ্টাও চলেছে। তারপর ওনারা Industry Production সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে, আমাদের Training প্রাপ্ত লোকদের দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না। আমরা Training দিয়েছি বলে যে কাজ হচ্ছে না তা ঠিক নয়। Co-operative এর মাধ্যমে কাজ করার মনোবৃত্তি আমাদের এখনও হয়ে উঠেনি। তার জন্যই আমরা আজ অকৃতকার্য্য হচ্ছি। আজকে আমরা পাঁচজনে একটি Heavy Industry গড়ে তুলব, small scale Industry গড়ে তুলব, whatever it may be, আমরা এই পাঁচজনের মধ্যেই মারামারি লেগে যাব দুদিন বাদে। সুতরাং Co-operation এর মনোবৃত্তি থাকলেই আমরা successful হব, কিন্তু তাই বলে আমরা ছেলেদের Training দেব না এটা হতেই পারে না। আমরা Training দিয়ে যাবই। দুদিন বাদেই আমাদের মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে তখন Industryর দিকে আমাদের ঝোক যাবে, Co-operative এর দিকে ঝোক যাবে। কারণ এটা এখন experimental stage এ আছে। ত্রিপুরাতে cottage Industry বা small Industryর ব্যবস্থা এখন experimetal stage এ আছে। সুতরাং সেটা successful হবে না সেটা বলা যায় না। কারণ যেভাবে step নেওয়া হচ্ছে তাতে Industry না হওয়ার কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় তা successful হবেই।

Industry Cum-Production centreএর যে অবস্থা মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম দেখালেন সেটা অদ্ভুত। সাইন বোর্ডটি ছাড়া আর কিছু নেই। মাননীয় ইসলাম সাহেব আমার সঙ্গে যদি যেতেন তা হলে দেখতে পেতেন শুধু সাইন বোর্ডটিই আছে কিনা। শ্রীইসলাম অরুন্ধুতিনগর Industry সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তার উত্তর আমি পরে দিচ্ছি। সেখানে day & night writer পেন এর মত pen তৈয়ার করা হচ্ছে। সে পেন এর চাহিদা বাজারে যথেষ্ট আছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানকার লোকেরা holidayতেও কাজ করছে। যদি ততটুকু demand না থাকে তাহলে holidayতে কাজ করার কোন যৌক্তিকতা থাকত না। ঠিক সেই রকম Aluminium Aluminium Product সম্পর্কে বলছি যে এটা নূতন অবস্থা। ভবিষ্যতে Production আরও ভাল হবে। ওনারা যে বলছেন Product খারাপ হচ্ছে তা আমি মেনে নিতে পারছি না। যাতে আরও ভাল হয় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছেন।

Industry যখন grow করছে তখন stamp করার ব্যবস্থা ও হবে। আমাদের এখানে stainless still এর একটা quota আছে। আমরা যতটুকু চাইব তাহাই পাইব না। Quota পাওয়ার যে difficulties তা আপনাদের সকলেরই জানা আছে। তারপর এই ব্যাপারে কতকগুলি formalaties এর দরকার হয়। ধীরেন ভৌমিক এবং আর অন্যান্য সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে অভিযোগ এনেছেন তা আমি সঠিক জানি না। যদি অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তা হ'লে সরকার নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন। তারপর বললেন জোর করে resignation দেওয়ানো হয়েছে। জোর করে কাহাকেও resignation দিতে ত্রিপুরা সরকার বাধ্য করেননি। আমার মনে হয় উনারা যে information পেয়েছেন সেটা wrong information. তারপর বলছেন ndustry staff সম্পর্কে, যে staff নাকি কম ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সমস্ত জায়গায়staff দরকার নেই সব জায়গায় নেওয়া হয়েছে আর যেখানে দরকার নাই সেই সব fill up করা হয়নি। এই সব নিশ্চয়ই Deptt. দেখবেন। Industry centre এ প্রত্যেকখানে Superintendent নেই। সব জায়গায় সব সময় নাও থাকতে পারে, সেটা quite natural তবে আমি যতটুকু জানি সব জায়গায়ই আছে। যদি না থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত Superintendent পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। আমাদের সবারই প্রয়োজন দেশকে Industrialies করার জন্য যে মনোবৃত্তি তা জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। Industrial mentalityর দরকার। সরকার Industry গড়ে টাকা খরচ করলেই কিছু হবে না যতদিন না মানুষের মন সেইভাবে গড়ে উঠে। তার জন্যই বাজেট করা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে, demonastration দেওয়া হচ্ছে Industryতে তোমাদের কি উন্নতি হবে, কিভাবে অধিক পয়সা রোজগার করতে পারবে। সুতরাং Demonastration, প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণকে বুঝানোই Industry Depttএর কাজ। যদি সেই মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলা না যায় তা হলে Industryকে succesful করা যাবে না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker:—I would now call on Sri Hlura Aung Mog

শ্রীহ্লুরা অং মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে স্বাধীনতা হওয়ার ১৫ বৎসরের মধ্যেও ত্রিপুরাতে Industry গড়ে উঠেনি। বাজেটে অংকের দিক দিয়া প্রত্যেক বৎসরই দেখা যায়, কিন্তু কাজের দিক দিয়া আমরা তার প্রমাণ পাই না। Industry Department এ post create করলেই হবে না, কাজ কি রকম progress হচ্ছে তার দিকে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। কারণ অনেক জায়গায় অনেক post create করে তাদেরকে আমরা বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি তার জন্য আমাদের একটা বিরাট অংশ খরচ হচ্ছে অথচ সেই অনুপাতে আমরা কাজ পাচ্ছি না। ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার দিকে তাকালেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে কাজের দিক দিয়া আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। বিলোনীয়ায় যে Industrial Institute আছে তাতে কোন ছাত্র নেই। এই হল অবস্থা। যখন Industrial Institute খোলা হয়েছিল তখন কিছু কিছু ছাত্র হয়েছিল, তারা সেখান থেকে পাশ করে বের হয়েছিল, কিন্তু তারপর তাদের কাজ কোথায় পাওয়া যাবে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না। ফলে ঘোরাফিরা করে

তাদের কেউ চায়ের দোকানে, কেউ চাকুরীতে, কেউ বা ঘরে বসতে বাধ্য হয়েছে। Training প্রাপ্ত ছাত্রদের এই রকম অবস্থা দেখে কেউ আর Industrial Institution এ, ভর্ত্তি হতে চাচ্ছে না, আর যে Stipend দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাও অনেক নগণ্য বলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মন্ত্রী-মহাশয়েরা যদি একবার Sub-Division গুলি ঘুরে দেখে আসতেন তা হলে উনারা বুঝতে পারতেন সেখানের অবস্থা। একবার আমাদের Deputy Mtnister শ্রীরাজ প্রসাদ চৌধুরীর যাওয়ার একটা Programme ছিল, কিন্তু তিনি কেন সেই Industrial Centre এ গেলেন না? সেখানে অফিসারেরা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদের অসুবিধার কথা বলবার জন্য, তারা মালা নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন; সেই মালা নিতে তিনি গেলেন না কেন? শুধু দেখি গাড়ীর তেলের খরচই হয়, উনারা সেই Industrial Centre গুলিতে একবারও যান না। কারণ আমাদের টাকার মা বাপ নেইত। যে যেমনি পারে লুটে। এই হল ত্রিপুরার চেহারা। এই জন্যই আমাদের Industry র Development এর কোন কাজ হচ্ছে না। অনগ্রসর দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার যে Plan & Programme সেই Plan & Programme ত্রিপুরাতে করে কেবল টাকার অপচয়ই হচ্ছে, কাজ কিছুই হচ্ছে না। এই হচ্ছে তার একটা নমুনা এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে Instructor নেওয়া হয় সে কাজ কর্ম কিছুই জানে না। কয়বার শ্রীবিদ্যুৎ মজুমদারকে Instructor post এ নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু সে কিছুই জানে না, সে training প্রাপ্ত নয়। এখন তাকেই Hand loom এর Inspector হিসাবে কাজ করাচ্ছে এবং widower co-operative থেকে যন্ত্রপাতি কিনার জন্য সে অনেক টাকা নিয়ে গেছে, কিন্তু সেই টাকার জিনিষ সে এখন দেখাতে পারবে না। কাজেই স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে উনি যেন সেখানে গিয়ে enquiry করেন সে টাকা গেল কোথায় বা সে টাকার জিনিষ সেখানে আছে কি না। আমাদের গৌরীসেনের টাকাত এইরকম হবেই। এখন এই বিধান সভার আমলেও যদি আমরা আমাদের টাকা কোথায় যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি না দিই তাহলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হবে না। মাননীয় Tribal মন্ত্রী যদি উত্তর দেন যে উনার কাঠালিয়া ছড়ায় যে সমস্ত Centre গুলিতে তাঁত ছিল সেইগুলি এখন কোথায় আছে তা হলে ভাল হত।

Ruling party —কোথায় বললেন?

শ্রী লুব্রা অং মগ কাঠালিয়াছড়া। আর একটি কথা আমি এখানে বলব। আমাদের দেশে জরুরী আইন চালু করে সেগুলি সরকারের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগানো হয়েছে এবং সেই আইন প্রয়োগ করে তারা স্বর্ণকারদের মুখের গ্রাসটুকু কেড়ে নিয়েছেন। আর তারা দুমুঠো ভাত খেতে পায় না। সরকার তাদেরকে কোন সাহায্য দিচ্ছে না, এই হল ত্রিপুরার অবস্থা। এই ত্রিপুরা রাজ্যে স্বর্ণকারের সংখ্যা কম নয়; প্রায় ৯০০ শতের মত, এবং ৯০০ শতের উপর নির্ভর করে প্রায় ৮০০০ লোক বেঁচে আছে। এইভাবে কুটির শিল্পকে ধ্বংস করার কোন অর্থ থাকতে পারে না। আজ ভারত ব্যাপী তার আন্দোলন চলেছে তাদের সেই দাবী নিয়ে যে ন্যায্য দাবী থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, সেই আন্দোলনে তারা জয়লাভও করেছে!

যে এই আইন করল তাকেও বিদায় নিতে হয়েছে। এই হল জনতার শক্তি, যার সামনে মন্ত্রী অর্থ-মন্ত্রী দাঁড়াতে পারল না। আমি আশা করি আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী ত্রিপুরার সেই সব বেকার স্বর্ণকারদের বাঁচার জন্য plan & programme নিবেন। এবং তাদের সাহায্য দিবেন কম পক্ষে তাদের বাঁচার জন্য, loan ১৫০০৲ হাজার টাকার মত তাদের এককালিন দিতে হবে আর যারা loan হিসাবে নিতে চায় তাদের ৫০০০৲ হাজার করে টাকা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সাম্য আনতে হবে। কাজেই ত্রিপুরাতে যে সব স্বর্ণকার আছেন তারা এই নেতৃত্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে, তাই আমি বলি অচিরেই তাতে বিধান সভার হস্তক্ষেপ করা উচিৎ। ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলায় যে উৎপাদন হত তা আজ নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের কুটির শিল্প আজ নষ্ট হওয়ার মুখে' ধ্বংসের মুখে তাকে পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে, তুলা ও কার্পাস উৎপাদনের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would Now call on Shri Kamaljit Singh

শ্রীকমলজিৎ সিং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের শিল্প খাতে ২৪,৫৮০০০, টাকা ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে Demand এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি, আর বিরোধী দলের সদস্য যে Cut motion এনেছেন তার আমি বিরুদ্ধাচরণ করছি। প্রথমতঃ যে cut motion এনেছেন সেটা হচ্ছে এই "that there is no provision for heavy Industry in Tripura." একটা জিনিষ আমার জানতে ইচ্ছা হয় Heavy Industry বলতে উঁরা কি বুঝাতে চেয়েছেন, এইটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় তার কারণ Heavy Industry বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে Chittaranjan Loco, Rourkella ইত্যাদি। আর যদি উঁরা মনে করেন, লক্ষ লক্ষ টন iron এখানে পাওয়া যায় তাহলে উঁদের পক্ষেই তা সম্ভব হবে, আমাদের পক্ষে নয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আবশ্যকের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা করে, expert দের সাথে আলাপ আলোচনা করে যা পরিকল্পনা করা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই। আমাদের ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা, raw matarials, টাকা পয়সা, maket এবং expart প্রভৃতির লক্ষ্য করে করতে হবে। প্রথমতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের এখানে লোক সংখ্যার অনুপাতে জমি কম তাই small scale Industry কুটির শিল্প প্রভৃতি ছোট ছোট Industry আমরা চালু করেছি। এই খাতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭,৮০,০০০, ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪২, ৮০,০০০ ও ৩য় পরিকল্পনায় ৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা এমন একটা stageএ উপস্থিত হয়েছি যে ভবিষ্যতে আমাদের এখানে Heavy Industry গড়ে তুলার সম্ভাবনা আছে। যার জন্য আমাদের এখানে আসাম হতে Power আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। ধর্মনগর পর্যান্ত Rail line এসে গেছে। এই ভাবে আমাদের এখানে কিছু কিছু আজ এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এইখানে Major & Heavy Industry গড়ে তুলতে হলে কতকগুলো কথা বিবেচনা করা দরকার। যেমন raw material পাওয়া যাবে কি না, skilled workers পাওয়া যাবে কিনা, market আছে কিনা এবং সেটা Public sector হবে কিনা, বা private sector হবে কিনা। এই সব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে, তার জন্য কমলপুর, ধর্মনগর, কৈলাসহর এই তিনটি জায়গাকে নিয়ে একটি Industrial project করা হচ্ছে। সে সব জায়গায় কাজ আরম্ভ করার জন্য Priliminary survey work হয়েছে এবং survey report আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে, যার জন্য আমরা বাজেটে টাকা বরাদ্দ করেছি। সুতরাং কোন কিছু বলেই যে বিরোধীতা করতে হবে তার কোন মানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কাজেই একটি Industry গড়তে হলে কি কি জিনিষের প্রয়োজন for instance, আমি এখানে রাখছি। এখানে আমরা sugar mill এর কথা বলেছি। আমরা statistics নিয়ে জেনেছি যে mill আখ্যা দিয়ে নয় তাকে বলতে হবে sugar Factory তার জন্য seheme করা হয়েছে এবং priliminary work এগিয়ে যাচ্ছে সুতরাং আবলতাবল বকে কিছু হচ্ছে না, হবে না, চীনের বুলি আউড়িয়ে সরকারের পরিকল্পনাকে বানচাল করার যে অভিপ্রায় সেটাকে কার্য্যকরী করার জন্যই ওরা এসব কথা বলছেন। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে the provision for Industry is inadequte. Industry development এর জন্য এখানে ২৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, তদুপরি আমাদের মাননীয় সদস্যরা যদি Demand No.2—দেখতেন তাহলে দেখতে পাবেন আরও ৩,৮০,০০০০, ধরা হয়েছে grow more Industryর জন্য; সুতরাং কতটাকা হলে adequate হত, তা যদি ওরা বলতেন তা হলে পরিষ্কার হয়ে যেত। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে উন্নতি হয়েছে বলেই তৃতীয় পরিকল্পনায় ৬৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কারণ ১ম ও ২য় পরিকল্পনায় Hand loom, small scale Industry কে আমরা যে সাহায্য করতে পেরেছি তা কিছুক্ষণ আগেই আমাদের মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে Handloom আমাদের আগে ছিল ১৫ লক্ষ এখন তাহা বেড়ে হয়েছে ১৮ লক্ষ ১০টি। এভাবে আমরা Industry তে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু এতে তারা কোথায় যে inadequate দেখলেন তা আমরা বুঝতেই পারছি না। অতএব আমি বিরোধীপক্ষের cut motion এর বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার সমর্থন করছি। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Sunil Chowdhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে Industry খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধরা হয়নি। তার কারণ মাননীয় সদস্যরা বিশদভাবে বলেছেন। আমি শুধু এখানে একটা বিষয়ের উল্লেখ করব। সেটা হচ্ছে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে অনেক স্বর্ণশিল্পি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বাজেট দেখে বুঝা যাচ্ছে না কি করে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরাতে Heavy Industry গড়ে তুলা দরকার। তাদের কাজ করার যে সুযোগ

সেটা তারা তখন পাবে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। কাজেই Heavy Industry হবে। হবে না, হতে পারে না বলে যেসব যুক্তি দেখানো হয়েছে তা আমি মানতে পারছি না। Employment এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখাযাবে যে এখানে Jute mill গড়ে উঠতে পারে, কারন এখানে পাটের অভাব নেই।

কাজেই সেই যে পাট, সেই পাট দিয়ে এখানে Jute Mill খোলা যায় এবং তার মাধ্যমে স্বর্ণশিল্পিদের যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় পুনর্বাসনের আংশিক সুবিধা হবে, employmentএর কিছুটা ব্যবস্থা হবে। স্বর্ণশিল্পিদের দুরবস্থার অনেক চিত্র এখানে আছে। আমি এখানে বলছি যে ত্রিপুরার স্বর্ণশিল্পির তরফ থেকে স্বর্ণশিল্পি বলে Bulletin বেরিয়েছে, সেই Bulletin এর ভিতরে—অবশ্য যারা পড়েছেন তারা দেখছেন যে এটার ভিতর অনেক খবর আছে। আমি এখানে দু একটি কথার উল্লেখ করব যে স্বর্ণ আইনের ফলে এখানে প্রায় ৪।৫টি লোক আত্মহত্যা করেছেন। কেন আত্মহত্যা করেছেন? না, আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। কেন বাধ্য করা হল? না, এই যে স্বর্ণ আইনের কবলে পরে তাদের আর কোন রোজি-রোজগারের কোন পথ ছিল না। না থাকার ফলে তারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন কাটিয়ে, সরকারের কাছে অনেক আবেদন, নিবেদন করে কোন ফল না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত মরতে বাধ্য হয়েছে। স্বর্ণ আইন প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে এই কথা ছিল যে বেকার স্বর্ণকারদের পুনর্বাসন করা হবে। প্রত্যেক স্বর্ণশিল্পির পুর্নবাসনের জন্য ৭৫০০ টাকা ও তাহাদের ব্যক্তিগত জমিনে আরও ৫০০০ টাকা দিয়ে তাদের পুর্নবাসন দেওয়ার দরকার। স্বর্ণ আইনের ফলে যারা বড় ব্যবসায়ী ছিল তাহাদের কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু অসুবিধা হয়েছে তাদের যারা দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সুতরাং তাদের আশু পুর্ণবাসনের প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শিল্পি একদিনে সৃষ্টি হয় না; দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমের ফলে তবে একজন শিল্পির সৃষ্টি হয়। স্বর্ণ আইন প্রবর্ত্তনের ফলে স্বর্ণ শিল্পীদের যে অসুবিধা হয়েছে তা দুর করে তাদের অর্থনৈতিক পুর্ণবাসন দেওয়া সরকারের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। স্বর্ণ আইনের উদ্দেশ্য ছিল, দেশের সোণা যাতে বাইরে পাচার না হয়, কিন্তু তা কি হয়েছে? বড় বড় ব্যবসায়ী যারা, তারা তাদের ব্যবসা ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to limit his speech in Industry.

শ্রীসুশীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য Industry সম্পর্কেও আমি রাখছি, আমার বক্তব্য হল বেকার স্বর্ণশিল্পীদের প্রতি নজর দেওয়া, তাদের যাতে অন্যান্য কুটীর শিল্পে নিয়োগ করা যায় তার ব্যবস্থা সরকার করবেন বলে আমি আশা করি। কিন্তু আমি বাজেট দেখে হতাশ হয়েছি যে Industry মারফৎ স্বর্ণশিল্পীদের পুনর্ব্বাসনের কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং আমি অনুরোধ রাখব যে যত দিন পর্য্যন্ত তাদের পুনর্ব্বাসন না হয় ততদিন তাদের মধ্যে পুর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে মাসিক ২৫্ টাকা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মাসে ১৫ টাকা করে সাহায্য যেন সরকার থেকে করা হয়। ত্রিপুরায় যথেষ্ট বাঁশ পাওয়া যায়; সুতরাং আমি মনে করি যদি এখানে একটি Paper মিল

হয় তবে মানুষের কিছু কিছু অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন হতে পারে। একটা ছাঁতার বাটের কারখানা এখানে যদি করা যায় তাহলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ পয়সা রোজগার করতে পারে। মাননীয় Speaker মহাশয় আমি cut motion কে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker,—I would now call on the Hon'ble Minister to reply,

S.L. Siugh. — মাননীয় Spiaker মহোদয় মাননীয় সদস্যরা খুব ভাল কথা বলেছেন। এক সদস্য বলেছেন যে এখানে পাটের উৎপাদন খুব বেশী হয় অতএব jute mill করা হোক। এরকম উর্ব্বর মস্তিষ্ক ব্যাতিরেকে এরকম কথা সম্ভব নয় আমি যা বলেছি তা আবার অনুগ্রহ করে বলছি যে তারা বলেছেন পাট এখানে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয় অতএব পেপার মিল করে স্বর্ণশিল্পীর অন্নের সংস্থান করে দেওয়া হোক। এরকম পাট অধিক উৎপন্ন হয় এইজন্য সেখানে paper মিল করতে হবে এবং সেখানে Immidiately স্বর্ণশিল্পীকে সে ব্যবসায় নিয়োগ করতে হবে। এরকম উর্ব্বর মস্তিষ্ক না হলে এরকম উর্ব্বর পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারেন না। জুট মিল বা পেপার মিলের জন্য আলাদা Training এর দরকার। যারা জুট বা paper মিলে কাজ করে অভিজ্ঞ এরকম কর্ম্মীর দরকার। স্বর্ণশিল্পীরা আলাদা লাইনে কাজ করছেন কিন্তু তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছেস্বর্ণশিল্পীরা সে লাইনে অভিজ্ঞ তারা যেন আগে পেপার বা জুট মিলে কাজ করতেন। তারা যে অদ্ভুত রকম কথা বলছে তাই আমি দেখাচ্ছি। তারপর বলা হয়েছে স্বর্ণশিল্পী বেকার হয়েআত্মহত্যা করছে। আমাদের তা জানা নেই যে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বর্ণ শিল্পীরা বেকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এরকম অমূলক কথা বলা তাদের দ্বারা সম্ভব। এখানে বলা হয়েছে যে কতগুলি Industries co-operative এর মাধ্যমে অরুণন্ধুতীনগরে গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে R,I.C. গ্রহন করেছে। কো-অপারেটিভ যদি তাদের ব্যবসায়ে প্রসারিত এবং উন্নত করার জন্য R. I. C. হাতে দিয়ে থাকে তা বন্ধ করার কারো ক্ষমতা নাই। Co-operative র সেই অধিকার আছে। ইহার ফলে দেখা গেছে সেই Industryগুলির প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং বহু শ্রমিক সেখানে কাজ করছেন। জীবিকা অর্জ্জন করছেন। তারপর বলা হয়েছে গোকুলনগরে যে Industry গড়া হয়েছে সেখানে লোক নাই। মাননীয় সদস্য গিয়ে দেখে আসতে পারেন সেখানে বহু লো কাজ করছে। মহাত্মাগান্ধী একদিন বলেছিলেন ,Miss Mayo একদিন ভারত সন্দর্শনে এসেছিলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল Miss Mayo has come only to see the filth of India. অর্থাৎ ভারতে যেখানে নরক আছে সেই নরক দেখতে এসেছিলেন। আমার মনে হচ্ছে এই নরক পরিদর্শন কারীরা কোন ভাল জিনিষ দেখতে পারে না। দেখতে পারার কথাও নয়। কারণ একথা বলা আছে যে শকুনের দৃষ্টি থাকে নীচের দিকে। অন্যদিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে না। ভাগাড়ে তাদের দৃষ্টি। ভাগাড়ে তাদের দৃষ্টি তারা ভাগাড় পাবে। সেটা আশ্চর্য্যের কিছু নাই। তার পর বলা হয়েছে যে Industry র Director মৃণাল মজুমদারাকে জোর করে Resign দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এটা কি মাননীয় সদস্য তার মুখ থেকে শুনতে পেয়েছেন না জনসাধারণের মুরুব্বি হিসাবে বলছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। আজকের দুনিয়া কোন লোককে জোর করে Resignation দেওয়া যায় না। অতএব তারা তাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক থেকে এই কথা

বলতে পারে। কারণ যাদের মানুষকে ঠ্যাঙ্গাইয়া অভ্যাস তারা অন্য কি চিন্তা করবে। তাদের একমাত্র plan মানুষ ঠ্যাঙ্গানো। কাজেই এরকম কথা তাদের পক্ষে সম্ভব। তার পর একটা কথা বলা হয়েছে কোন মুখার্জ্জি তার বন্ধু। কর্ম্মচারীরা বন্ধু হবে এটা স্বাভাবিক। এই গণতন্ত্রে তার সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ বা বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহার করা আইন লঙ্ঘিত কাজ হলো মনে করা যায় না। এবং তার যদি কোন promotion হয়ে থাকে তবে তার quality জন্য তার efficiency র জন্য হয়েছে, বন্ধুতার জন্য হয় নাই। efficiency না থাকলে হতেই পারে না। কথায় কথায় enquiry করা যায় না। ভাগাড়ে যাদের দৃষ্টি তাদের কথার সঙ্গে চলা অসম্ভব। কর্মচারীর সঙ্গে বন্ধুতা গড়ে উঠা উচিৎ এবং সেই চেষ্টা করাও উচিৎ। অতএব আমরা যদি সেই ভাবে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চাই তাতে বন্ধুদের দুঃখ হওয়ার কারণ কি আমি বুঝতে পারলাম না। যে যেমন ভাবে কথা বলবে তাকে সেই ভাবে reply দিতে হবে। একটা কথা আছে যেমন কুকুর (—) তেমন মুগুর। অরুন্ধুতীনগরে Plan-Cum-production Centre কি ফল প্রসব করেছে। কি ফল প্রসব করেছে তা আমি আগেইত বলেছি। বন্ধুগণ তা দেখতে পাবেন না কারণ একটা কথা আছে শকুনের ভাগাড়ে দৃষ্টি। সে জায়গাতে কি কি তৈয়ারী হচ্ছে তা আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবু বলেছেন। এবং প্রয়োজন হলে সেখানে কি ভাবে কাপড় তৈয়ারী হচ্ছে, এলমুনিয়মের জিনিষ তৈয়ারী হচ্ছে তা দেখে আসতে পারেন সেখানে গিয়ে দেখে আসলে সব বুঝতে পারবেন। তারা যেভাবে কথা বলছেন তাতে বুঝা যায় যে তারা চান রাতারাতি 'চিত্তরঞ্জন' তৈয়ারী করতে।

কারণ তারা যেন রাতারাতি paper mill করে স্বর্ণ শিল্পীর অন্নসংস্থান করতে চান। রাতা কোন Heavy Industry গড়ে উঠা সম্ভব নয়। হয়ত স্বর্ণশিল্পীদিগকে বলা হয়েছে তোমাদের দুঃখ দারিদ্র একবারে দূর হয়ে যাবে। আমরা জুট মিলের জন্য চেষ্টা করছি, তার enquiry হচ্ছে, তার কতগুলা প্রসেস আছে এবং সেই process অনুসারে কাজ হচ্ছে। সেই শান্ত নিরিহ লোকগুলিকে এই ভাবে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আমরা Assembly তে যাচ্ছি কোন চিন্তা নাই। এই সব বুঝরুকি দুচারদিন চলে সবসময় চলে না। Heavy Industry গড়ে তুলতে হলে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তির দরকার তা আবার সস্তায় হওয়া চাই। এবং সেই অনুসারে আমিয়াম (Umium)থেকে power আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেই ভাবে communication গড়ে তোলা হচ্ছে। এর সাথে সাথে Raw materials আছে কি না তার enquiry করতে হবে এবং Public Scetor হবেনা Private Sector হবে তারও চিন্তা করতে হবে। Private Sector এর জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেউ সারা দেয় নাই। তাই বলে ত্রিপুরা পিছিয়ে থাকবে না। তার অনুসন্ধান চলছে। এবং Public Sector করার জন্য চেষ্টা চলছে। সেই জন্য ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। Heavy Industry রাতারাতি গড়ব বলে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। Heavy Industry র জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং সেই ভাবে Heavy Industry গড়ে তোলার একটা প্রয়াসের চিত্র আমরা এই বাজেটে রেখেছি। তারপর বলা হয়েছে যে কৈলাশহরের Rural Industry project এর কি হল। তার জন্য একটা

লোককে Training দিয়ে আনা হয়েছে, training দিয়েই একটি লোককে কাজ দেওয়া হয় না। যাতে বাস্তব ক্ষেত্রে তার শিক্ষাকে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেইভাবেও শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই অনুসারে কাজ চলছে। আমার Main motion টা ছিল Industry সম্বন্ধে তা House এর সামনে রাখছি আর cut motion এর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker —The discussion is closed. I would now Put the motion to vote. First I would put to vote the Cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that there is no provision for Heavy Industry in Tripura, "That provision for Industry in Tripura is inadequate" As many as are of that opinion will please say Ayes' (voices 'Ayes')

As many as are contrary opinion will please say 'Noes' (voices 'Noes') 'Noes' have it,

I would now to vote the main motion moved by Hon'ble Sri S, L. Singh that a sum not exceeding Rs. 24 57000/- ,(Inclusiva of the sum specified in Column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1964,) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of the March, 1965 in respeet of Demand No 20—Industries.

Speaker — As many as are of that opinion will please say 'Ayes. (voices 'Aees')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (voices Noes)

'Ayes' have it, Ayes have it. The motion is passed. I would Call on Sri Hon'ble Finance Minister to move on his demand for grant No 32 (Mejor Head 71) Miscellaneous, and also the demand No 33 other miscellaneous contributions and Assignments togather.

S. L Singh — Hon'ble Speaker Sir, on the recommandation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 50,45,600/- (Inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule. to the Approriotion (vote on account) Bill 1964), be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31 Ist day of march, 1965 in respect of Demand No. 32—Miscellaneous,

on the recommondation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 4,00.000/- (Inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account Bill,) 1964), be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the year ending on the 31 Ist day of March, 1965 in respect of Demand No, 33 — other Misc. contributions & Assignments

মাননীয় Speaker মহোদয় Demand No. 32তে যে টাকা রাখা হয়েছে তা অনেকগুলি বিশেষ কাজের জন্য রাখা হয়েছে। তাই আমি আবেদন করব House যেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বাজেট সমর্থন করেন। এখানে জুমিয়া Familyদের জন্য Land Revenueতে টাকার অঙ্ক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং schedule castes & schedule tribeদের Training এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। Agriculture এ Animal Husbandry প্রভৃতি বিষয়ে, Reang এবং Tribal Farmer যারা আছে, তাদের উন্নতির জন্য টাকা রাখা হয়েছে। Communication, Housing grants, Non-official Organisation যে সকল আছে সে সমস্ত জায়গাতে উন্নতির জন্য কতকগুলি কাজের বরাদ্দ করা হয়েছে। Wellare of Backward Classএর উন্নতি মলক কাজের জন্য অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে Co-operative করার জন্য plan এসেছে এবং তাদের মধ্যে যারা সেখানে কাজ করবে তাদের Co.operative গড়ে তোলার জন্য এখানে অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপর এর সাথে সাথে আরো কতকগুলি কাজের জন্য এবং Publicityর জন্য অর্থের বরাদ্দ এবং Publicity যে সকল scheme আছে সে সকল schemeকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের চেষ্টা চলছে এবং বাজেটে সেই ভাবে অঙ্ক নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। Land Settlementএর জন্য যে সকল Intermediariesদের ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য ও ক্ষতি পুরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব আশা করি House এই Demand No 32 & 33কে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker:—I would now call on Sri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি আমার cut motion এর সমর্থনে বক্তব্য পেশ করার আগে আপনার কাছে একটা অনুরোধ জানাব। সেটা হচ্ছে এই Demand No 32 এবং 33র উপর আমাদের অনেক বলার আছে, কাজেই আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে ও প্রস্তুত আছি যে আমাদের পরবর্ত্তী বক্তারা যাতে এই cut motion গুলির উপরে তাদের বক্তব্য ঠিক ঠিক মত পেশ করতে পারেন সেজন্য আমাদের agenda পরিবর্ত্তন করব। অতএব আপনি যেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে একটু সময় বিবেচনা করেন। আমার প্রথম Cut motion হচ্ছে "Discreminatory treatment on distributing advertisement to papers". সরকার বর্ত্তমানে যে ভাবে local paper গুলিকে advertisement দিচ্ছে, রুদ্রবীণার শহিদ সংখ্যায় যে সমালোচনা হয়েছে তার referenceটা এখানে উল্লেখ করতে চাই। জবাব মিলিবে কি ? ত্রিপুরার জন সংযোগ দপ্তরের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার শতকরা ৮০ ভাগ টাকা যায় বাহিরের পত্রিকায় যে নদী ভারতের অন্য কোন রাজ্যে নাই তাই স্থাপিত হয়েছে ভারতের একটি দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু কাহার জন্য এরূপ হইতেছে এবং এর মূলে কোন রহস্য আছে তাহা উদঘাটিত হবে কি না কে জানে ? এভাবে অনেক কিছু লেখা আছে—পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে যে এভাবে ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ চিত্র উপেক্ষিত হচ্ছে; এখানে বৎসরের পর বৎসর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়াও সরকারী বিজ্ঞাপন পাওয়ার অনুমোদন পাইতেছে না, তাদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। কোন

বিশেষ সংখ্যা বা বিশেষ কোন কিছু প্রকাশ করিলে Display বিজ্ঞাপনের জন্য মাননীয় উন্নয়ন মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত যে সকল পত্র পত্রিকা জনসংযোগ অফিসে আপত্তিকর প্রস্তাবের জন্য বঞ্চিত হয়ে গেছে, তাদের প্রশ্নও এখানে বিবেচিত হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এখানকার সংবাদ পত্রের সেগুলি সরকারী reviewর মাধ্যমে প্রায় আজ ২ বছর হ'ল বিজ্ঞাপনের জন্য অনুমোদিত হয়েছে তাহারা ও বৎসরের মধ্যে মাত্র ৬ টাকার বিজ্ঞাপন পাইয়া অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে একানকার সমস্ত পত্রিকা মিলে বিজ্ঞাপনের জন্য যে টাকা পেয়েছে বাইরের যে কোন সংখ্যা বা পত্রিকা তার জন্য অনেক বেশীগুণ টাকা পাইয়াছে। একই দপ্তরের বিজ্ঞাপনের জন্য এখানকার বা স্থানীয় পত্র পত্রিকাগুলির জন্য স্বর্তাধি একরকম বাহিরের পত্রিকাগুলির জন্য অন্য রকম। স্বর্ত হল এরকম যে বাহিরের পত্রিকাগুলির জন্য ১ পৃষ্ঠা লেখার জন্য ১ পৃষ্টার বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন কিন্তু স্থানীয় পত্রিকাগুলির জন্য ১ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের জন্য ৩ পৃষ্ঠা দিয়া থাকেন। শুধু তাই নয় বাহিরের পত্রিকা ১ লাইন বিজ্ঞাপন না লিখেও এই বাবতে বিপুল অর্থ পেয়েছে এরকম নজীর ও বহু আছে। আর একটি রহস্য জনক ব্যাপার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত এই দপ্তরের একটি বিজ্ঞাপন "জাতীর এই সংকটে আপনি কি দিয়ে সাহায্য করতে পারেন," যাহা স্থানীয় পত্রিকাগুলিকে বিনা পয়সায় ছাপিতে বাধ্য করা হয় অথচ বাহিরের পত্রিকায় ছাপানো হয় বিপুল অর্থের বিনিময়ে। এ সম্পর্কে ও এখানে একটি টিপ্পনী আছে, তা আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চেষ্টা করব। রুদ্রবীনার শান্তনার জন্যই বলছি। প্রবাদ আছে "বাড়ীর গরু ঘাটের ঘাস খায় না।" আমার বিশ্বাস যে ত্রিপুরার জনসংযোগ দপ্তর বিজ্ঞাপন বাবত বরাদ্দ টাকার শতকরা ৮০ ভাগ বাইরে ব্যয় করে রদ্রবীণার প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করছে।

এতে রুদ্রবীনার দুঃখ হয়েছে, কিন্তু শতকরা ২০ ভাগ Grant যে রুদ্রবীনা অন্যান্য স্থানীয় পত্রিকা বা বাহিরের পত্রিকা অপেক্ষা পাবে তা আশা করা যায় না। পত্রিকা গুলি খুব বুনেদী ও কুলীন এবং আমাদের ত্রিপুরার জন সংযোগ দপ্তরটি ও কোন প্রকারে অকুলীন নয়। অতএব পরাণ লভ্য খুব দুঃমুখ দুঃখ করিয়াছে।

দুর্মুখ মহাশয় অবধান করুন, অগ্ন নয় অগ্ন নয়, কবে কোন দিনে হয়েছিল ঘুর্ণিবার্ত্তা বিলোনীয়া সাবরুমে, এমন সময়ে হয়তো সংযোগ ঘটিয়া ছিল আমাদের জন সংযোগ দপ্তরটির সংগে।

তদফলং কাগজ পত্র তচনকং— অতএব গণতন্ত্র দেশের গণরাজ ফলনং হচ্ছে ঘুব নিবার জন্য একটু ধর্য্য দরকার বৈ কি? এই হচ্ছে এখানকার মন্তব্য। এই পত্রিকাটি Communist Party র পত্রিকা নয় ইহা ruling party ভাল করে জানেন। এই প্রসংগে জাগরণের কথা একটু বলতে হয়, এই পত্রিকায় নাকি বহুদিন ধরে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। সংহতি বলে যে পত্রিকাটি আছে তাহাও সরকারের বিজ্ঞাপন হতে বঞ্চিত। যেহেতু জাগরণ পত্রিকার মধ্যে সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে সজন পোষণ থেকে আত্মীয় পোষণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাবে তার বিরুদ্ধে অনেক খবরা খবর উঠে, অতএব জাগরণের কণ্ঠরোধ করতে হবে। সেজন্য তাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। এই হচ্ছে সত্য ঘটনা। সেজন্য রুদ্রবীনা ও ত্রিপুর সংহতিতে ত্রিপুরার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উপজাতিদের উপর

যে বেপরোয়া ভাবে আক্রমন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাদের রক্ষার জন্য কিছু কিছু সমালোচনা বাহির হয়, কাজেই এগুলিকে ও কণ্ঠরোধ করতে হবে। এ প্রসংগে আরও একটা কথা বলা দরকার যে কিছু ক্ষণ আগে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে— পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান হওয়ার জন্য নাকি Communist Party দায়ী। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ও বিকৃত করতে চান এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ব্বে British মন্ত্রী mission যখন এখানে এসেছিল তখন কি কোন Communist নেতাকে Kashmir এ আলাপ আলোচনা করার জন্য ডাকা হয়েছিল? তাই ভারতের জন সাধারণকে ত্রিপুরার জন সাধারণকে ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহে রকাছ হ'তে ভারতের ইতিহাস নূতন করে শিখ্‌তে হচ্ছে।

কাজেই আজ তাদের পক্ষেই সম্ভব জাগরণকে বিজ্ঞাপন না দেওয়া। ত্রিপুর সংহতিকে বিজ্ঞাপন না দেওয়া; বিজ্ঞাপন দিতে হবে তাদের যারা সরকার ও মুখ্য মন্ত্রীর প্রশংসা করেন। কিন্তু যারা দুর্নীতির সমালোচনা করে তাদের বিজ্ঞাপন না দেওয়া মুখ্য মন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের পক্ষেই সম্ভব।

Demand No – 31 & 32 সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব ত্রিপুরার ভূমিহীন যারা আছেন তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন। ত্রিপুরার সামগ্রীক উন্নতির জন্য ত্রিপুরার ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। পুনর্বাসনের নামে যে কাণ্ডকীর্ত্তি চলছে তা শুনে অবাক হতে হয়। যারা একবার establish হয়েছে মানে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, তাহাদিগকে উচ্ছেদ করে নূতন লোককে সেই স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে বলার চেষ্টা করব।

It is learnt that on 24. 12. 63 one Shri Anil Chowdhury who happen to be a congress worker is strengthened by the presence of the police forcibly encroached in the lands of Shri Agunia Deb Barma, Shri Lalit Deb Barma etc. of Atacha under area of south Ramchandra Ghat. One Shri Krishna Chandra Deb Barma son of late Mahim Chandra Deb Barma is a Jumia, who has been forcibly evicted by non-tribals & his complaints against this forcibly encroachment to the Police station are of no effect. One Shri Kuya Kr, Deb Barma

Mr. Speaker:— I would ask the Hon'ble member what is the paper he is reading? What is the paper?

Shri Aghore Deb Barma—I submitted it to the Chief Commissioner.

Mr. Speaker :— You may submit the same to the Chief Commissioner but you are not to read it here.

Shri Aghore Deb Barma—আমি খানিকটা পড়ছি। সবটা আমি পড়ছি না।

Shri SUNIL DATTA :—মাননীয় Speaker, point of order, He should furnish copies to the members otherwise he can not read according to rule.

Shri Aghore Deb Barma : একটা Copy chief Minister কে দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker— I request the Hon'ble member that he can not read a written statement ; he may refer to the incident.

Shri S. L. Singh — He first of all approached Chief Commissioner with the petition and Chief Commissioner called me also in that meeting. C. C. also nstructed him that within 5 days there would be an enquiry, where he should be present He agreed. And after that when we started enquiry he was not there. So I draw the attention of the Hon'ble chair about it to scrutinise the fect.

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে reference টা এখানে টানছি সেটা chief commissoner এর নিকট যে representation দেওয়া হয়েছিল তার পরবর্ত্তি ধাপ। কিন্তু আমার সাথে যে যাওয়ার কথা ছিল সেটা তিনি avoid করেন. কাজেই পরবর্ত্তি সময়ে যখন তিনি যান, আমাকে বাদ দিয়েই যান। আর এই representation এর মূলে যে S. D. O. তিনি আক্রাবাড়ি মৌজায় ৩ দিন ছিলেন, শান্তিনগরেও ৩ দিন ছিলেন। এবং যে সমস্ত অভিযোগ আমি এখানে রেখেছিলাম সেগুলি সত্য বলে সেখানে প্রমাণিত হয়। এবং যারা encroach করেছিলেন, S D. O. সেখানে গিয়া তাদেরকে সরিয়ে দেন। সেই ঘটনাগুলো আমার সাথে আছে।

Mr. SPEAKER :— We have nothing to do with the matter.

আর একটা ঘটনার কথা বলছি। শ্রীঅধির কুমার সরকার, পিতা মৃত নবকৃষ্ণ চৌধুরী, ত্রিপুরা উত্তর মলাপাণিয়া সাব্রুম। উপরুক্ত ব্যক্তিগণ ১৯৫৮ ইং সন হতে নিম্ন তহশীলের ভূমি আবাদ অনুষ্ঠান করে ভোগ দখল করছে। বন্দোবস্তের প্রার্থনা আছে, কিন্তু স্থানীয় যারা উদ্বাস্তু তারা সেটা দখল করে আছে। District Magistrate Butalia র নিকট আবেদন করিলে তিনি দখল পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আজ ৩।৪ মাস উদ্বাস্তুরা সে সব জমি দখল করেছে, এটা হল সাব্রুমের কথা। তার পরে কমলপুরের কথা। ভদ্রমনি দেববর্ম্মা, তার পরে শুক্রমনি দেববর্ম্মা তাদের জমি বঙ্কবিহারী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক বেদখল করা হয়েছে, তারা জমি হতে উচ্ছেদ হয়েছে। গণ্ডাছড়ার কলোনির ঝাল মনি দেববর্ম্মা উদ্বাস্তু কতৃক উচ্ছেদ হয়।

Mr. SPEAKER :— I do not quite understand what he is speaking.

থাক আর details এ আমি যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হল এই যে আজকে যারা উদ্বাস্তু আছে তাদের পুনর্বাসন হওয়া দরকার, কিন্তু উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতি ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার নীতি যদি এইরূপ হয় যে একজনকে উচ্ছেদ করে তার স্থানে অন্যকে বসানো, তাহলে কি করে আমাদের সেই সমস্যার সমাধান হবে। এই ভাবে মুখমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে, নিজেদের মধ্যে দাঙ্গার চেষ্টা করছেন। এই অভিযোগ আমি এখানে রাখছি। পাহাড়ীয়ারা চিন্তায় চেতনায়, বুদ্ধি বিবেচনায়। অনগ্রসর এবং পশ্চাৎপদ, সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত ঋণে তারা জর্জরিত ; Govt এর ঋণ, মহাজনের ঋণ। ধেবর কমিশন সুপারিশ করেছিল যে সবদিক বিচার করে তাদের ঋন মকুবের ব্যবস্থা করা হক, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা তার কিছুই দেখছিনা।

কিন্তু ধেবর কমিশনের বইয়ে দেখা যায় তদানীন্তন Chief commissioner পরিষ্কার ভাবে সুপারিশ করেছেন যে কাঞ্চনপুর, তেলিয়ামুড়া এবং অমরপুর whole Division এবং সাব্রুম এই সব এলাকাকে tribal এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক খাতে যে সমস্ত টাকা পয়সা বরাদ্দ হয় সেই সমস্ত mis-use করা হয় এবং ধেবর কমিশনের বইয়ের মধ্যে এইগুলি স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আজকের ruling party র নেতা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয় যদি tribalদের উন্নতির চেষ্টা করতেন তাহলে ধেবর কমিশনের যে সমস্ত recommendations রয়েছে সেইগুলি কার্য্যকরী হত। আজ পর্য্যন্ত একটি সুপারিশকেও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। Survey সম্পর্কেও অভিযোগ আছে। সেখানেও ষড়যন্ত্রমূলক, পূর্ব্বপরিকল্পিতভাবে সমস্ত বাড়তি এলাকাগুলি non tribalদের মধ্যে ভাগ দেওয়া হচ্ছে। সেই সম্পর্কে আমি একটা চিঠিও লিখেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাই নাই। কাজেই tribal উচ্ছেদের যে চেষ্টা সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। এইখানেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker:—I call on Sri Sunil Chandra Dutta.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে দুইটি demand যথা demand No 32 & 33 রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে cut motion এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে প্রশ্ন তুলেছেন জবাব দেওয়ার চেষ্টা আমি করব। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সম্পর্কে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কথা বলেছেন। জাগরণ ও ত্রিপুরার সংবাদ উল্লেখ করে বলেছেন যে এই দুটিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি আছে, পত্রিকার বহুল প্রচার, পাঠকের শ্রেণী বিভাগ, সম্পাদকীয় কলাম প্রভৃতির উপর নির্ভর করেই adveitisment দেওয়া হয়। আমরা জানি এই দুইটি পত্রিকা সমাজ বিরোধী কাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার কাজই বেশী করে সেই জন্য সরকার এই দুইটি পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন না দিতেই মনস্থ করেছেন। উনারা রুদ্রবীণা থেকে এখানে একটা কথা উদ্ধৃত করেছেন, রুদ্রবীণায় লেখেছে বলেই যে তাকে বেদবাক্য বলে মেনে নিতে হবে তার কোন অর্থই আমি বুঝতে পারলাম না। আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরার প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তবে দুটি ছাড়া। যদি এরকম আরও পত্রিকা থাকে তা হলে সেগুলিতে বিজ্ঞাপন না দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা আমাকে উত্তেজিত করছেন, বলতে অসুবিধার সৃষ্টি করছেন।

Mr. Speaker :—I request not to disturb

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—বর্ত্তমানে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলেছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে যাতে সেই বীজ ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমাদের ত্রিপুরায় আজ সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজমান। সুতরাং যে সব পত্রিকার মারফতে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে সে পত্রিকাকে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে সর-

কারকে বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই উচিৎ বলে আমি মনে করি। আর একটি cut motion বলেছেন landless agriculturistদের জন্য sufficient provision থাকা দরকার ; কথাটা ঠিক নয়, ৫০ হাজার টাকা বাজেটে provision আছে। landless বিভিন্ন ধরণের আছে, Jumia landless, Schedule cast landless এই বাড়তি টাকাটা jumiaদের পুনর্ব্বাসনের টাকা ছাড়াই রাখা হয়েছে। বাজেট খুললেই ওনাদের তাহা বোধগম্য হবে। আমাদের যে scheme তাতে দেখা যায় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা ১৯৬২—৬৩ সনে ২০০ শত পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, ৬৩—৬৪ তে ৫০০টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে, ৬৪—৬৫ তে আরও ৮০০টি পরিবারকে দেওয়া হবে। তারপর একটি অভিযোগ করেছেন যে আদিবাসী এবং ভূমিহীনদের মধ্যে সরকার সব সময় ঝগড়া লাগিয়ে রেখেছেন এবং এই প্রসঙ্গে কমলপুরের উল্লেখ করে বলেছেন যে সেখানেও এমন অবস্থা বিরল নয়। আমি কমলপুরের লোক, আমি জানি যে কমলপুরের লোক শান্তিতেই বসবাস করছে। আমি councilর আমলেও বলেছি যে গণ্ডাছড়া অঞ্চল লোকদের মধ্যে দুষ্ট লোকরা প্রচার চালানোর ফলে সেখানকার লোক তাদের ভাল জমি ফেলে অন্যত্র আবার পুনর্ব্বাসনের লোভে চলে গিয়েছিল, সরকার যেখানেই খাস land পাচ্ছেন সেই খানে ভূমিহীনদের জমিজমা দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্যদের মনে আছে হয়ত যে আদিবাসী জুমিয়াদের জন্য আমি এই House এ বলেছি যে তাদের যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটা সুষ্ট ভাবে দেওয়া হয়নি, কারণ আমরা যে স্থান দিয়েছিলাম সেস্থান নির্ব্বাচন ভাল হয়নি।

এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব যে ভাল জমি নির্বাচন করে যেন পুনর্বাসন দেওয়া হয়, যাতে তারা বসবাস করতে পারে, জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে সে Jumiaই হউক আর যে কেহই হউক। আর মাননীয় সদস্য তেলিয়ামুড়া, অমরপুর আরও কয়েকটি অঞ্চলকে tribal দের জন্য আলাদা করে রাখার কথা যে বলেছেন, তাতে আমি জিজ্ঞাসা করব যে মহারাজার আমল হতে non tribal যারা রয়েছেন তারা থাকবেন কোথায় ? স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে বাঙ্গালী, পাহাড়ী, ইত্যাদি বলে যেন আমাদের সংহতির ব্যাঘাত না ঘটান এবং এই ধরণের উক্তি করেন। ভারতের অন্যান্য এলাকার মত যেন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যেও মিলে মিশে বসবাস করতে পারে। মন্ত্রীমণ্ডলী বা গঠন হওয়ার পর মাননীয় শচীন্দ্রলাল সিং মহাশয় উপজাতি ও বাঙ্গালীদের মধ্যে সবসময় বিরোধ লাগানোর চেষ্টা করছেন, এমন ধরণের উক্তি আমরা দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করতে পারি না এবং ইহা বাঞ্ছিতও নয়। আপনারা পড়েননি বলে মনে হচ্ছে, পড়ারর ধৈর্য্য আছে কিনা জানি না, যদি পড়েন তাহলে দেখতে পারেন যে বাজেটে লক্ষ লক্ষ টাকা ধরা আছে, Mis use যাতে না হয় তার জন্য আপনারা সমালোচনা করেন, সেই অধিকার আপনার আছে, তার জন্যই আপনি বিধান সভার সদস্য। কিন্তু সে কথা না বলে, বর্ত্তমান সরকার উপজাতীদের অকল্যাণের চেষ্টা করছেন, এই ধরণের কথা জনসাধারণের মধ্যে বলা উচিৎ নয়, বিধান সভায় বলা উচিৎ নয়, কোন খানেই বলা উচিৎ নয়।

Mr Speaker — the House stands adjourned till 11 A. M tomo-rrow.